



সৌদি বিমানবন্দরে ইরান সমর্থিত হুখিদের হামলা

ওয়াশিংটন ডেস্কঃ ইয়েমেনে গৃহযুদ্ধ ফের তীব্র হওয়ার পর থেকেই প্রতিবেশী সৌদি আরবকে লক্ষ্য করে হামলা চালিয়ে আসছে হুখিরা। এবার রিয়াদের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে হামলার দাবি ইরান-সমর্থিত হুখিদের। যদিও ইয়েমেনে সৌদি নেতৃত্বাধীন জোট জানিয়েছে, তারা লোহিত সাগরের উপকূলে হুখিদের বেশ কয়েকটি লক্ষ্যবস্তু ধ্বংস করেছে।

সোমবার হুখিদের এক মুখপাত্র দাবি করেন, তারা সৌদি আরবের রাজধানীতে অবস্থিত কিং খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, আরামকোর একটি তেল শোধনাগারে হামলা চালিয়েছে। তাঁর দাবি, হামলায় ব্যালিস্টিক ও ড্রুজ ফেপপাস্টের পাশাপাশি ড্রোনও ব্যবহার করা হয়েছে। দক্ষিণ সৌদি আরবের সেনাঘাঁটি এবং কয়েকটি ছোট বিমানবন্দরকেও নিশানা করা হয়। এদিকে, হুখিদের লাগাতার হামলার জেরে নতুন পারস্পরিক প্রতিরক্ষা চুক্তির আওতায় সৌদি আরবে সেনা মোতায়েনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে পাকিস্তান ও তুরস্ক। -বাকী অংশ ১৪ পাতায়

কাশ্মীরে গিয়ে গা ঢাকা! ৬০০ বাংলাদেশিকে আনা হচ্ছে বাংলায় শীঘ্রই পুশব্যাক?

কোলকাতা ডেস্কঃ জম্মু ও কাশ্মীরজুড়ে বেআইনিভাবে বসবাস করছে প্রায় ১৫ হাজার অনুপ্রবেশকারী? তাঁদের মধ্যে যেমন বাংলাদেশি রয়েছে, তেমনই রয়েছে রোহিঙ্গারাও। আবার অন্যান্য দেশের অনুপ্রবেশকারীরাও রয়েছে তাঁদের মধ্যে। এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য এসেছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের হাতে। ইতিমধ্যেই ৬০০ জন বাংলাদেশিকে চিহ্নিত করেছেন জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ ও কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। যে দালালচক্রের মাধ্যমে তাঁরা অনুপ্রবেশ করেছিল, গোয়েন্দারা সেই চক্রের সন্ধানও চালাচ্ছেন।

গোয়েন্দাদের কাছে খবর, তাঁদের মধ্যে অনেকেই সেখানে শ্রমিকের কাজ করে। আবার অনেকে দোকান বা রেস্টোরাঁয় কাজ জুটিয়ে নেয়। যদিও গোয়েন্দাদের অভিমত, বাংলাদেশি জঙ্গি সংগঠনের কিছু সদস্য ও জঙ্গিরা যে রোহিঙ্গাদের মগজধোলাই করেছে, তারাও ওই অনুপ্রবেশকারীদের সঙ্গে শ্রমিকদের ছদ্মবেশেই পৌঁছে যায় জম্মু ও কাশ্মীরে। গোয়েন্দা সূত্রে জানা গিয়েছে, এবার এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলির ভিত্তিতে তাঁদের শনাক্তকরণের পর 'এয়ার লিফটিং' করে নিয়ে আসা হচ্ছে বাংলায়। সীমান্তবর্তী এলাকায় নিয়ে গিয়ে ওই বাংলাদেশিদের বাংলাদেশে-বাকী অংশ ১৬ পাতায়



রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট

- ▶ প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- ▶ পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ▶ ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- ▶ শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

কল করুনঃ
৫১৬ ৪৫১ ৩৭৪৮

Eastern Investment
159 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com

Nurul Azim

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট

BANGLA TRAVEL
JACKSON HEIGHTS NEW YORK

সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-396-4140, 917-592-7828

সুপার সেল
\$৫৪৯+

MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL)
President & CEO

আমরা
আপনার
সুযোগসুবিধা

ARC
সুযোগসুবিধা

BISMILLAH
HALAL LIVE POULTRY
MEAT & FISH MARKET

এক যুগ ধরে বাংলাদেশী কমিউনিটির সেবায়
phone: 718-205-7200
ফ্রি ডেলিভারী EBT Accepted
37-15 -55 Street Woodside
New York-11377



ছাত্রবিক্ষোভে উত্তাল ফ্রান্স, ধৃত ছ'হাজার! 'একটা ঐতিহ্যশালী দেশের দখল নিতে চাইছে ইসলাম', দাবি ট্রাম্পের

ইউরোপ থেকে নুরুল ইসলাম বকুলঃ ফ্রেন্সের শহর প্যারিস আজ 'প্রেমহীন'। শহরের রাজপথে এখন শুধুই বিক্ষোভ আর উত্তেজনা। স্কুলের শ্রেণিকক্ষের জরাজীর্ণ অবস্থা, অতিরিক্ত শিক্ষার্থী, শিক্ষক সংকটের প্রতিবাদে পথে নেমেছেন লক্ষ লক্ষ পড়ুয়া। মঙ্গলবার থেকেই সেই বিক্ষোভের বাজ আরও বাড়তে শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই শ্রেণ্ডার করা হয়েছে অন্তত ৫০০ প্রতিবাদীকে। বিক্ষোভকারীদের হটাতে কাঁদানে গ্যাস এবং জলকামান ব্যবহার করছে-বাকী অংশ ১৪ পাতায়

দ্য হিন্দুকে ছমায়ুন কবির বাংলাদেশ সরকারের চ্যালেঞ্জগুলো বুঝতে হবে ভারতকে, প্রধান চ্যালেঞ্জ হাসিনা

ঢাকা ডেস্কঃ বাংলাদেশের সদ্য নির্বাচিত সরকারের চ্যালেঞ্জগুলো ভারতকে উপলব্ধি করতে হবে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে 'স্ট্যাটেকজিক অটোনমির' (কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন) গুরুত্ব তুলে ধরে ভারতের সংবাদপত্র দ্য হিন্দুকে এ কথা বলেছেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ছমায়ুন কবির। তিনি বলেছেন, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ভারত -বাকী অংশ ১৫ পাতায়

যেভাবে চীনকে তৈরি করেছেন শি বেইজিং ডেস্কঃ চীনের প্রেসিডেন্ট হিসেবে প্রায় ১৪ বছর ধরে দায়িত্ব পালন করছেন শি জিনপিং। এ সময়ে কমিউনিস্ট পার্টি এবং বিশ্বে চীনের অবস্থানে আমূল পরিবর্তন এনেছেন তিনি। বিদেশে, বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের মতো প্রকল্পের মাধ্যমে চীনের বৈশ্বিক প্রভাব প্রসারিত করেছেন এবং একই সঙ্গে বেইজিংকে গ্লোবাল সাউথের রক্ষক হিসেবে তুলে-বাকী অংশ ১৫ পাতায়

ইজরায়েলে হামাস-হামলার তিন বছর

নিউইয়র্কঃ ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর দক্ষিণ ইজরায়েলের বিভিন্ন জনপদে হামলা চালিয়েছিল প্যালেস্টাইনি সশস্ত্র সংগঠন হামাস। এই হামলার জেরে মৃত্যু হয়েছিল প্রায় ১১০০ জনের। ২৫১ জন ইজরায়েলি নাগরিককে পণবন্দিও করেছিল হামাস। দিনটা ছিল শনিবার। ইজরায়েলে সাপ্তাহিক ছুটির দিন 'শাবাথ'। পাশাপাশি, ইহুদিদের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব সিমচাত তোরাহ এবং সুকোটের শেষ দিন বা সমাপনী দিবস। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবরের সেই রাতে দক্ষিণ ইজরায়েলের বিভিন্ন জনপদে হামলা -বাকী অংশ ১৬ পাতায়

বিরোধী মিছিল 'অনুমতি ছাড়াই' আকাশবাণী ভবনে! রাহুল-প্রিয়ঙ্কার বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ

দিল্লি ডেস্কঃ রাহুল গান্ধী, প্রিয়ঙ্কা গান্ধী বাব্রা এবং তাঁদের সমর্থকদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করল দিল্লি পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, নির্বাচন সদনমুখী মিছিল থেকে হঠাৎই দিল্লি আকাশবাণী ভবন চত্বরে ঢুকে পড়েছিলেন রাহুলেরা। তার জন্য আগাম কোনও অনুমতি নেননি তাঁরা। এই সংক্রান্ত অভিযোগ পাওয়ার পরেই রাহুল-প্রিয়ঙ্কার বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করল দিল্লি পুলিশ। 'ভোটচুরি' এবং 'স্বেচ্ছাচারী ও বেআইনি কার্যকলাপের' অভিযোগে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণের দাবিতে বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র নির্বাচন সদন -বাকী অংশ ১৫ পাতায়

প্রয়াত বর্ষীয়ান অভিনেতা নানা পটেকর

দিল্লি ডেস্কঃ প্রয়াত হলেন নানা পটেকর। বর্ষীয়ান এই অভিনেতার বয়স হয়েছিল ৭৫। বৃহস্পতিবার ভোরে গোয়ার বাড়িতে হঠাৎ সংজ্ঞা হারান তিনি। চিকিৎসকদের চেষ্টাতেও তাঁকে বাচানো যায়নি। প্রয়াত হলেন নানা পটেকর। বর্ষীয়ান এই অভিনেতার বয়স হয়েছিল ৭৫। প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার ভোরে গোয়ার বাড়িতে হৃদরোগে আক্রান্ত-বাকী অংশ ১৫ পাতায়

RATAN TALUKDER LIVE
YouTube
RatanTalukderLIVE
646-327-7964

Main Children's Dental
CHIRANJIB DUTTA, D.D.S
Main Children's Dental
Pediatric Dentistry (By Appointment Only)
137-01 Northern Blvd, Flushing, NY 11354
Tel: 718-539-8762
Conveniently located near bus and subway

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২



প্রশিক্ষণ ছাড়াই আপনার আত্মীয়স্বজন/প্রতিবেশীদের
স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন



আমাদের এজেন্সিতে কি কি করতে পারবেন?

- ♥ আমাদের হোম কেয়ার এজেন্সী কোন HHA সার্টিফিকেট ছাড়াই আপনার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব অথবা প্রতিবেশীকে স্বাস্থ্য সেবা দেয়ার সুযোগ করে দিতে পারে।
- ♥ HHA সার্টিফিকেট থাকলে আপনি যে কোন রোগীকে স্বাস্থ্য সেবা দিতে পারবেন।
- ♥ আপনার মেডিকেইড নেই? আমাদের বিশেষজ্ঞ কর্মীরা এব্যাপারে আপনাকে সহায়তা করবে।
- ♥ আপনি ঘরে বসে, আপনার বাবা-মা/শ্বশুর-শাশুড়ীকে সেবা প্রদান করে অর্থ উপার্জন করতে পারবেন।
- ♥ আমাদের রয়েছে হোম কেয়ারের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা।
- ♥ মনে রাখবেন, আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।
- ♥ আমরা **CDPAP** এর আওতায় কোন প্রকার সার্টিফিকেট ছাড়াই অর্থ উপার্জনের সুযোগ করে দিয়ে থাকি।

Office Hour
Mon-Sunday
9am-6pm

আয় করুন, আপনি প্রতি
সপ্তাহে বেতন পেতে পারেন।

অফিস সময়সূচী :
সোমবার থেকে শনিবার
সকাল ৯টা - বিকাল ৫টা

For details information please contact at **718-647-5555, 646-591-6782**

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

REGO PARK :
97-17 64th Road
Rego Park, NY 11374

JAMAICA :
148-37 Hillside Avenue
Jamaica, NY 11435

JACKSON HEIGHTS :
37-26 74th St 2nd Floor,
Jackson Heights, NY 11372

BRONX :
1514 Castle Hill Ave.
Bronx, NY 10462

BROOKLYN :
219 Church Ave.
Brooklyn, NY 11218

BUFFALO :
737 Delaware Ave., Suite 215
Buffalo, NY 14209

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২



শিশু একাডেমির অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

শিশুদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ দিতে হবে

ঢাকা, সব শিশুকে সঠিকভাবে বিকশিত হওয়ার সুযোগ করে দিতে পারলে দেশের ভিত্তিটা অনেক মজবুত হবে—এমনটাই বলেছেন প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তিনি বলেছেন, দেশের প্রতিটি শিশুর মধ্যে কোনো না কোনো প্রতিভা রয়েছে। তাদের সেই প্রতিভা বিকাশে পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলা, শিল্প-সংস্কৃতি, সংগীত ও বিভিন্ন সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। মঙ্গলবার সকালে শিশু অধিকার দিবস-২০২৬ এবং বাংলাদেশের শিশু একাডেমির ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী একথা বলেন। এবারের প্রতিপাদ্য ‘শিশুর ভবিষ্যৎ হোক সুরক্ষিত’। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর সহধর্মিণী ও জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের ভাইস চেয়ারম্যান ডা. জুবাইদা রহমান বক্তব্য দেন। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রী অধ্যাপক ডা. এজেডএম জাহিদ হোসেন। এ সময় সরকার ও একাডেমির জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। তারেক রহমান বলেন, ‘প্রতিটি শিশুর মধ্যে কোনো না কোনো গুণ রয়েছে। আমাদের দরকার শুধু তাকে সেই সুযোগটি করে দেওয়া, যার মাধ্যমে সে নিজেকে বিকশিত করতে পারে।’ প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘শিশুরা সঠিকভাবে বেড়ে উঠলে পরিবারের পাশাপাশি দেশের ভিত্তিও শক্তিশালী হবে। তাদের যথাযথভাবে গড়ে তুলতে পারলে ভবিষ্যতে তারা প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে বাংলাদেশের নেতৃত্ব দেবে এবং একটি শক্তিশালী বাংলাদেশ গড়ে তুলবে।’ তিনি বলেন, শুধু খেলাপাড়ায় ভালো হলেই হবে না। খেলাধুলা, শিল্প, সংস্কৃতি ও সংগীতসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রেও ভালো করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘কোনো শিশু ভালো ছবি আঁকতে পারে, কেউ কবিতা আবৃত্তি করতে পারে, কেউ গান বা বাদ্যযন্ত্র বাজাতে পছন্দ করে, আবার কেউ নাচ কিংবা কুরআন তেলাওয়াতে পারদর্শী। প্রত্যেক শিশুকে তার পছন্দ ও আগ্রহ অনুযায়ী বিকশিত করার সুযোগ দিতে হবে।’ তিনি বলেন, শিশুদের প্রতিভা বিকাশের পাশাপাশি খেলাধুলার ক্ষেত্রেও সরকার সুযোগ সৃষ্টি করছে। সম্প্রতি প্রাথমিক পর্যায়ে ছেলে ও মেয়েদের অংশগ্রহণে দেশব্যাপী ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। এতে প্রথমবারে প্রায় ২২ লাখ শিশু ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে। এই উদ্যোগ অব্যাহত রাখা গেলে তাদের মধ্য থেকেই একদিন আন্তর্জাতিকমানে খেলোয়াড় তৈরি হবে।

সরকারপ্রধান বলেন, শহীদ রষ্ট্রেপতি জিয়াউর রহমান শিশুদের সাংস্কৃতিক প্রতিভা বিকাশে 'নতুন কুঁড়ি' চালু করেছিলেন। সরকার সেই উদ্যোগের পাশাপাশি শিশুদের খেলাধুলার বিকাশেও নতুন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। সরকার চায় প্রতিটি শিশু শিল্প, সংস্কৃতি, সংগীত ও খেলাধুলার ক্ষেত্রে অন্তত একটি বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের সুযোগ পাক। শিশুদের বিদেশি ভাষা শেখার ওপর গুরুত্বারোপ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বাংলা ও ইংরেজির পাশাপাশি আরবি, ম্যান্ডারিন, জার্মান ও জাপানিসহ বিভিন্ন বিদেশি ভাষা শেখার সুযোগ শিশুদের জন্য সৃষ্টি করা হবে। তাদের জন্য একটি তৃতীয় ভাষা জানা অত্যন্ত সহায়ক হবে।

বৃটেনে 'সমকামী' সাজিয়ে
কয়েক ডজন বাংলাদেশিকে
আশ্রয়ের আবেদন, খেপ্তার ও

লন্ডন ডেস্কঃ বৃটেনে সমকামী পরিচয়ে ভুয়া আশ্রয়ের আবেদন করা কয়েক ডজন বাংলাদেশিকে সহায়তার অভিযোগে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মঙ্গলবার লন্ডনে বর্তন বিভিন্ন ঠিকানায় অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করে দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অভিবাসন কর্মকর্তারা। খবর বিবিসি ও ডেইলি মেইলের।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শ্রেষ্ঠারকৃতদের বিরুদ্ধে জাল নথি, সাজানো ছবি ও অন্যান্য মনগড়া প্রমাণ তৈরির বিনিময়ে অভিবাসীদের কাছ থেকে সর্বোচ্চ সাড়ে ৪ হাজার পাউন্ড নেয়ার অভিযোগ রয়েছে।

বৃটিশ কর্তৃপক্ষের দাবি, খেণ্ডার ব্যক্তিরা এমন কয়েক ডজন বাংলাদেশি পুরুষকে আশ্রয়ের আবেদন তৈরিতে সহায়তা করেছেন, যারা দাবি করেছিলেন, বাংলাদেশে ফিরলে যৌন পরিচয়ের কারণে তাদের প্রাণনাশের আশঙ্কা রয়েছে।

অভিযানে ফোন, গয়না ও হাজার হাজার পাউন্ড নগদ অর্থ জব্দ করা হয়েছে। পরে অবৈধভাবে বৃটেনে অবস্থানের সন্দেহে তৃতীয় এক ব্যক্তিকেও গ্রেপ্তার করা হয়।

‘আপনজন’ ঘিরে তদন্ত
ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ফৌজদারি তদন্ত
বিভাগের আঞ্চলিক প্রধান ক্রিস ফস্টার বলেন,
পূর্ব লন্ডনের হোয়াইটচ্যাপেলভিত্তিক
বাংলাদেশি এলজিবিটি সংগঠন ‘আপনজন’-
এর সঙ্গে সম্পর্কিত কয়েকটি ভুয়া আশ্রয়
আবেদনের অভিযোগ তদন্ত করতে গিয়ে এই
গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

তিনি বলেন, কয়েক মাস ধরে তদন্ত চালাচ্ছিলেন অভিবাসন কর্মকর্তারা। তাদের কাছে তথ্য রয়েছে, সংশ্লিষ্টরা জাল চিঠি ও নথি সরবরাহ করতেন এবং এর বিনিময়ে ১ হাজার থেকে সাড়ে ৪ হাজার পাউন্ড পর্যন্ত নিতেন। এসব নথির মধ্যে সংগঠনটির প্যাণ্ডে ভূয়া প্রত্যাশনপত্র, সমকামী হিসেবে উপস্থাপনের জন্য সাজানো ছবি এবং সমালিঙ্গের ব্যক্তিদের লেখা কথিত সম্পর্কের চিঠিও থাকত পারে বলে জানান ফস্টার।



ফের মোদি-ত্রিবেদী বৈঠক নানা প্রশ্ন কৌতূহল গুঞ্জন

ঢাকা, বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী এক অনির্ধারিত সফরে দিল্লি গেছেন। শোমবার রাতে তিনি ঢাকা থেকে একটি বিমানে দিল্লি পৌঁছান। মঙ্গলবার দুপুরে তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বৈঠক করেছেন। দিল্লির কূটনৈতিক সূত্র এমনটাই নিশ্চিত করেছে। তবে এই বৈঠক ঘিরে ভারত ও বাংলাদেশের কূটনৈতিক মহলে নতুন করে কৌতূহল সৃষ্টি হয়েছে। এমন কোন জরুরি বার্তা, যার জন্য হঠাৎ দিল্লিতে নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বৈঠকের আয়োজন-তা নিয়ে আছে প্রশ্ন। বাংলাদেশে ভারতীয় হাইকমিশনার হিসাবে যোগদানের পর এর আগেও একবার দিল্লিতে গিয়ে নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন দীনেশ ত্রিবেদী।

এদিকে দিল্লির সূত্রটি জানিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সম্ভাব্য ভারত সফর এবং ঢাকার সঙ্গে দিল্লির সম্পর্কের বর্তমান অবস্থান নিয়েই বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছে। ঢাকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে বাংলাদেশের বর্তমান সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কেও ত্রিবেদী ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করেছেন।

দিল্লির সূত্র আরও জানায়, মোদির সঙ্গে মঙ্গলবারের ঠৈকে ঠিক কোন কোন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, সে সম্পর্কে দিল্লির পক্ষ থেকে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি। এর আগে ১০ আগস্ট ঢাকায় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন দীনেশ ত্রিবেদী। ওই বৈঠকে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ভারত থেকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর বিষয়টি আলোচনায় আসে। তারেক রহমানের সম্ভাব্য ভারত সফর নিয়েও দুপক্ষের মধ্যে আলোচনা হয়েছিল। শেখ হাসিনার ত্বর্পণ নিয়ে ঢাকার অনুরোধ এখনো ভারতের বিবেচনায় রয়েছে। পাশাপাশি গঙ্গার পানি বন্টন চুক্তির মোয়াদ শেষ হওয়ার বিষয়ও দুই দেশের সম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হয়ে উঠছে।

দীর্ঘদিন ধরেই দীনেশ ত্রিবেদী এমন একটি সময়ে দিল্লিতে গেছেন, যখন ঢাকা-দিল্লির সম্পর্কের উন্নতি এবং প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ভারত সফরের বিষয়টি নতুন করে আলোচনায় রয়েছে।

এদিকে ৫ অক্টোবর সোমবার ঢাকার সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজের (সিজিএস) আয়োজিত বে অব বেঙ্গল কনভারসেশনের ফাঁকে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম দ্য হিন্দুকে এক সাক্ষাৎকার দেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির। তিনি সেই সাক্ষাৎকারে বলেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ভারত সফরের পরিকল্পনায় প্রধান চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে ভারতে আবহাওয়ার ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার দল নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী লীগের কর্মকাণ্ড।

তিনি বলেন, সফরটি দ্বিপক্ষীয় হবে, তবে কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। আলোচনার মাধ্যমে আমরা সেগুলো কাটিয়ে উঠব। প্রধান চ্যালেঞ্জটি খুব বেশি কিছু চাওয়া নয়। শেখ হাসিনা ও তার দলের নেতাকর্মীরা দিল্লিতে অবস্থান করে বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করছে, যা ভারতেরও কোনো উপকারে আসছে না।

SECI

Sonali Exchange Co. Inc.

Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জ আসুন

জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইটস ও ব্রক্স শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে
আপনার মোবাইল থেকে

Sonali Exchange Mobile App

ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.

সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL

NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

CORPORATE
212-808-0790

ATLANTA
770-936-9906

BROOKLYN
718-853-9558

JACKSON HTS
718-507-6002

BRONX
718-822-1081

JAMAICA
347-644-5150

MICHIGAN
313-368-3845

OZONE PARK
347-829-3875

PATERSON
973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

বঙ্গভরা বঙ্গদেশ

মাদকের বিস্তার, গডফাদারদের আইনের আওতায় আনা জরুরি

মাদক এক নীরব মরণব্যাবি, যা তিলে তিলে ধ্বংস করে দিচ্ছে আমাদের তরুণ সমাজকে। গতকাল যুগান্তরে প্রকাশিত একাধিক প্রতিবেদনে দেশের মাদক সমাজ্যের এক ভয়াবহ ও উদ্বেগজনক চিত্র উঠে এসেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কিছু খুচরা মাদক বিক্রেতা জেলহাজতে থুঁকলেও নেপথ্যের গডফাদার বা ‘মহারাজারা’ বহাল তবিয়তে সুদৃশ্য ডায়িংরুমে বসে বিশাল মাদক সমাজ্য নিয়ন্ত্রণ করছেন, যা আমাদের আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থার কার্যকারিতার ওপর এক গভীর প্রশ্টিচিহ্ন ঐকে দিয়েছে। প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, দেশজুড়ে অন্তত ১ হাজার ৬২০ জন গডফাদার এবং ২১ হাজার মাদক কারবারি এই অসদৃশ্য সমাজ্যের সঙ্গে জড়িত। রাজধানী ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, রংপুর, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট অঞ্চলে সুনির্দিষ্ট তালিকাভুক্ত এসব গডফাদার মাদকের বিভিন্ন স্পট নিয়ন্ত্রণ করছেন। উদ্বেগের বিষয় হলো, মাঠপর্যায়ে প্রতিদিন বিপুল পরিমাণ মাদক জন্ম এবং খুচরা বিক্রেতা গ্রোফতার হলেও গডফাদাররা ধরাছোঁয়ার বাইরেই থেকে যাচ্ছেন। তারা সরাসরি মাদক বহন বা সংরক্ষণ করেন না এবং তাদের নামে সুনির্দিষ্ট মামলা না থাকায় আইনি প্রক্রিয়ায় তাদের ধরা অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে। ফলস্বরূপ, মাদক ব্যবসা শুধু খোলাস পালটালেও এর শিকড় দিনদিন আরও গভীরে ছড়িয়ে পড়ছে।

মাদকের এই ভয়াবহ বিস্তার সমাজকে কতটা পঙ্গু করে দিচ্ছে, তার প্রমাণ মিলছে বিভিন্ন নশুংস হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে। মাদক ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ ও বিরোধের জেরে কুষ্টিয়া, রাজশাহী, গাজীপুর ও কুমিল্লায় একের পর এক প্রাণ ঝরে যাচ্ছে। কুমিল্লার স্কুলছাত্র ইশায়াত শাহরিয়ার অপ্রতিম হত্যাকাণ্ড এবং রংপুরে এক পরিবারের চারজনকে হত্যার নেপথ্যেও মাদক সিঁড়িকেটের সম্পৃক্ততা বেরিয়ে এসেছে। এসব ঘটনা প্রমাণ করে, মাদক ব্যবসায়ীরা এখন সমাজের সাধারণ মানুষের জীবনকে জিম্মি করে ফেলেছে এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেই নেমে আসছে নশুংস হামলা। পরিস্থিতিকে আরও জটিল ও উদ্বেগজনক করে তুলেছে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কিছু অসাধু সদস্যের মাদক বাণিজ্যে জড়িয়ে পড়ার ঘটনা। আদালতের মাদক ধরসের দায়িত্বে থাকা পুলিশ সদস্য কিংবা প্রিজনভ্যান থেকে শীর্ষ মাদক কারবারিকে পালানোর ব্যাপারে সহযোগিতা করার মতো ঘটনাগুলো পুরো রাষ্ট্রব্যবস্থের জন্যই উদ্বেগজনক। পুলিশ সদর দপ্তর মাদকের বিরুদ্ধে ‘জিরো টলারেন্স’ নীতির কথা বললেও কিছু দুর্নীতিপ্রায়ণ সদস্যের সেই নীতির বাস্তবায়ন প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে।

মাদক সমস্যা কেবল আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বা বিচ্ছিন্ন অভিযানের মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন বহুমুখী ও জোরালো সামাজিক আন্দোলন। প্রথমত, গোয়েন্দা নেটওয়ার্কে আরও শক্তিশালী করে নেপথ্যের গডফাদারদের প্রেফতার করতে হবে এবং তাদের আইনের আওতায় আনতে হবে-তারা যত প্রভাবশালীই হোন না কেন। দ্বিতীয়ত, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ভেতর ঘাপটি মেরে থাকা দুর্নীতিবাজ ও অপরাধের সহযোগীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক বিভাগীয় ও আইনি ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। তৃতীয়ত, মাদকের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী সামাজিক সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। মাদক নির্মূলের এই লড়াইয়ে রাজনৈতিক সিদ্ধি এবং সামাজিক সচেতনতার পাশাপাশি আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে পারলে আমরা মাদকমুক্ত একটি সুস্থ ও নিরাপদ সমাজ ফিরে পেতে পারি।

শিক্ষকতায় আসবে মেধাবীরা

শিক্ষকরা সমাজের অভিভাবক। শিক্ষকের হাতেই থাকে দেশ গড়ার চাবিকাঠি।

ভার আমাদের দেশে সেই শিক্ষকই নানাভাবে বঞ্চনা ও অবহেলার শিকার। দেশের বেশির ভাগ শিক্ষকের নেই প্রত্যাশিত বেতনকাঠামো, যা দিয়ে একজন মানুষ এই সময়ে মানসম্পূর্ণ জীবন ধারণ করতে পারেন। কোনো কোনো পর্যায়ে এমনও রয়েছে, বছরের পর বছর ধরে শিক্ষকতার করলেও মিলছে না বেতন। সংগত কারণেই দেশের মেধাবীদের কাছে শিক্ষকতা পছন্দের পেশা হিসেবে সামনে আসেনি।

এই বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে বর্তমান সরকার গোটা শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নিয়েছে। গতকাল কালের কণ্ঠে প্রকাশিত খবরে বলা হয়, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এমপিও পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন, যেখানে শিক্ষকতাই হবে মেধাবীদের কাছে প্রথম পছন্দের পেশা। খবরে বলা হয়, বিশ্ব শিক্ষক দিবস উপলক্ষে গত সোমবার জাতীয় পর্যায়ে ‘গুণী শিক্ষকদের’ সম্মাননা প্রদান করা হয়। ওই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত আশা-জাগানিয়া মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন ‘শিক্ষককে কোনোভাবেই ‘উপায়হীন বিকল্প’ বা সাধারণ চাকরির মতো পেশা হতে পারবে না। সবচেয়ে মেধাবীরা যাতে ‘শিক্ষকতাকে প্রথম পছন্দ হিসেবে বেছে নেন সে লক্ষ্যেই সরকার কাজ করছে।’ তিনি বলেন, ‘শিক্ষকদের সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে রাষ্ট্রের মর্যাদা ও ভাবমূর্তি জড়িত।’ এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) যুগ। আধুনিক প্রযুক্তি নানা কর্মকাণ্ডে এনেছে অভাবনীয় গতি।

কিন্তু সে তুলনায় আমাদের শিক্ষা খাত এখনো পিছিয়ে। এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) দ্রুত বিকাশের সময় কারিগরি ও ব্যবহারিক শিক্ষার বিকল্প নেই। তিনি আশ্বাস দেন, এ বছরের মধ্যেই শিক্ষার্থীরা নতুন সিলেবাস অনুযায়ী বই পাবে। এ ছাড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের হাতে এবারই প্রথমবারের মতো ‘লার্নিং উইথ হ্যাপিনেস’ বই তুলে দেওয়া হচ্ছে। অনেকে প্রযুক্তিকে শিক্ষকের বিকল্প হিসেবে দেখে থাকেন, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী মনে করেন, প্রযুক্তি শিক্ষকের বিকল্প নয়, বরং শিক্ষকের শক্তি। এই বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে বর্তমান সরকার ‘ওয়ান টিচার, ওয়ান ট্যাব’ কর্মসূচি হাতে নিয়েছে।

আমরা দেখছি, বর্তমান সরকার শিক্ষাকে সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দিয়েছে। দেশের ইতিহাসে এবারই প্রথম জাতীয় বাজেটে শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ ব্যয়াদ্ দেওয়া হয়েছে। তবে পাশাপাশি কিছু তিক্ত বাস্তবতা আমাদের সামনে আসে। দেশে নন-এমপিও শিক্ষক-কর্মচারীরা মানবের জীবন যাপন করছেন। অনেক শিক্ষক ২০ বছর ধরে চাকরি করেও বেতন পান না। দেশে নন-এমপিও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রায় সাড়ে তিন হাজার। জানা গেছে, গত ১৬ বছরে নীতিমালাকে পাশ কাটিয়ে নানা সময় রাজনৈতিক বিবেচনায় এমপিও অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। বিএনপি সরকারের সময় প্রতিষ্ঠিত বহু প্রতিষ্ঠান পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক বৈষম্যের কারণে এমপিও থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এই টানাপোড়েনের সুরাহা হওয়া অনিবার্য। এ ছাড়া শিক্ষকদের বেতন ও অবসর ভাতা পেতেও বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে হয়। এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী শিক্ষকদের প্রাপ্য অর্থ যথানিয়মে যথাসময়ে ব্যাংকের মাধ্যমে পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আশা করি, প্রধানমন্ত্রীর এই নির্দেশ যথাযথ বাস্তবায়ন হবে।

মনে রাখা প্রয়োজন, শিক্ষিত জাতি হিসেবে দাঁড়াতে হলে দেশের শিক্ষা খাতকে যুগোপযোগী হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। এ জন্য শিক্ষকতায় মেধাবীদের আসা অপরিহার্য। শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়াসহ প্রয়োজনীয় সংস্কার করতে হবে। সবশেষে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সময়োপযোগী পরিকল্পনার সৃষ্ট বাস্তবায়ন হোক—এটাই প্রত্যাশা।

ভিসা শেষ হওয়ার
আগেই পরিবার
নিতে পারবেন
সৌদি আরব
প্রবাসীরা

মোশাই ডেস্কঃঅত্যন্ত দক্ষ বিদেশি কষীদের জন্য পরিবার নিয়ে সৌদি আরবে যাওয়ার প্রক্রিয়া সহজ করেছে দেশটির সরকার। এখন থেকে কাজের ভিসার প্রক্রিয়া পুরোপুরি শেষ হওয়ার আগেই যোগ্য পরিবারের সদস্যদের সৌদি আরবে আনার প্রক্রিয়া শুরু করতে পারবেন তারা।

গালফ নিউজের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মঙ্গলবার (৬ অক্টোবর) সৌদি আরবের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নতুন এ সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে। পরবর্তী মন্ত্রণালয় এবং মানবসম্পদ ও সামাজিক উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে এ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

নতুন নিয়ম অনুযায়ী, যোগ্য বিদেশি কর্মীরা তাদের স্মার্ট বা জী, ২৫ বছরের কম বয়সী ছেলেসন্তান এবং অবিবাহিত মেয়েসন্তানকে সৌদি আরবে আনার সুযোগ পাবেন।

পরিবারের সদস্যদের প্রবেশ ভিসা কর্মীর ওয়ার্ক ভিসার প্রক্রিয়া চলাকালীন দেওয়া যেতে পারে।

এর ফলে পরিবারের সদস্যদের সৌদি আরবে
আনার জন্য কমীর নিজের ওয়ার্ক ভিসা সম্পূর্ণ
হওয়ার পর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে না।
তবে এ সুবিধা পেতে আবেদনের ক্ষেত্রে
নির্ধারিত সব শর্ত পূরণ করতে হবে।

সৌদি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, প্রবাসী কর্মীদের পরিবারের সদস্যরা সৌদি আরবে পৌঁছানোর পর দেশটির প্রচলিত আইন ও বিধি অনুযায়ী তাদের রেসিডেন্স পারমিট দেওয়ার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা যাবে।

সরকারের এ উদ্যোগের লক্ষ্য সৌদি আরবে বসবাসরত মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা এবং অত্যন্ত দক্ষ বিদেশি কর্মীদের ভিসা সংক্রান্ত প্রক্রিয়া আরও সহজ করা।

তরুণদের মধ্যে দ্রুত

বাড়ছে ক্যান্সার, কেন একে
'টাইমবোমা' বলছেন
বিশেষজ্ঞরা

লন্ডন ডেফ্‌ ইঞ্চরের কম বয়সীদের মধ্যে সাত ধরনের ক্যান্সারের প্রকোপ উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও নেদারল্যান্ডসের ক্যান্সারের তথ্য বিশ্লেষণ করে এমন প্রবণতা পেয়েছে ওয়ার্ল্ড ক্যান্সার রিসার্চ ফান্ড (ডব্লিউআইআরএফ)।

গবেষণায় দেখা গেছে, ইংল্যান্ডে ২০০১ সালের তুলনায় ২০২৩ সালে ৫০ বছরের কম বয়সীদের মধ্যে প্রোস্টেট ক্যান্সারের হার প্রায় চার গুণ হয়েছে। একই সময়ে অন্ত্র, কিডনি ও জরায়ুর ক্যান্সারের হার দ্বিগুণের বেশি বেড়েছে।

ডব্লিউসিআরএফ ইংল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র ও নেদারল্যান্ডসের ক্যাসারের তথ্য বিশ্লেষণ করেছে। এতে ইংল্যান্ডে সাত ধরনের, যুক্তরাষ্ট্রে পাঁচ ধরনের এবং নেদারল্যান্ডসে চার ধরনের ক্যাসারের ক্ষেত্রে ৫০ বছরের কম বয়সীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পাওয়া গেছে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বিশ্বজুড়ে ক্যান্সারের প্রকোপ সব বয়সীদের মধ্যেই বাড়ছে। তবে বয়স্কদের তুলনায় কম বয়সীদের মধ্যে কিছু ক্যান্সারের হার দ্রুত বাড়ছে। স্থূলতা বৃদ্ধি, অস্বাস্থ্যকর খাদ্য পানস্বা, শরীরচর্চার অভাব, অ্যালকোহল গ্রহণ ও ধূমপানসহ জীবনযাপনের বিভিন্ন বৃত্তি এর পেছনে ভূমিকা রাখতে পারে। পরিবেশে দূষণ, রাসায়নিক ও প্লাস্টিকের সংস্পর্শও সম্ভাব্য কারণ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। তবে ক্যান্সার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং আগোড়নে রোগ শনাক্ত হতে পারার কারণেও আক্রান্তের সংখ্যা বাড়তে পারে।



বাংলার মসলিন পরে প্যারিস মাতালেন জাহ্নবী

মোমাই ডেক্স: ভারতীয় ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মেলবন্ধনে তৈরি অনন্য বাংলার মসলিনের শাড়ি পরে বিশ্বমঞ্চে বাংলার তাঁতশিল্প ও কারুকার্যকে তুলে ধরলেন বলিউড অভিনেত্রী জাহ্নবী কাপুর। প্যারিসের আন্তর্জাতিক মধ্যে বাংলার মসলিন ও অঙ্গুর রূপে দেখা গেল এ অভিনেত্রীকে। তিনি রিয়া কাপুরের স্টাইলিং ও পোশাকের সমন্বয়ে ফ্যাশনে নিয়ে আসেন এক বৈচিত্র্য উপস্থাপনা। প্যারিসে অনুষ্ঠিত বিশ্বখ্যাত ‘বিজনেস অব ফ্যাশন’ ইভেন্টে উপস্থিত ছিলেন তরুণ প্রজন্মের অভিনেত্রী জাহ্নবী কাপুর। সেই অনুষ্ঠানে দেবীতুল্য ও মোহময়ী অবতারে ধরা দিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেন অভিনেত্রী। ফ্যাশন দুনিয়ার বিখ্যাত ব্র্যান্ডেরা ২০০ প্রদর্শনীর মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তিত্বের তালিকায় এবার স্থান পেয়েছেন তিনি। আর সেই উদ্বোধনের মধ্যেই ভারতীয় ঐতিহ্য আর আধুনিকতার মেলবন্ধনে তৈরি করে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যান নিজেকে। বাংলার মসলিনের শাড়ি পরে বিশ্বমঞ্চে তাঁতশিল্প ও কারুকার্যকে তুলে ধরেন জাহ্নবী কাপুর।

অভিনেত্রীর এই রাজকীয় স্টাইলিংয়ের নেপথ্যে ছিলেন কাপুর পরিবারের আরও এক কন্যা ডিজাইনার ও স্টাইলিস্ট রিয়া কাপুর। বিখ্যাত ব্র্যান্ড ‘পঙ্কজ এস হেরিটেজ’-এর কাস্টম ডিজাইনে নির্মিত এই পোশাকটিতে ঐতিহ্যবাহী শাড়ির আধুনিক রূপায়ণ ঘটানো হয়েছে। শাড়িটি তৈরি করা হয়েছে ৪৬০ কাউন্টের সুতা দিয়ে, যার মধ্যে ফুটে উঠেছে মসলিনের সূক্ষ্ম কারুকাজ আর ঐতিহ্যগতভাবে ‘বাফ-ই-হাওয়া’, ‘শবনমী’ বা ‘চাঁদনি’ নামে পরিচিত। আইভরি ক্যানভাসের ওপর পোখরাজ, পাল্লা, গান্ধি, মুক্তা ও সোনার পুঁতির কাম্বোজ কারুকাজ কাঁধ থেকে হাত পর্যন্ত ছড়ানো গহনার কাজ পোশাকটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে।

২০২৬ সালের 'বিজনেস অব ফ্যাশন' তালিকায় বিশ্বজুড়ে আটটি ক্যাটাগরিতে ১০০ জন নতুন ব্যক্তিত্বকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ তালিকায় জাহ্নবী কাপুরের পাশাপাশি স্থান করে নিয়েছেন আরও দুই ভারতীয় মডেল ভাবিতা মান্ডাও ও প্রীতিশা স্বরূপ।

‘শানেল’-এর শো ওপেন করা প্রথম ভারতীয় নারী শানেলের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর ভাবিতা মালভা। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক মডেল, অপারেশন স্মাইলের গ্লোবাল অ্যাম্বাসেডর ও আয়ুর্বেদিক বিউটি ব্র্যান্ড ‘প্রাক্তি’র প্রতিষ্ঠাতা প্রীতিশা স্বরূপ।

কৃষ্ণ সাগরে তেলবাহী জাহাজে ড্রোন হামলা, ২৩ ভারতীয় নাবিক উদ্ধার

মোম্বাই ডেক্স: কৃষ্ণ সাগরে অপরিশোধিত জ্বালানি তেলবাহী একটি বাণিজ্যিক জাহাজে ড্রোন হামলা হয়েছে। হামলায় জাহাজটি বিধ্বস্ত হওয়ার পর সেখান থেকে ২০ ভারতীয় নাবিককে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করেছে রাশিয়ার কোস্টগার্ড।

মঙ্গলবার (৬ অক্টোবর) এ হামলার ঘটনা ঘটে। রাশিয়ার পরিবহন মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, জাহাজটিতে আগুনের তীব্রতা বেশি থাকায় দমকলকর্মীরা এখনো তা নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেননি। তবে, জাহাজে থাকা ২৩ নাবিককে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে।

মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ট্যাংকারটিতে 'নৌ-ড্রোন' দিয়ে হামলা চালানো হয়েছে। এতে কৃষ্ণ সাগরের পানিতে ছড়িয়ে পড়া অপরিশোধিত তেল আগুনে জ্বলছে। আগুনের তীব্রতা কিছুটা কমলে দমকলকর্মীরা আবারও তা নেভানোর চেষ্টা করবেন। ঘটনটি ঘটেছে রাশিয়ার সোচি শহরের কাছে। প্রায় পাঁচ লাখ জনসংখ্যার শহরটি একটি জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্র। সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিও ও ছবিতে সমুদ্রে উজ্জ্বল কমলা রঙের আগুনের শিখা এবং সোচির আকাশে কালো ধোঁয়ার ঘন কুণ্ডলী দেখা গেছে। সেটির মেয়র সামাজিক মাধ্যমে জানিয়েছেন, উপকূল ও সমুদ্রসৈকতে মানুষের প্রবেশাধিকার সীমিত করা হচ্ছে।

এর এক দিন আগে রোমানিয়ার উপকূলে আরেকটি জাহাজে আগুন লেগে সেটি ডুবে যায়। ওই ঘটনায় একজন নিহত ও একজন নিখোঁজ হন।

ইউক্রেনের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, রাশিয়ার হামলায় ওই তেলবাহী জাহাজের একজন ভারতীয় ক্রু সদস্য আহত হয়েছেন।

এ সপ্তাহের জন্মভূমির কার্টুন

[illegible]

পূজার সময়সূচী	বৌদ্ধদের পূজার সময়সূচী	চার্চে প্রার্থনার সময়সূচী
<u>কুইপের সকল হিন্দু মন্দিরের সময়সূচী</u> সকাল ৭ টা থেকে রাত ৯ টা পর্যন্ত । সকাল ৭ টায় আরতী ও ভোরের পূজা সন্ধ্যা ৭ টায় আরতী ও সন্ধ্যা পূজা (এছাড়াও পূণ্যার্থীদের অনুরোধে পুরোহিত গণ নিয়মিত সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পূজা অর্চনা করে থাকেন।)	<u>মন্দির খোলা থাকে সকাল ৬ টা থেকে রাত ৮ টা পর্যন্ত ।</u> ভোরের পূজা ৬ টায় দুপুরের পূজা ১২ টায় সন্ধ্যার পূজা ৬ টায় (এছাড়াও পূণ্যার্থীদের অনুরোধে নিয়মিত সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পূজা করা হয়)	<u>নিউইয়র্ক এলাকার সকল গার্জী খোলা থাকে সকাল ৮ টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত ।</u> প্রতি রবিবার সকাল ১১ টায় প্রার্থনা ও মধ্যরাতে বিশেষ প্রার্থনা করা হয় । (এছাড়াও প্রতিদিনই পূণ্যার্থীদের সমাগম ঘটে ও প্রার্থনা করা হয়)

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪



জ্যাকসন হাইটসের নির্বাচনী সভা 'কুন্-ফিরোজ' প্যানেলের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ বৃহত্তর কুমিল্লাবাসী

সভায় প্রবাসী বৃহত্তর কুমিল্লাবাসী 'কুন্-ফিরোজ' প্যানেলের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সভার বক্তাগণও বিশেষ করে বৃহত্তর কুমিল্লার বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সকল ভেদাভেদ ভুলে 'কুন্-ফিরোজ' প্যানেলের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ বলেও দাবী করেছেন। এই সভার মধ্য দিয়ে সকল কুমিল্লাবাসী ঐক্যবদ্ধ হবেন বলেও আশাদান ব্যক্ত করা হয়। অপরদিকে সভায় 'কুন্-ফিরোজ' প্যানেলের সভাপতি পদপ্রার্থী আজমল হোসেন কুন্ ও সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী ফিরোজ আহমেদ বলেছেন, আমরা কোন বিভক্তির পক্ষে নই, আমরা সকল বাংলাদেশীকে ঐক্যবদ্ধ করার পক্ষে। বাংলাদেশ সোসাইটিকে শক্তিশালী করার পক্ষে। আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে চাই। নির্বাচন ঘিরে কোন মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিতে চাই। জীবনের শেষ ঠিকানা কবরস্থান নিয়ে লুকাচুরি করতে চাই না। সভায় বক্তারা 'কুন্-ফিরোজ' প্যানেল-কে যোগ্য ও সবার সেরা পরিষদ হিসেবে উল্লেখ করে নির্বাচিত করার প্রতিশ্রুতি দেন।

গত ৪ অক্টোবর রোববার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে 'কুন্-ফিরোজ' কু-মিল্লাবাসীদের পক্ষ থেকে প্রথম বৃহৎ আকারে মতবিনিময় ও নির্বাচনী সভার আয়োজন করা হয়। সভায় বিপুল সংখ্যক বৃহত্তর কুমিল্লাবাসী সহ বাংলাদেশীরা উপস্থিতি ছিলেন। সন্ধ্যা ৮টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত সভার কার্যক্রম চলে।

বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার, বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতির সিনিয়র সহ সভাপতি এডভোকেট জামাল আহমেদ জন্ির সভাপতিত্বে সভায় আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন 'কুন্-ফিরোজ' প্যানেলের সভাপতি পদপ্রার্থী আজমল হোসেন কুন্ ও সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী ফিরোজ আহমেদ, বৃহত্তর কুমিল্লার কৃতি সন্তান ও সোসাইটির সাবেক ট্রাষ্টি এমদাদুল হক কামাল, নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক রুহুল আমীন সিদ্দিকী, যুগ্ম আহ্বায়ক ভিপি জহির মোল্লা, আনোয়ারুল ইসলাম ও প্রধান সমন্বয়কারী বাবুল চৌধুরী, সহ সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী ও সোসাইটির সাবেক কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ নওশেদ হোসেন, কবি শামসুল আলম, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা'র সাবেক সভাপতি বদরুল্লাহর খান মিতা, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা'র (একাংশ) সভাপতি মইনুল ইসলাম, বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক এবং শাপলা ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন নিউইয়র্ক-এর সাবেক সভাপতি ওয়াসিম উদ্দিন ভূইয়া, শাপলা ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন নিউইয়র্ক-এর সভাপতি মোস্তফা রিপন ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমীন, জেএফকে এয়ারপোর্ট এমপ্লয়ী এসোসিয়েশনের সভাপতি মামুন মজুমদার, কুইন্স বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক শেখ মোহাম্মদ ফারুকুল ইসলাম, কুইন্স নির্বাচন পরিচালনা পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক হাজী আবু তাহের, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট মিজানুর রহমান মিজান, মঞ্জুরুল আলম হারুন, মোহাম্মদ আলম সরকার, সৈয়দ মোহাম্মদ শওকত, ইয়ার আহমেদ ও বদরুল হক আজাদ।

সভায় আমন্ত্রিত অতিথি সহ 'কুন্-ফিরোজ' প্যানেলের অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সিনিয়র সহ সভাপতি পদপ্রার্থী দুলাল বেহেদু, কসবা সোসাইটির উপদেষ্টা ও সোসাইটির সাবেক কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ কালাম ভূইয়া, সোসাইটির সাবেক কর্মকর্তা নাদের আইয়ুব, সিলেট সদর সমিতি ইউএ-স'র সভাপতি সাইফুল খান হারুন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া কমিউনিটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক শাহীনুর রহমান শাহীন, ওজনপার্ক নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য সচিব মিজা মাহমুদুল হাসান প্রমুখ। সভায় প্যানেল নিয়ে স্রচিত কবিতা পাঠ করেন এম ও জি রাসেল ভূইয়া। সভা পরিচালনা করেন বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতি ইউএসএ'র সভাপতি ইউনুস সরকার ও সিদ্দিক পাটোয়ারী।

সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত এবং বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন মাওলানা ওয়ালিউল্লাহ আতিকুর রহমান। এর আগে ব্যক্তিগত জরুরী কাজের জন্য চলে যেতে হয় বিধায় বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতির সাবেক সভাপতি, বিশিষ্ট রাজনীতিক ও মুক্তিযোদ্ধা মজিবুর রহমান মিয়া শুভেচ্ছা বক্তব্যে 'কুন্-ফিরোজ' প্যানেলের প্রতি সর্বাত্মক সমর্থন জানান। এরপর স্বাগত বক্তব্য রাখেন কুইন্স সোসাইটির সভাপতি ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া সোসাইটির সাবেক সভাপতি কাজী তোফায়েল ইসলাম।

উল্লেখ্য, সভায় সোসাইটির আগামী নির্বাচনে 'কুন্-ফিরোজ' প্যানেল থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী বৃহত্তর কুমিল্লার ৬ প্রার্থীকে সভায় বিশেষভাবে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয় এবং তারা শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। প্রার্থীরা হলেন- সহ সভাপতি পদপ্রার্থী, বর্তমানে সোসাইটির সহ সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম ভূইয়া, বর্তমান কোষাধ্যক্ষ ও পুনরায় একই পদে প্রার্থী মফিজুল ইসলাম ভূইয়া, মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক বি মেহের চৌধুরী, কার্যকরী পরিষদ পদপ্রার্থী সিদ্দিক পাটোয়ারী, প্রফেসর মোহাম্মদ আব্দুল বাছির ও কাওছার আলম।

সভায় আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার নাসির খান পল, সাবেক সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী নিয়াজ আহমেদ জুয়েল, খুলনা সোসাইটি ইউএসএ'র সভাপতি কাজী এলিন, কুমিল্লা সোসাইটি ইউএসএ'র সভাপতি জাকির হোসেন, কসবা সমিতি ইউএসএ'র উপদেষ্টা মোহাম্মদ নাসিম, 'কুন্-ফিরোজ' প্যানেলের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক টি মোল্লা সহ রেজাউল করীম, আবুল ভূইয়া সন্দ্বীপ, মোস্তফা মামুন মজুমদার, কবীর হোসেন প্রমুখ।

সভায় আজমল হোসেন কুন্ তার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির কথা তুলে ধরেন বলেন, আগেও বলেছি, এখনো বলছি সোসাইটির নির্বাচন ঘিরে কোন মিথ্যা প্রতিশ্রুতি, আশ্বাস দেবো না। সোসাইটির কোন অর্থ অগ্রহণ করবো না। তবে প্রয়োজনের জন্য যা করা দরকার তাই করবো। আমরা

সোসাইটির নির্বাচন নিয়ে মিথ্যার রাজনীতি করতে চাই না, বা প্রতিশ্রুতি দিতে চাই না। তিনি বলেন, আমাদের ব্যক্তিগত নামের জন্য সোসাইটির একটি অর্থও ব্যয় করবো না। যেদিন সোসাইটির একাউন্টে ভবন কেনার অর্থ জমা থাকবে সেদিনই ভবন কিনবো। তিনি বলেন, আমরা নির্বাচিত হলে আমাদের প্রথম কাজ হবে ফিউনোরাল হোম প্রতিষ্ঠা করা।

ফিরোজ আহমেদ বলেন, আমরা জবাবদিহীমূলক সোসাইটি গড়তে চাই। নিউ ইমিগ্র্যান্টদের চাকরীর সুযোগের পথ দেখানো, নিউইয়র্ক-ঢাকা-নিউইয়র্ক রুটে বিমান চালু সহ প্রবাসীদের সমস্যা মোকাবেলায় তিনি কতিপয় কর্মসূচী বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দেন এবং নতুন প্রজন্মকে সোসাইটিমুখী করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

বাবুল চৌধুরী বলেন, আমাদের শেষ ঠিকানা কবরস্থান নিয়ে সোসাইটিতে ছিন্মি খেলতে দেয়া হবে না। তিনি প্রশ্ন রেখে বলেন, যারা দুই বছরের দায়িত্ব পালন করতে পারেনি, তারা আবার তিন বছর সময় বাড়িয়ে কি দায়িত্ব পালন করবেন? তিনি বলেন, আমরা জবাবদিহীমূলক সবার সোসাইটি চাই। এজন্য 'কুন্-ফিরোজ' প্যানেলের বিকল্প নেই।

সভায় আবুল কালাম ভূইয়া, মফিজুল ইসলাম ভূইয়া ও সিদ্দিক পাটোয়ারী বলেন, আমরা বিগত নির্বাচনে 'সেলিম-আলী' প্যানেল থেকে নির্বাচন করে বিজয়ী হয়েছিলাম। কিন্তু কমিটির কর্মকর্তাদের অসচ্ছতা, স্বজনপ্রীতি আর বৃহত্তর চাঁপুরবাসীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতিবাদে আমরা 'কুন্-ফিরোজ' প্যানেলের সাথে সম্পৃক্ত হবে নির্বাচন করছি। আজকের সভায় বৃহত্তর চাঁদপুরবাসী যে ঐক্যের দৃষ্টান্ত করেছে তা সোসাইটি ততত কমিউনিটির ইতিহাসে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

জামাল উদ্দিন আহমেদ জনি প্রশ্ন রেখে বলেন, ৯০ হাজার ডলার কিভাবে ইফতারে খরচ হয়, ২৪ হাজার ডলার ফটো কার্ড, মাগাঞ্জিনে খরচ হয়েছে- তার হিসাব দিতে হবে। কবর ক্রয়ের অর্থ কেন ফেরৎ আনা হলো তার ব্যাখ্যা দিতে হবে এবং বিদায়ী কমিটিকে আগের মূল্যেই সোসাইটির কবর ক্রয় করে দিতে হবে। তিনি আজমল হোসেন কুন্ ও ফিরোজ আহমেদ-কে স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন ব্যক্তি হিসেবে উল্লেখ করে এই প্যানেল-কে জয়যুক্ত করার অনুরোধ জানান।

সভায় 'কুন্-ফিরোজ' প্যানেলের প্রার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেন জামাল আহমেদ জনি। প্যানেলের প্রার্থীরা হলেন: সভাপতি- আজমল



হোসেন কুন্, সিনিয়র সহ সভাপতি- দুলাল বেহেদু, সহ সভাপতি-আবুল কালাম ভূইয়া, সাধারণ সম্পাদক-ফিরোজ আহমেদ, সহ সাধারণ সম্পাদক-মোহাম্মদ নওশাদ হোসেন, কোষাধ্যক্ষ-মফিজুল ইসলাম ভূইয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক- মোহাম্মদ জামিল আনসারী, সাংস্কৃতিক সম্পাদক-আহমেদ আর চৌধুরী, জনসংযোগ ও প্রচার সম্পাদক- সৈয়দ গৌসুল হোসাইন, সমাজকল্যাণ সম্পাদক- কয়েস আহমেদ, সাহিত্য সম্পাদক-মোহাম্মদ এ আখতার, ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক-মোশেদ আলম, স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক-মোহাম্মদ মাইন উদ্দিন, মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক-বেগম এম চৌধুরী, যুব ও তথ্যপ্রযুক্তি সম্পাদক-কাজী আর হাসান এবং কার্যকরী সদস্য-সিরাজুদ্দিন হক, মোহাম্মদ এ সিদ্দিক, মোহাম্মদ আবুল বাসার, মাসুদুল হক সানু, মোহাম্মদ কাওসার আলম ও মোহাম্মদ এম ইসলাম।

নৈশভোজের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘটে। উল্লেখ্য, আগামী ২৫ অক্টোবর, রোববার নির্বাচনে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

ওজোনপার্ক খলিল বিরিয়ানির নতুন

এবার ওজোনপার্ক-সংলগ্ন ব্রুকলিনের পিটকিন অ্যাভিনিউতে চালু হয়েছে প্রতিষ্ঠানটির নতুন শাখা। স্থানীয় বাংলাদেশি কমিউনিটির ক্রমবর্ধমান দেশীয় খাবারের চাহিদা বিবেচনায় গত ২ অক্টোবর ২৭৮৮ পিটকিন অ্যাভিনিউতে শাখাটির গ্র্যান্ড ওপেনিং অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম। দোয়া ও মোনাজাতের মধ্য দিয়ে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। দোয়া পরিচালনা করেন ইসলামিক স্কলার ড. রুহুল আমিন। পরে প্রতিষ্ঠানের পরিচালক জাহেদ আহমেদ ও মোহাম্মদ তোফায়েল আহমেদ এবং শেফ খলিলুর রহমান অতিথি ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দকে সঙ্গে নিয়ে ফিতা কেটে নতুন শাখার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

অনুষ্ঠানে স্থানীয় বাংলাদেশি কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ, ব্যবসায়ী, সামাজিক ব্যক্তিত্ব, শুভানুধ্যায়ী ও বিপুলসংখ্যক প্রবাসী উপস্থিত ছিলেন। নতুন শাখা ঘিরে স্থানীয়দের মধ্যে উৎসাহ-উদ্বীপনা দেখা যায়। উদ্বোধনী আয়োজনে অতিথি ও গ্রাহকেরা প্রতিষ্ঠানটির বিভিন্ন দেশীয় খাবার উপভোগ করেন। প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ মো. খলিলুর রহমান জানান, ওজোন পার্ক ও আশপাশের এলাকায় উল্লেখযোগ্যসংখ্যক বাংলাদেশি বসবাস করেন। তাদের দেশীয় খাবারের চাহিদা ও স্থানীয় বাজারের সম্ভাবনা বিবেচনা করেই এ এলাকায় নতুন শাখা চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কাছাকাছি বসবাসকারী গ্রাহকদের কাছে বাংলাদেশি খাবার আরও সহজলভ্য করাই এ উদ্যোগের অন্যতম লক্ষ্য।

তিনি বলেন, নতুন শাখায় খাবারের মান, স্বাদ ও সেবার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। হালাল, স্বাস্থ্যসম্মত ও মানসম্পন্ন বাংলাদেশি খাবার পরিবেশনের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানটির দীর্ঘদিনের স্বাদ ও গুণগত মান ধরে রাখাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। একই সঙ্গে গ্রাহকদের জন্য উন্নত ও নির্ভরযোগ্য সেবা নিশ্চিত করতেও তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

AJ ACCOUNTING SERVICES

Accounting, Taxes & Business Consultants



Anjan K. Bhattacharjee, MS, CPA, FCA

Certified Public Accountant

Chartered Accountant



We Provide Broad Services Including

- Computerized Book-Keeping & Accounting Services.
- New Business Set up-Corporation, LLC, P.C. Not for profit & Tax Exempt Status.
- Business Taxes Including Corporation & Partnership.
- Individual Taxes.
- Payroll, Sales & Local Taxes.
- Not for Profit Including Tax Exempt Organization.
- Audit & Certified Financial Statement.

IRS APPROVED

APPROVED

E-FILE PROVIDER

NOTARY PUBLIC

167-09 Hillside Ave, 1st Fl
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-658-8767
Cell: 917-371-3633
Fax: 718-658-8765
abhattacharjee921@gmail.com
www.ajtaxaccounting.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২



০৮ অক্টোবর ২০২৬, বাংলা ২৩ আশ্বিন ১৪৩৩

সম্পাদক	রতন তালুকদার
সহযোগী সম্পাদক	শিকদার হুমায়ন কবীর
টাকা প্রতিনিধি	আবুল কালাম
উত্তরবঙ্গ প্রতিনিধি	সাইফুদ্দিন আহমেদ
কলকাতা প্রতিনিধি	সোমনাথ গাঙ্গুলী
ইউরোপ প্রতিনিধি	নুরুল ইসলাম বকুল
ওয়াশিংটন প্রতিনিধি	মাইকেল বিকাশ গোমেজ
ক্যালিফোর্নিয়া প্রতিনিধি	ড. মিতুল বড়ুয়া

সম্পাদকীয়

অনলাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.jonmobhumi.com

দুনীতিবাজদের সামাল দিন

জন্মনিবন্ধনের জন্য ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন দেশের প্রজারা। তাদের দেওয়া ট্যাঞ্জে টাকায় প্রতিপালিত ‘প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী’ নামের প্রভুরা জন্মনিবন্ধনপ্রত্যাশীদের নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরচ্ছেন। যেকোনো নাগরিকের প্রথম আইনি পরিচয় তার জন্মনিবন্ধন সনদ। ১৯টি অত্যাবশ্যকীয় সেবা পেতে এর প্রয়োজন হয়। অথচ এটি জোগাড়ে এক দণ্ডের থেকে অন্য দণ্ডের ঘুরতে হয়। লাগে একের পর এক কাগজপত্র। তারপরও জন্মনিবন্ধন নামের সোনার হরিণের নাগাল পাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। তবে কোনো নাগরিক উৎকোচ দিতে রাজি থাকলে স্পুটনিক গতিতে সেবা পাওয়া যায়। এমনকি টাকা দিলেই তৈরি হয়ে যায় অস্তিত্বহীন শিশুর জন্মনিবন্ধন। বদলে যায় বয়স-পরিচয়। এমনকি রোহিঙ্গারাও পায় বাংলাদেশের নাগরিকের পরিচয়। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠেছে-নাগরিক সেবা এবং জাতীয় তথ্যভান্ডারের নিরাপত্তা ও নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে। জন্মনিবন্ধনের তথ্যে যদি ভুল ও জালিয়াতির ছোঁয়া থাকে, তাহলে সে তথ্যকে ভিত্তি করে তৈরি হওয়া এনআইডি, পাসপোর্ট ও অন্যান্য সরকারি নথি কতটা নির্ভরযোগ্য-সে প্রশ্নও সংগতভাবে এসে যায়। জন্ম ও মৃত্যুনিবন্ধন রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়ের তথ্যানুযায়ী, জন্মনিবন্ধনের আবেদনের পাশাপাশি সংশোধনের আবেদনও বিপুল। গত ১১ মে জন্মনিবন্ধনের আবেদন করেন ৩০ হাজার ৪১ জন। একই দিনে সংশোধনের আবেদন করেন ২৫ হাজার ৩৩৭ জন। শুধু ভুলত্রুটি নয়, জালিয়াতির চিত্রও ভয়াবহ। অর্থব্যয় করলে দিনকে রাত, রাতকে দিন করাও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মচারী-কর্মকর্তাদের কাছে অসম্ভব কিছু নয়। স্থানীয় সরকারে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি না থাকায় জন্মনিবন্ধনসহ নাগরিক সেবা পেতে সীমাহীন ভোগান্তির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। ২০২৪ সালের জুলাই গণ অভ্যুত্থানে বেশির ভাগ ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান পালিয়ে যাওয়ায় নাগরিক সেবা পেতে ভোগান্তি নিয়তির লিখনে পরিণত হয়েছে। এজন্য গুনতে হচ্ছে বাড়তি অর্থ। এ দুর্বোপের অবসানে দ্রুত স্থানীয় সরকার নির্বাচনের দিকে সরকার নজর দেবে-এমনটিই প্রত্যাশিত। পাশাপাশি জন্মনিবন্ধন নিয়ে জালজালিয়াতির সঙ্গে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক সাজা নিশ্চিত হওয়া দরকার।

সুরক্ষিত হোক শিশুদের ভবিষ্যৎ

বর্তমান সামাজিক অবস্থা এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির নাজুক বাস্তবতায় বিপন্ন শৈশব পার করছে দেশের শিশুরা। গ্রাম-নগরে বিশেষ ফারাক নেই; সর্বত্রই শিশুদের স্বাভাবিক ও আনন্দময় শৈশব নানা প্রতিকূলতা, অবহেলা, নির্যাতন বা ঝুঁকির কারণে ভয়-আতঙ্কে কাটছে। কোমলমতি শিশুদের জন্য যেখানে সরকার, সমাজসহ সংশ্লিষ্টদের একটি সুন্দর ও নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করার কথা, সেখানে উল্টো তাদের দিন কাটছে ভয় ও অজানা আতঙ্কে। শিশুদের নিরাপত্তাবলয়ে রাখাই এখন অভিভাবকদের জন্য মহা দৃষ্টিস্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষের মানবিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতার যতটা অধঃপতন হয়েছে, তা গা শিউরে ওঠার মতো। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের তথ্যে প্রকাশ, গত ৮ মাসে ৩২৯ শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে। এ সময় নানা রকম নির্যাতনে ২৫৪ শিশুর মৃত্যু হয়। ছেলে শিশুরাও অহরহ যৌন নির্যাতনের শিকার হচ্ছে! খোদ পুলিশ সদরের তথ্য বলছে, এ বছর প্রথম সাত মাসে সারা দেশে প্রায় ১৬ হাজার শিশু নিখোঁজ হয়। এর মধ্যে ২ হাজারেরও বেশি শিশুর এখনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। পুলিশের ভাষ্য, ১০ থেকে ১৭ বছর বয়সিদের নিখোঁজ হওয়ার পেছনে অভিমান, পড়াশোনার চাপ, স্বাধীন জীবনযাপনের আকাঙ্ক্ষা, পরিবার থেকে অর্থ আদায়ের কৌশল বা পারিবারিক কলহ কাজ করে। কারণ যা-ই থাক, দেশের শিশু, বাবা-মার কলিজার ধন, জাতির ভবিষ্যৎ জনশক্তি-এদের হারিয়ে যাওয়া বা উদ্ধারে ব্যর্থতা গোটা জাতির; সংশ্লিষ্ট সব কর্তৃপক্ষের গ্লানি। এ অবস্থায় গতকাল পালিত হলো শিশু অধিকার দিবস। এ উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি বাণী দেন। নানা বর্ণাঢ্য আয়োজনে দিনটি পালন করাও হলো। শিশু একাডেমির ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে তারা ‘শিশু অধিকার সপ্তাহ’ পালন করছে। এবার দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারণ হয় ‘শিশুর ভবিষ্যৎ হোক সুরক্ষিত’। মহৎ শুভাকাঙ্ক্ষা। তবে শুধু গালভরা কথামালা আর অনুষ্ঠান আয়োজনে দায়সারা না হয় যেন এ দিবসের উদ্যাপন। অভিভাবকদেরও অধিক সচেতনতার উপলব্ধি অপরিহার্য। সন্তানের অস্বাভাবিক বিলম্ব বা ঘরেবাইরে নির্যাতন-লাঞ্ছনার আভাস পাওয়ায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে জানানো কর্তব্য। বাকি দায়িত্ব এবং সাফল্য-ব্যর্থতার দায় তাদের। আর সরকারকে এ ব্যাপারে নিতে হবে শূন্য সহিষ্ণুতার নীতি। বিপন্ন নয়, প্রকৃতই সুরক্ষিত হোক শিশুদের ভবিষ্যৎ। কারণ সুস্থ ও নিরাপদ পরিবেশে সুস্থভাবে বেড়ে ওঠা প্রতিটি শিশুর জন্মগত অধিকার।

জন্মভূমি গ্রুপ ইনক কর্তৃক নিউইয়র্ক থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Weekly Jonmobhumi

Editor & President: Ratan Talukder

Published By Jonmabhum Group Inc.

37-39-74 Street, Jackson Height-NY-11372

Tell: 718-380-6712, Cell: 646-327-7964

Email: jonmabhum@gmail.comWebsite: www.jonmobhumi.com

Printed in USA

উপসম্পাদকীয়

ব্যয়ের চাপে কী হবে আমাদের!

হাসান মামুন

আন্তর্জাতিক বাজার ও দেশের আমদানিকারকদের বক্তব্য পর্যবেক্ষণকারীরা ধরেই নিয়েছিলেন, অক্টোবরে এলপিজির দাম বাড়বে। ইতোমধ্যে এর দাম বাড়ানো হয়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে। সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ১২ কেজির সিলিভার অবশ্য নির্ধারিত দামে মিলছে না বলেই খবর। গ্রাম পর্যন্ত এর সরবরাহ স্বাভাবিক হতে হয়তো সময় লাগবে। তারপরও এটা সব সময়েই পরিলক্ষিত-নির্ধারিত দামে এলপিজি মিলে না। মাঝে অনেক বেশি দামে এটা কিনতে হচ্ছিল। আর সেটা এমন এক সময়ে, যখন অন্য অনেক নিত্যপণ্যের দাম ছিল উর্ধ্বমুখী।

কম ব্যবহৃত পণ্যসামগ্রীর দামও সামনে কমে আসার সুযোগ নেই। দাম বৃদ্ধির প্রবণতাই জোরালো। এর প্রধানতম কারণ সেক্টম্বরে নতুন করে জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধি। ডিজেলসহ চারটি জ্বালানির দাম লিটারে ২০ টাকা বাড়ানোর পরপরই বাস, ট্রাক ও নৌযানে ভাড়া বেড়েছে। পণ্য পরিবহনে ভাড়া নির্ধারণের আবার কোনো কাঠামো নেই। বাজারের ওপর নির্ভরশীল বলে এতে অনিশ্চয়তা বেশি। যা হোক, পণ্য পরিবহন ব্যয় বাড়ায় খাদ্য ও খাদ্যবহির্ভূত সব পণ্যের দাম ইতোমধ্যে বেড়েছে। নিবন্ধটি লেখা পর্যন্ত সেক্টম্বরে হওয়া মূল্যফীতির তথ্য পাওয়া যায়নি। মাঝে কিছুটা কমে আসা মূল্যফীতি এখন বাড়বে বলে ধারণা। অনেকে বলছেন, মূল্যফীতি-হাসের তথ্য যখন দেওয়া হয়েছিল, তখনও মানুষ বাজারে গিয়ে সেটা অনুভব করতে পারেনি।

সেবার দামও বেড়ে চলেছে। এর একটি বড় সেবা খাত হলো রেস্টোরাঁ। সেখানে খাবারের দাম স্বভাবতই বাড়তে হচ্ছে। কারণ এর উপকরণের দাম গেছে বেড়ে। খাতসংশ্লিষ্টরা এটাও বলছেন, তাদের বিক্রি উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে। বিশেষত কমেছে দামি আইটেমের বিক্রি। মাংসের তরকারির বদলে হয়তো সবজি দিয়ে ভাত খাচ্ছে ভোক্তা।

মাঝে খবর মিলেছিল, বেকারি পণ্যের দাম আপাতত বাড়ানো হবে না। বাণিজ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর এমনটা জানানো হয়েছিল। খাতটির উদ্যোক্তাদের কিছু দাবি ছিল; যেগুলো পূরণ না হলে বেকারি পণ্যের দাম নাকি ২০ শতাংশ বাড়তে হবে। এর আগেও বিপুলভাবে পরিভোগ হওয়া এসব পণ্যের দাম বেড়েছিল। দাম না বাড়িয়ে কিছু প্রতিষ্ঠান আবার পণ্যের আকার কমায়। বেকারি পণ্যের দাম আরও বাড়লে কী দাঁড়াতে পরিস্থিতি? আয় বাড়তে অক্ষম বিরাট জনগোষ্ঠী কি ক্রয় কমিয়ে দেবে? রেস্টোরাঁয় যেমন অনেকেই কমাচ্ছে খরচ!

রেস্টোরাঁ ও বেকারি খাত-সংশ্লিষ্টদের অন্যতম দাবি, জ্বালানি ব্যয় কমাতে হবে। মাঝে তাদের গ্যাস-বিদ্যুৎ সংকটে জেরবার হতে হয়েছে। পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হলেও যাদের এলপিজি ব্যবহার করতে হয়; অক্টোবর থেকে তাদের ব্যয় নতুন করে বাড়বে। সম্পূর্ণ গুরুত্ব আর উৎসে কর প্রত্যাহারেরও দাবি রয়েছে রেস্টোরাঁ মালিকদের। অভিযান পরিচালনা করে ‘একতরফা জরিমানা’ আদায় নিয়েও আপত্তি প্রবল।

ব্যবসা ভালো না থাকলে কেউই সরকারি কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ ভালোভাবে নেয় না। সরকারের ‘ব্যবসা’ও ভালো নয়। তার রাজস্ব আহরণ পরিস্থিতি খারাপ। এ কারণে হালে আইএমএফের সঙ্গে সম্পর্কও ক্ষতিগ্রস্ত মনে হচ্ছে। নতুন ঋণ কর্মসূচিতে যাওয়ার সম্ভাবনা কমই। এ অবস্থায় সরকারের রাজস্ব বেশি করেই লাগবে। সরকারি কর্মচারীদের জন্য চলতি অর্থবছরের গুরু থেকে ব্যয় বাড়ছে। জ্বালানি তেলের দাম বাড়ানোয় সেখান থেকে অবশ্য বাড়তি রাজস্ব মিলবে।

রাজস্ব আহরণের একটা বড় খাত জ্বালানি তেল। এসব পণ্যের ওপর আবার উচ্চহারে কর-গুরু আরোপিত। সেটা প্রত্যাহারের কথা কেউ বলে না। তবে হারটি সহনীয় করার চেষ্টাও পরিলক্ষিত নয়। কেবল আন্তর্জাতিক বাজারের কারণে নয়; উচ্চ করের চাপেও জ্বালানি তেলের দাম সহনীয় হচ্ছে না। এর প্রভাব পড়ছে অর্থনীতিতে। এখন এমনটিও বলা হচ্ছে, সরকারি কর্মচারীদের জন্য বাড়তি ব্যয় সামলাতেই জ্বালানি তেলের দাম বাড়ানো হলো। তাতে বিপিসির সাম্প্রতিক লোকসান কমবে; সরকারেরও রাজস্ব বাড়বে।

মাঝে কিছুটা কমানো হলেও এলপিজি আমদানিতেও উল্লেখযোগ্য হারে ভ্যাট ধার্য করা আছে। অর্থাৎ বিকাশমান এ বাজার থেকেও সরকার কিছু রাজস্ব তুলছে। অস্থির আন্তর্জাতিক বাজারে এলপিজির উপকরণের দাম বাড়তে থাকার সময়টায় এর দাম নিয়ন্ত্রণে রাখার দাবি যারা তুলছেন, তারা সরকারকে বলতে পারেন এর ভ্যাট প্রত্যাহারের কথা। জরুরি পণ্যের দাম অতিমাত্রায় বেড়ে যাওয়ার পরিস্থিতি তৈরি -বাকী অংশ ২৯ পাতায়

ইন্দো-প্যাসিফিকে ক্ষমতার ভারসাম্য ও সামুদ্রিক নিরাপত্তা

ড. সুজিত কুমার দত্ত

ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চল একবিংশ শতাব্দীর বৈশ্বিক রাজনীতি, অর্থনীতি ও নিরাপত্তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। ভারত মহাসাগর থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত এই অঞ্চলে বিশ্বের প্রধান অর্থনৈতিক শক্তি, উদীয়মান রাষ্ট্র, গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রবন্দর, বাণিজ্যপথ এবং কৌশলগত সামুদ্রিক যোগাযোগব্যবস্থা অবস্থিত।

বৈশ্বিক বাণিজ্যের একটি বড় অংশ এই অঞ্চলের সমুদ্রপথের ওপর নির্ভরশীল। ফলে ইন্দো-প্যাসিফিকে ক্ষমতার ভারসাম্য শুধু সামরিক শক্তির প্রতিযোগিতার বিষয় নয়; বরং এটি সামুদ্রিক বাণিজ্য, জ্বালানি নিরাপত্তা, সমুদ্রসম্পদ, নৌ যোগাযোগ, পরিবেশগত স্থায়িত্ব এবং আঞ্চলিক সহযোগিতার সঙ্গেও গভীরভাবে সম্পর্কিত।

চীন, যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, জাপান, অস্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্রগুলো এই অঞ্চলের কৌশলগত গতি-প্রকৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। একদিকে চীনের অর্থনৈতিক ও সামুদ্রিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র তার ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশলের মাধ্যমে আঞ্চলিক উপস্থিতি ও অংশীদারিত্ব জোরদার করছে।

ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান ও সামুদ্রিক সক্ষমতা তাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তিতে পরিণত করেছে। এই বহুমাত্রিক প্রতিযোগিতার মধ্যে ছোট ও মধ্যম শক্তির দেশগুলো নিজেদের সার্বভৌমত্ব, অর্থনৈতিক স্বার্থ এবং নিরাপত্তা রক্ষায় নতুন কৌশল গ্রহণের প্রয়োজন অনুভব করছে।

ইন্দো-প্যাসিফিকে ক্ষমতার ভারসাম্য ও সামুদ্রিক নিরাপত্তাইন্দো-প্যাসিফিকে বর্তমান ক্ষমতার ভারসাম্য বোঝার জন্য চীনের সামুদ্রিক সক্ষমতা ও যুক্তরাষ্ট্রের আঞ্চলিক উপস্থিতি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। চীন তার নৌবাহিনী আধুনিকীকরণ, সামুদ্রিক অবকাঠামো, বন্দর সহযোগিতা এবং দূরবর্তী অঞ্চলে নিরাপত্তা সম্প্রসারণের মাধ্যমে প্রভাব বিস্তারের সক্ষমতা বাড়িয়েছে।

অস্ট্রেলিয়ান স্ট্র্যাটেজিক পলিসি ইনস্টিটিউটের ২০২৬ সালের বিশ্লেষণে ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরে চীনের ক্রমবর্ধমান নিরাপত্তা উপস্থিতি এবং নিজস্ব উপকূলীয় জলসীমার বাইরে শক্তি প্রদর্শনের সক্ষমতার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র তার মিত্র ও অংশীদারদের সঙ্গে নৌ সহযোগিতা, সামুদ্রিক নজরদারি, প্রতিরোধক্ষমতা এবং নৌ যোগাযোগের স্বাধীনতা বজায় রাখার ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে।

কোয়ড-যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, জাপান ও অস্ট্রেলিয়ার সমন্বয়ে গঠিত এই কাঠামো সামুদ্রিক পরিস্থিতি সম্পর্কে যৌথ সচেতনতা, গুরুত্বপূর্ণ খনিজ, অবকাঠামো ও জ্বালানি সহযোগিতার মতো ক্ষেত্রে কাজ করছে। তবে এ ধরনের উদ্যোগকে শুধু একটি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সামরিক জোট হিসেবে দেখলে আঞ্চলিক সহযোগিতার বৃহত্তর সম্ভাবনা সীমিত হয়ে যেতে পারে।

ভারতের অবস্থানও এখানে স্বতন্ত্র।

ভারত নিজেকে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের একটি প্রধান নিরাপত্তা অংশীদার হিসেবে বিবেচনা করে এবং একই সঙ্গে কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন বজায় রাখার চেষ্টা করে। চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক একমাত্রিক নয়; অর্থনীতি, সীমান্ত, প্রযুক্তি, প্রতিরক্ষা, জ্বালানি ও আঞ্চলিক প্রভাব প্রতিটি ক্ষেত্রে সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতা পাশাপাশি বিদ্যমান। ফলে ভারতের নীতিকে শুধু কোনো একটি শক্তির পক্ষে অবস্থান হিসেবে ব্যাখ্যা করা বাস্তবতার সরলীকরণ হবে।

সামুদ্রিক নিরাপত্তা বলতে শুধু যুদ্ধজাহাজ, নৌঘাঁটি কিংবা সমুদ্রপথে সামরিক আধিপত্য বোঝায় না। সমুদ্রপথে বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচলের নিরাপত্তা, জলদস্যুতা প্রতিরোধ, অবৈধ ও অনিয়ন্ত্রিত মাছ ধরা, মানব ও মাদকপাচার প্রতিরোধ, সামুদ্রিক দূষণ, সাইবার নিরাপত্তা, সমুদ্রসম্পদের সুস্থ ব্যবস্থাপনা এবং দুর্যোগ মোকাবেলাও সামুদ্রিক নিরাপত্তার গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের বহু দেশ তাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য সমুদ্রনির্ভর বাণিজ্য ও সরবরাহব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল। দক্ষিণ চীন সাগর, মালাকা প্রণালি, বঙ্গোপসাগর এবং ভারত মহাসাগরের গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রপথে অস্থিতিশীলতা তৈরি হলে তার প্রভাব-বাকী অংশ ২৯ পাতায়



অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

মুক্ত ভাবনা

র-মোসাদ আঁতাত : বাংলাদেশের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর করণীয় মোদাসসের হোসেন খান

২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রকাশ্য তথ্যপ্রমাণে স্পষ্ট, ভারত ও ইসরাইলের প্রতিরক্ষা, নিরাপত্তা, সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলা এবং সাইবার সহযোগিতা উল্লেখযোগ্যভাবে গভীর হচ্ছে। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে দুই দেশ তাদের সম্পর্কে 'বিশেষ কৌশলগত অংশীদারত্ব' উন্নীত করেছে। এর আওতায় রয়েছে প্রতিরক্ষা, নিরাপত্তা, সাইবার নিরাপত্তা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি। সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় দুই দেশের একটি আনুষ্ঠানিক যৌথ কার্যদলও রয়েছে। ইসরাইলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ভারতকে 'প্রথম সারির কৌশলগত অংশীদার' হিসাবে অভিহিত করে প্রতিরক্ষা ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা সম্প্রসারণের কথা জানিয়েছে।

যদিও এসব তথ্য থেকে সরাসরি প্রমাণিত হয় না যে, ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা র এবং ইসরাইলের মোসাদ বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যৌথ অভিযান পরিচালনা করছে, তা সত্ত্বেও তাদের দীর্ঘদিনের সম্পর্ক এবং অভিন্ন উদ্দেশ্য বাংলাদেশের মতো একটি বর্ণবাদবিরোধী মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের জন্য তার গভীর উদ্বেগের কারণ। আর তাই বাংলাদেশের নিরাপত্তা মূল্যায়নে এ বিষয়টি অনুধাবন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অতএব, ভারত-ইসরাইল গোয়েন্দা ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতার ঘনিষ্ঠতাকে বাংলাদেশের সম্ভাব্য



নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ হিসাবে বিবেচনা করা যুক্তিসংগত; প্রমাণিত বৈরী ষড়যন্ত্র হিসাবে উপস্থাপন করা নয়। উদ্বেগকে কার্যকর রাস্তায় প্রস্তুতিতে রূপান্তর করতে হলে কয়েকটি বিষয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া দরকার।

প্রথমত, গোয়েন্দা ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতার ব্যবধান। সাইবার নিরাপত্তা, নজরদারি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সেন্সর ও প্রতিরক্ষা প্রযুক্তিতে ইসরাইলের দক্ষতা প্রতিবেশী অঞ্চল সম্পর্কে ভারতের তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের ক্ষমতা বাড়তে পারে। দুই দেশ সাইবার সহযোগিতা গভীর করা এবং বহুবর্ষীয় সাইবার কর্মসূচি গড়ে তোলার বিষয়েও সম্মত হয়েছে। বাংলাদেশের উচিত সরকারি ও সামরিক যোগাযোগে শক্তিশালী এনক্রিপশন নিশ্চিত করা, সাইবার প্রতিরক্ষা কেন্দ্রের সক্ষমতা বাড়ানো এবং নিয়মিত ইলেক্ট্রনিক নিরাপত্তা নিরীক্ষা পরিচালনা করা। প্রতিষ্ঠানের ভেতরের ব্যক্তিকে কাজে লাগিয়ে গোপন তথ্য সংগ্রহ বা নিরাপত্তাব্যবস্থা ভাঙার ঝুঁকিও গুরুত্বের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, সীমান্ত ও সামরিক তৎপরতায় উন্নত নজরদারি। আধুনিক সেন্সর, চালকবিহীন আকাশযান এবং চিত্র বিশ্লেষণ প্রযুক্তি বাংলাদেশের সীমান্ত ও সামরিক কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণে ভারতের সক্ষমতা বাড়তে পারে। এর জবাব প্রতিটি অস্ত্রের বিপরীতে সমজাতীয় অস্ত্র কেনা নয়। প্রয়োজন নিজস্ব গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ, নজরদারি ও অনুসন্ধান সক্ষমতা; ড্রোন প্রতিরোধব্যবস্থা; ইলেক্ট্রনিক যুদ্ধের প্রস্তুতি; নিরাপদ যোগাযোগ এবং কার্যকর সীমান্ত পর্যবেক্ষণ। সীমিত সম্পদ কোথায় ব্যয় করলে সর্বাধিক নিরাপত্তা অর্জিত হবে, সেটিই হওয়া উচিত মূল বিবেচনা।

তৃতীয়ত, সাইবার ও তথ্যগত দুর্বলতা। আক্রমণকারী যে-ই হোক, সরকারি নেটওয়ার্ক, গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো, আর্থিকব্যবস্থা ও টেলিযোগাযোগ গোয়েন্দা তৎপরতার সম্ভাব্য লক্ষ্য। এসব ক্ষেত্রে নিয়মিত অনুমোদিত অনুপ্রবেশ পরীক্ষা, সংবেদনশীল নেটওয়ার্ক পৃথক রাখা এবং প্রযুক্তিপণ্য ও সেবার সরবরাহব্যবস্থার নিরাপত্তা যাচাই জরুরি। পাশাপাশি প্রয়োজন এমন একটি সক্ষম জাতীয় ব্যবস্থা, যা সাইবার ঘটনা দ্রুত শনাক্ত করবে, ক্ষতি সীমিত রাখবে এবং আক্রান্ত সেবা পুনরুদ্ধার করবে।

চতুর্থত, প্রতিগোয়েন্দা ব্যবস্থার পেশাগত সংস্কার। সংবেদনশীল পদে নিয়োগ ও দায়িত্ব প্রদানের আগে যথাযথ যাচাই, শ্রেণিবদ্ধ তথ্যের সুরক্ষা এবং বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থার নিয়োগ প্রচেষ্টা শনাক্ত করার সক্ষমতা বাড়তে হবে। বেসামরিক ও সামরিক গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয়ও অপরিহার্য। তবে এসব কার্যক্রম পরিচালিত হতে হবে সুস্পষ্ট আইন, জবাবদিহি ও প্রাতিষ্ঠানিক তদারকির অধীনে। প্রতিগোয়েন্দা তৎপরতার লক্ষ্য হবে তথ্যপ্রমাণসমর্থিত বৈরী কর্মকাণ্ড; কারও জাতীয়তা বা রাজনৈতিক মতামত নয়। নির্বিচার সন্দেহ নিরাপত্তা বাড়ায় না, বরং প্রতিষ্ঠান ও নাগরিকের মধ্যে আস্থা দুর্বল করে।

পঞ্চমত, নিরাপত্তার সঙ্গে কূটনীতি। ভারত এবং ইসরাইল-উভয়ের সঙ্গে বাংলাদেশের সরাসরি নিরাপত্তা সংলাপের পথ রাখা উপকারী হতে পারে। বাংলাদেশের বক্তব্য হওয়া উচিত স্পষ্ট : তৃতীয় কোনো দেশের সঙ্গে সহযোগিতা তাদের সার্বভৌম অধিকার; কিন্তু বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ গ্রহণযোগ্য নয়। এমন যোগাযোগ ভুল হিসাব ও অযাচিত উত্তেজনার ঝুঁকি কমাতে পারে। বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কে সীমান্ত ও রাজনৈতিক টানা পোড়েন থাকলেও সরকারি পর্যায়ে নিরাপত্তা আলোচনা অব্যাহত রয়েছে। এ পথকে কার্যকরভাবে ব্যবহার করা প্রয়োজন।

ষষ্ঠত, প্রতিপক্ষের জোটে যোগ দেওয়ার পরিবর্তে সম্পর্কের বহুমুখীকরণ-বাকী অংশ ২৯ পাতায়

পত্র লেখকদের লেখা সময়োপযোগী ও বাস্তবধর্মী হতে হবে। পত্র

লেখককে অবশ্যই তার নাম ঠিকানা এবং মোবাইল নাম্বার উল্লেখ করতে হবে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক থাকলেও সম্পাদক বরাবরে পরিচিতি প্রদান করতে হবে। অমনোনীত লেখা প্রকাশিত হবে না।

সাপ্তাহিক জন্মভূমি কারো আত্মপ্রচারের বাহক বা চরিত্র হননের হাতিয়ার নয়!

সাইবার নিরাপত্তা নাকি সামগ্রিক সামাজিক নিরাপত্তা শামসুল আলম

‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ বিনির্মাণের পথে দ্রুত এগিয়ে যাওয়া বাংলাদেশের জন্য সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা একটি অপরিহার্য বিষয়। তবে এ নিরাপত্তা নিশ্চিত করার নামে প্রণীত আইনগুলো-বিশেষ করে বহুল সমালোচিত ‘ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮’ (ডিএসএ) এবং পরবর্তীকালে তার প্রতিস্থাপক ‘সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩’ (সিএসএ)-নাগরিক অধিকারের চেয়ে রাষ্ট্রের নজরদারি ও নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার হিসাবেই বেশি ব্যবহৃত হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। রাষ্ট্র যখন নাগরিকদের মৌলিক মানবাধিকার ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে শুধু সাইবার নজরদারির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়, তখন তা সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা তৈরি করে। গবেষণা ও বৈশ্বিক অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে, শুধু কঠোর আইন দিয়ে সাইবার অপরাধ নির্মূল সম্ভব নয়; এর জন্য প্রয়োজন অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টিত। বাংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে, নিপীড়নমূলক আইনের চেয়ে নাগরিকদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা সাইবার ঝুঁকি হ্রাসে অধিকতর কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

১. প্রেক্ষিত ও তথ্য-উপাত্ত : আইনের অপপ্রয়োগ বনাম সামাজিক বাস্তবতা ৫ আগস্টের আগের কয়েক বছরে ডিজিটাল স্পেসে ভিন্নমত দমন, সাংবাদিক হয়রানি এবং সাধারণ নাগরিকদের হেনস্তার অসংখ্য ঘটনা ঘটেছে, যার মূল হাতিয়ার ছিল বিতর্কিত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন। যদিও সেই সরকার ২০১৮ সালের আইনটি বাতিল করে ২০২৩ সালে ‘সাইবার নিরাপত্তা আইন’ পাশ করেছিল, কিন্তু মানবাধিকার সংস্থা ও আইনজ্ঞদের মতে, এটি অনেকটা ‘পুরান বোতলে নতুন মদ’।

মানবাধিকার সংগঠন ‘অধিকার’-এর তথ্যমতে, ডিএসএ কার্যকর থাকাকালে কয়েক হাজার মামলা হয়েছে, যার উল্লেখযোগ্য অংশই ছিল সরকার সমালোচক, সাংবাদিক এবং সাধারণ নাগরিকদের বিরুদ্ধে। সাইবার ট্রাইব্যুনালগুলোর তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, খালাসের হার একেবারেই নগণ্য, যা প্রমাণ করে যে আইনটি মূলত হয়রানি এবং প্রেষ্টোরের ভয় দেখানোর হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এ পরিস্থিতি সমাজে এক ধরনের ভয়ের সংস্কৃতি তৈরি করেছে, যা প্রকৃত সামাজিক নিরাপত্তার পরিপন্থী।

অপরদিকে, বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে, যেখানে ডিজিটাল সাক্ষরতা এখনো পুরোপুরি গড়ে ওঠেনি, সেখানে সাইবার অপরাধের একটি বড় অংশ অসচেতনতা বা অর্থনৈতিক অভাব থেকে উৎসারিত। কর্মসংস্থানের অভাব এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য সাইবার অপরাধের উর্বর ক্ষেত্র তৈরি করে।

২. সাইবার নিরাপত্তা ও সামাজিক নিরাপত্তার পারস্পরিক নির্ভরশীলতা : তাত্ত্বিক ভিত্তি ও ঝুঁকি

সাইবার নিরাপত্তা এবং সামাজিক নিরাপত্তা একে অপরের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত। সামাজিক সুরক্ষা বা নিরাপত্তা ছাড়া শুধু সাইবার আইন দিয়ে সাইবার ঝুঁকি কমানো অসম্ভব। সামাজিক সুরক্ষা না থাকলে তা সরাসরি সাইবার ঝুঁকি বাড়ায়। যখন রাষ্ট্রে সুশাসন এবং মতপ্রকাশের অবাধ স্বাধীনতা থাকে না, তখন সৃষ্ট সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা নাগরিকদের রাষ্ট্রের মূলধারার ডিজিটাল প্র্যাকটিসের প্রতি আস্থা হীন করে তোলে।

অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা ও অপরাধ : আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) গবেষণা অনুযায়ী, যুব বেকারত্ব এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য সাইবার অপরাধের ঝুঁকি বাড়ায়। যখন একজন শিক্ষিত তরুণ বা যুবকের কর্মসংস্থানের সুযোগ থাকে না, তখন তারা দ্রুত উপার্জনের আশায় অনলাইনে হ্যাকিং, ফিশিং বা অন্যান্য সাইবার অপরাধে জড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি থাকে। রাষ্ট্র যদি নাগরিকদের ন্যূনতম অর্থনৈতিক নিরাপত্তা (যেমন-চাকরি, বেকার ভাতা, জীবনবিমা, আইনি সহায়তা) দিতে ব্যর্থ হয়, তবে কঠোর আইন করেও তাদের অপরাধ জগৎ থেকে ফেরানো কঠিন।

রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ও ডার্ক ওয়েবের ঝুঁকি : যদি একটি দেশে সরকারের সমালোচনা করলে সাইবার আইনে গ্রেফতার হওয়ার ভয় থাকে, তখন নাগরিকরা নিজেদের সুরক্ষার জন্য এনক্রিপ্টেড যোগাযোগমাধ্যম বা ভিপিএন ব্যবহার করতে বাধ্য হন। এর ফলে রাষ্ট্রের নজরদারি এড়িয়ে ‘ডার্ক ওয়েব’ বা অপরাধ জগতের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে। সামাজিক ভীতি থেকে মানুষ যখন মূলধারার ডিজিটাল মাধ্যম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তখন সাইবার অপরাধীরা সহজেই তাদের ভুল পথে পরিচালিত করতে পারে।

৩. দেশি-বিদেশি অভিজ্ঞতার তুলনা

ইউরোপীয় অভিজ্ঞতা (স্ক্যান্ডিনেভিয়ান মডেল) : নরওয়ে বা সুইডেনের মতো দেশগুলোতে সামাজিক নিরাপত্তা এবং নাগরিকদের ডিজিটাল লিটারেসি এত বেশি যে, সেখানে সাইবার অপরাধ মোকাবিলায় খুব বেশি দমনমূলক আইনের দরকার হয় না। তারা ‘প্রিভেনশন’ বা অপরাধের পূর্ব-প্রতিরোধের ওপর জোর দেয়, যা আসে সামাজিক সুশাসন, অর্থনৈতিক সচ্ছলতা এবং উচ্চমানের ডিজিটাল শিক্ষা থেকে।

এস্তোনিয়া : অন্যতম ডিজিটাল দেশ এস্তোনিয়া সাইবার নিরাপত্তাকে শুধু আইনের বিষয় মনে করে না, বরং একে জাতীয় নিরাপত্তা ও সামাজিক অংশীদারত্বের অংশ হিসাবে দেখে। সেখানে নাগরিকদের ডিজিটাল পরিচয় সুরক্ষিত এবং তারা জানে তাদের তথ্য কীভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে, যা তাদের মধ্যে এক ধরনের সামাজিক নিরাপত্তা তৈরি করেছে।-বাকী অংশ ২৯ পাতায়



VIRASAT CAFE

Taste of Home

একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান

READY TO GO

FRESH DESHI SNACKS
COOKIES, TEA & COFFEE
CAKES & DELICIOUS SWEETS
AND MORE



Real Deshi Taste of Yogurt
In Natural Clay Pot





WE TAKE ORDER FOR ALL OCCASIONS

37-39 74TH STREET, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
718-791-8203 | WWW.VIRASATCAFE.COM

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪



নারী অধিকার, হাফ প্যান্ট ও অন্য প্রসঙ্গ

সুমন পালিত

আজ থেকে ১০০ বছর আগে মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে আধুনিক দেশ ছিল তুরস্ক। দ্বিতীয় স্থানে আফগানিস্তান। আফগান নারীরা ভোটাধিকার লাভ করেন ইউরোপের অনেক দেশেরও আগে। সে দেশের মেয়েরা স্কুল-কলেজে সহশিক্ষার সুযোগও পেত। তালেবান শাসনে বিড়ালের যে স্বাধীনতা, তা থেকেও বঞ্চিত আফগান নারীরা। জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলোর মতে, ২০২১ সালে তালেবানের হাতে শাসনক্ষমতা যাওয়ার পর নারীর সব মৌলিক অধিকার একে একে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। মেয়েদের জন্য ষষ্ঠ শ্রেণির পর লেখাপড়া নিষিদ্ধ। তাদের ঘরের বাইরে বেরোতে হয় পুরুষ অভিভাবক নিয়ে। পুরো শরীর বোরকায় ঢাকা থাকার বাধ্যতামূলক। অথচ ১০০ বছর আগেও আফগান নারীদের ইউরোপীয়দের মতো স্কার্ট পরার স্বাধীনতা ছিল। ধর্মান্ধতার কোনো ঠাই ছিল না শাসনব্যবস্থায়।

বাংলাদেশের ২০২৬ সালের ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের আগে অনেকেই আতঙ্কে ছিলেন এ দেশেও তালেবান শাসন কয়েম হবে কি না। সে নির্বাচনের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল বিএনপি নেতৃত্বাধীন জাতীয়তাবাদী জোট বনাম জামায়াতে ইসলামীর ১১-দলীয় জোট। জামায়াত জোটের দ্বিতীয় শীর্ষ নেতা আল্লামা মামুনুল হক নির্বাচনের আগে আফগানিস্তান সফরে গিয়েছিলেন। সমালোচকদের মতে, তালেবান শাসকদের আশীর্বাদ অর্জনই ছিল সফরের উদ্দেশ্য। কারণ বাংলাদেশের কওমি মাদ্রাসাগুলো ভারতের দেওবন্দের অনুসারী। আফগানিস্তানের তালেবানরাও দেওবন্দি হিসেবে নন্দিত বা সমালোচিত। জামায়াত জোটের এক শীর্ষ নেতার নির্বাচনের আগে আফগানিস্তান সফরকে ভিন্ন মতাবলম্বীরা নানা রঙে রাঙাবার চেষ্টা করেন। তাঁরা প্রচারণা চালান, জামায়াত জোট ক্ষমতায় এলে আফগানিস্তানের মতো বাংলাদেশের নারীরাও অবরুদ্ধ হয়ে পড়বে। সন্তান জন্ম দেওয়া ছাড়া তাদের কোনো অধিকার থাকবে না। ওই প্রচারণার কথা মনে রেখেই ২০২৬-এর ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের পর জামায়াতের পক্ষ থেকে নারী অধিকারের বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। বলা হচ্ছে, তারা নারীর মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। এ ব্যাপারে সবাইকে টেকা দিয়েছেন জামায়াতের সংসদ সদস্য প্রকৌশলী মারদিয়া মমতাজ। দেশে ইসলাম তথা শরিয়াহ আইন প্রতিষ্ঠিত হলে নারীরা ব্যক্তিস্বাধীনতার অংশ হিসেবে চাইলে হাফ প্যান্ট পরেও চলাচল করতে পারবেন-এমন কথা বলেছেন এক অনুষ্ঠানে। তাঁর মন্তব্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আলোড়ন তুলেছে। মারদিয়া মমতাজের ভাষ্য, শরিয়াহ আইন রাতারাতি আসমান থেকে পড়ে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে পরিবর্তন আনার বিষয় নয়। সমাজ পরিবর্তনের একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া রয়েছে। জোর করে কারও ওপর কোনো সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়ার সুযোগ শরিয়াহ আইনে নেই। সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ‘নাসরিন ইসলাম দিনা স্মৃতি বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা’র আয়োজন করে। এ প্রতিযোগিতার সমাপনী অনুষ্ঠানে বিজয়ী রোকেয়া হলের খেলোয়াড়দের হাতে পদক তুলে দেন মারদিয়া মমতাজ। স্পোর্টস শটস পরিহিত নারী খেলোয়াড়দের তিনি সানন্দে পুরস্কৃত করায় বিষয়টি সামাজিক মাধ্যমেও আলোচিত হয়। সাধারণ নেটিজেন ও ধর্মীয় মহলে দেখা দেয় মিশ্র প্রতিক্রিয়া। তাদের একাংশের মতে, শরিয়াহ আইনে পোশাকের নির্দিষ্ট শালীনতার বিধান রয়েছে। যার সঙ্গে সংসদ সদস্যের মন্তব্য পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

নারী অধিকার, হাফ প্যান্ট ও অন্য প্রসঙ্গঅন্যদিকে সমর্থকদের দাবি, বক্তব্যটি পুরো প্রেক্ষাপট থেকে আলাদা করে দেখায় অনেকে বিভ্রান্তিতে ভুগছেন। শরিয়াহ বাস্তবায়নে জোরজবরদস্তির অবকাশ নেই বোঝাতেই এমপি মহোদয়া ওই বক্তব্য রেখেছেন। জামায়াতের সংরক্ষিত আসনের সংসদ সদস্য মারদিয়া মমতাজের বক্তব্য মডারেট মুসলিম দল হিসেবে তাদের ভাবমূর্তি গড়তে অবদান রাখবে বলে বিশ্বাস করা যায়। অনেকের মতে, জামায়াত গোঁড়া ধর্মীয় দল হিসেবে নিজের ভাবমূর্তিতে পরিবর্তন আনার চেষ্টা চালাচ্ছে প্রায় এক যুগ ধরে। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেও তারা নিজস্ব লোকজন তৈরির চেষ্টা চালাচ্ছে। এমনকি ধর্মের ধার ধারে না বা পারলৌকিকতায় বিশ্বাস করে না, এমন অনেকে জামায়াত সমর্থক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন। পশ্চিমা বিশ্ব বিশেষ করে আমেরিকার কাছে জামায়াত এখন এমন একটি দল, যাদের বিশ্বাস করা যায়। তবে জামায়াতের এই মডারেট হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া কওমি মাদ্রাসানির্ভর ধর্মীয় দলগুলোর সঙ্গে সম্পর্কে দূরত্ব সৃষ্টি করে কি না, দেখার বিষয়।

দুই, গত সপ্তাহে ‘টক অব দ্য কান্ট্রি’ বলে বিবেচিত হয়েছে বিএনপির সংরক্ষিত আসনের সংসদ সদস্য ফেরদৌসী আহমেদ মিষ্টির পদত্যাগ। মিরপুরে গরিব ও নিম্নবিত্ত মানুষের স্বাস্থ্যসেবার ভরসাঙ্খল হিসেবে রাড্ডা এমসিএইচ-এফপি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিচিতি সর্বমহলে। মানবসেবামূলক এ প্রতিষ্ঠানটিতে ২৫ সেপ্টেম্বর মধ্যরাতে সন্ত্রাসী হামলা চালায় একদল সন্ত্রাসী। যে ঘটনায় ফেরদৌসী আহমেদ মিষ্টির সংশ্লিষ্টতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে।

মিজ মিষ্টি বিএনপির রাজনীতিতে একটি স্পর্শকাতর নাম। ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি ও সংসদ সদস্য মরহুম নাসির উদ্দীন আহমেদ পিচুর বোন তিনি। তাঁর স্বামী সিদ্দুর রহমান নিউটন ছিলেন ছাত্রদলের সাবেক সহসভাপতি। অবিভক্ত ঢাকা সিটি করপোরেশনের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কমিশনার ছিলেন তিনি। ২০০২ সালে আততায়ীর গুলিতে নিহত হন বিএনপির এই শক্তিমান নেতা। তাঁর মৃত্যুর পর মিজ মিষ্টি ওই ওয়ার্ডের কমিশনার নির্বাচিত হন। রাড্ডার স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সঙ্গে বিরোধ ছিল স্থানীয় এক বাজার কমিটির। যে কমিটির সাবেক সভাপতি মিজ মিষ্টি। ২০২৪-এর ৫ আগস্টের পর থেকে তিনি শুধু বাজার কমিটি নয়, মিরপুরের অন্যতম প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেত্রী হিসেবে আবির্ভূত হন। রাড্ডা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সন্ত্রাসী হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাঁকে নিয়ে বিতর্ক ওঠায় বিব্রতবোধ করেন বিএনপির নীতিনির্ধারকরা।

এরই প্রতিক্রিয়ায় প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশে সংসদ সদস্য পদ থেকে পদত্যাগে বাধ্য হন ফেরদৌসী আহমেদ মিষ্টি। আজকের যুগে আইনশৃঙ্খলা যেকোনো সরকারের জনপ্রিয়তার অন্যতম সূচক হিসেবে বিবেচিত হয়। মানুষ রাতে নিরাপদে ঘুমানোর স্বাধীনতা চায়। গভীর রাতে সন্ত্রাসীরা তা-ই দেখিয়ে একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র গুঁড়িয়ে দেবে আর সরকার নীরব থাকবে, তা হতে পারে না। দেশবাসীর কাছে অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের চেয়ে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার গুরুত্ব কোনো অংশে কম নয়। মানুষের এই প্রত্যাশাকে সমীহ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী প্রকারান্তরে জানিয়ে দিলেন কেউই আইনের উল্লেখ নয়।

তিন, মেজর (অব.) আখতারুজ্জামান রঞ্জন বিএনপির দুবারের নির্বাচিত সংসদ সদস্য। একান্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর মুক্তিযোদ্ধা। বর্তমানে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী শক্তি হিসেবে সমালোচিত জামায়াতে ইসলামীর একজন সদস্য। মেজর আখতার নামটির সঙ্গে পরিচিতি লাভের সুযোগ ঘটে ১৯৯১ সালের নির্বাচনে কিশোরগঞ্জের কটিয়াদী আসন থেকে তাঁর জয়ী হওয়ার পর। সংসদে তিনি সবর ছিলেন প্রথম থেকেই। ১৯৯৬ সালের ১২ জুনের নির্বাচনেও জয়ী হওয়ার কৃতিত্ব দেখান মেজর

(অব.) আখতার। তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সুযোগ ঘটে বাংলাদেশ প্রতিদিনের সম্পাদকীয় পাঠায় কলাম লেখাকে কেন্দ্র করে। মেজর (অব.) আখতারুজ্জামান রাজনীতির প্রথাগত শৃঙ্খলার সঙ্গে কখনো একাত্ম হতে পারেননি। সব সময় নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রেখেছেন যেকোনোভাবে। কখনো কখনো পরস্পর বিরোধিতা তাঁর রাজনীতির অনুষঙ্গ বলে বিবেচিত হয়েছে। আখতারুজ্জামান রঞ্জনের আগে ওই আসনের সংসদ সদস্য ছিলেন তাঁর ছোট ভাই আনিসুজ্জামান খোকন। সে সময় কটিয়াদী ময়মনসিংহ-১৯ আসন বলে বিবেচিত হতো। কিশোরগঞ্জের বিএনপির রাজনীতিতে মেজর (অব.) আখতার দাপুটে নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন জেলা কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর। একের পর এক বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন স্বভাবগুণে। দলীয় শৃঙ্খলার ধার ধারেন না কখনো।

১৯৯৬ সালে সংসদে ওয়াকআউটের সিদ্ধান্ত নেয় বিএনপি। কিন্তু তিনি দলীয় সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করেন। টক শোতে বিএনপিকে নিয়ে কটুক্তির দুঃসাহসও দেখিয়েছেন তিনি। মামলা ও ব্যাংকধ্বংসের তথ্য গোপন করে শেখ হাসিনার দেওয়া বিতর্কিত সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের চেষ্টাও করেন আখতারুজ্জামান। কিন্তু তাঁর মনোনয়নপত্র বাতিল হয়। দলীয় শৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির আন্দোলন নিয়ে সমালোচনার কারণে দলের নীতিনির্ধারকদের অসন্তুষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ান তিনি। বিএনপির নেতা হওয়া সত্ত্বেও শেখ হাসিনার হাত ধরে বাংলাদেশের এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যাশা ব্যক্ত করার রেকর্ডও রেখেছেন তিনি। বেফাঁস বক্তব্য দেওয়ার জন্য ভিন্ন এক পরিচিতি গড়ে তোলেন কিশোরগঞ্জের এই রাজনীতিক। ২০২২ সালের ২৯ অক্টোবর কিশোরগঞ্জের কটিয়াদীতে ওয়াজ মাহফিলে মুসল্লিদের রোযানলে পড়েন ধর্মীয় বিষয়ে বিতর্কিত বক্তব্য রেখে। এ ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। ২০১৮ সালে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন নির্বাচনে মেয়র পদে বিএনপির মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন মেজর (অব.) আখতার। অথচ

দীর্ঘদিন তিনি ছিলেন বিএনপির রাজনীতির বাইরে। হঠাৎ তাঁর মনোনয়নপত্র সংগ্রহ নিয়ে রাজনৈতিক মহলে আলোচনার জন্ম দেয়। শেখ হাসিনার বিতর্কিত নির্বাচনগুলোতে অংশ নেওয়াকে তিনি কর্তব্য বলে বেছে নেন। বিশাল ব্যবধানে হেরে জামানত বাজেয়াপ্ত হলেও নির্বাচনে তিনি বিশেষ আকর্ষণ বলে বিবেচিত হতেন। বিতর্কিত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ‘ঘুমিয়ে থাকলেও জিতবেন’ তত্ত্ব জাহির করেন সাবেক এই সংসদ সদস্য। উল্টাপাল্টা বক্তব্য দিয়ে আলোচনায় এসেও শেষ পর্যন্ত বিশাল ব্যবধানে হেরে যান। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কিশোরগঞ্জ-২ আসন থেকে তাঁর ছেলে ও ভাইকে দাঁড় করিয়ে দেন। বলা হয়, এটি ছিল যেভাবেই হোক আলোচনায় আসার কৌশল। টেলিভিশন টক শোতে সহ-আলোচকদের সঙ্গে একাধিকবার মারমুখী আচরণের রেকর্ডও রয়েছে তাঁর। যা ভাইরাল হয়েছে সামাজিক মাধ্যমে। মুক্তিযোদ্ধা এবং হাল আমলের জামায়াত নেতা মেজর (অব.) আখতারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে লাগেজ ও ট্রলি সংকট কেন্দ্র করে নিরাপত্তা কর্মকর্তাকে শারীরিকভাবে লাঞ্চিত করার অভিযোগে। এজন্য তাঁকে রিমাডে নেওয়া হয়েছে। সামাজিক মাধ্যমে পক্ষে-বিপক্ষে বাগ্যুদ্ধেও লিপ্ত হয়েছেন অনেকে। বিমানবন্দরের অব্যবস্থাপনা নিয়ে প্রবাসীদের ক্ষোভ একটি ওপেনসিঙ্গে। অভিযোগ উঠেছে মেজর (অব.) আখতারের গ্রেপ্তারকে কেন্দ্র করে সে ক্ষোভ উসকে দেওয়ার চেষ্টা চলছে জামায়াতের পক্ষ থেকে। এটি সরকার কীভাবে মোকাবিলা করবে, তা এখন দেখার বিষয়।

লেখক : সিনিয়র সহকারী সম্পাদক, বাংলাদেশ প্রতিদিন

দেশের জ্বালানি খাত শক্তিশালী করতে হবে

দেশের জ্বালানি খাত যদি শক্তিশালী করা না যায়, তাহলে আমাদের অর্থনীতি থমকে যাবে। জ্বালানি খাত বলতে আমরা বিদ্যুৎ, গ্যাস, তেল বা পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্টকেই বুঝে থাকি। এই তেল, গ্যাস, বিদ্যুৎ নিয়ে আমাদের জ্বালানি খাত তেমন কোনো সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারছে না। বলতে গেলে কোনোটিই পর্যাপ্ত সার্ভিস দিতে পারছে না। ফলে জ্বালানি ঘাটতির কারণে আমাদের কলকারখানাগুলোয় উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। রপ্তানি বাণিজ্য আলোর মুখ দেখছে না। সুতরাং জ্বালানি খাত নিয়ে আমাদের বিশেষভাবে ভাবা উচিত। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র চালু হবে-হবে করেও হচ্ছে না। কেন হচ্ছে না, এটা অজানাই রয়ে গেছে। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র চালু করতে কেন দেরি হচ্ছে, বিষয়টি জনসমক্ষে আনা উচিত। কারণ, এ নিয়ে জনগণের মাঝে একটা বিভ্রান্তি তৈরি হচ্ছে।

আসলে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নিয়ে বাংলাদেশের স্বপ্ন দীর্ঘদিনের। এটা নিয়ে মানুষের মনে অনেক আগ্রহ-উদ্দীপনা রয়েছে। সরকার ইন্টিগ্রেটেড এনার্জি অ্যান্ড পাওয়ার মাস্টার প্ল্যান অনুসারে একটি মিশ্র জ্বালানি নীতি গ্রহণ করেছে, যা ধীরে ধীরে জীবাশ্ম জ্বালানিনির্ভরতা থেকে নবায়নযোগ্য শক্তি ও পারমাণবিক শক্তিসহ পরিচ্ছন্ন ও টেকসই উৎসের দিকে স্থানান্তরিত হচ্ছে। এ স্বপ্নের পথে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র (রূপপুর এনপিপি) একটি যুগান্তকারী প্রকল্প হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। এটি ১৯৬১ সালে প্রথম প্রস্তাবিত এবং দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন থেকে বাস্তবে রূপ লাভ করতে যাচ্ছে। ২ হাজার ৪০০ মেগাওয়াট নির্ভরযোগ্য ও কার্বনমুক্ত বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য নির্মিতব্য রূপপুর এনপিপি বাংলাদেশকে বিশ্বের পারমাণবিক শক্তিদ্র দেশগুলোর কাতারে শামিল করছে।

কিন্তু এটা চালু করতে আমাদের অনেক বেশি সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে। এ সময়ক্ষেপণের মাশুলও আমাদের গুনতে হয়েছে কয়েকগুণ। এটা সময়মতো চালু করা গেলে বিদ্যুৎ উৎপাদনে একটা গতি আসত, অর্থনৈতিকভাবে দেশ এগিয়ে যেত। কিন্তু যতই কালক্ষেপণ হচ্ছে, ততই এর খরচ বাড়ছে। কেননা এ প্রকল্পের বিপরীতে এর দায় দেনাগুলো তো বাংলাদেশকেই সুদে-আসলে পরিশোধ করতে হবে। সুতরাং যত দ্রুত সম্ভব রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রকে উৎপাদনে দাঁড় করাতে হবে।

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামূল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন



Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী



Timothy Bompert, Esq.
Attorney at Law



- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
- কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

এপয়েন্টমেন্টের জন্য কল করুন

৯১৭-২৮২-৯২৫৬

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

IMMIGRATION

- স্টুডেন্ট ভিসা
- ইন্ভেস্টমেন্ট ভিসা
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- ডিপার্টেশন কেইসেস
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি ন্যূনতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompert

37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompert is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২



ওরা দরজায় অটোতে চড়ে, হাঁটেও না ড. মো. ফখরুল ইসলাম

একসময় গ্রামের মানুষের জীবন ছিল হাঁটানির্ভর। বাড়ি থেকে বাজার, বাজার থেকে হাট, ক্ষেত থেকে বাড়ি, স্কুল থেকে বাড়ি পর্যন্ত প্রয়োজনে কয়েক কিলোমিটার পথও মানুষ হেঁটে যেত। হাঁটা ছিল তাদের জীবনের স্বাভাবিক অংশ, আলাদা কোনো ব্যায়াম নয়। কৃষিকাজ, গৃহস্থালি কাজ, নদী-খাল পেরোনো, মাঠে যাওয়া, আত্মীয়ের বাড়িতে যাওয়া- সবকিছুতেই ছিল শারীরিক পরিশ্রম। ফলে গ্রামের মানুষের জীবনযাত্রায় স্বাভাবিকভাবেই এক ধরনের শারীরিক সক্রিয়তা ছিল। কিন্তু সেই গ্রাম এখন আর আগের গ্রাম নেই।

সেই গ্রাম এখন দ্রুত বদলে গেছে। পাকা রাস্তা হয়েছে, বিদ্যুৎ পৌঁছেছে, মোবাইল এসেছে, বাজার কাছে এসেছে, আর প্রতিটি রাস্তার মোড়ে দেখা যাচ্ছে অটোরিকশা, ইজি বাইক ও ব্যাটারিচালিত যান। একসময় যে দূরত্ব মানুষ হেঁটে অতিক্রম করত, এখন সেটুকুও অটোতে যাওয়া যেন সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে স্বাভাবিক অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। ফলে গ্রামের মানুষের জীবন থেকে হাঁটা কমছে, বাড়ছে বসে থাকা।

আর এর সঙ্গে নীরবে বাড়ছে নানা ধরনের অসুস্থতা।

অটোতে চড়া নিঃসন্দেহে সময় ও শ্রম বাঁচায়। অসুস্থ ব্যক্তি, বয়স্ক মানুষ, গর্ভবতী নারী, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, ভারী মাল বহনকারী কৃষক কিংবা দূরপথের যাত্রীর জন্য অটোর প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার উপায় নেই। বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য এটি নিঃসন্দেহে আশীর্বাদ। অটোরিকশা গ্রামীণ যোগাযোগব্যবস্থায় বিপ্লব ঘটিয়েছে।

আজ অনেক সুস্থ-সবল মানুষ এমন দূরত্বও অটোতে অতিক্রম করেন, যা স্বাভাবিকভাবে হেঁটে যাওয়া সম্ভব। একসময় যে পথ মানুষ দিনে কয়েকবার হেঁটে যেতেন, এখন সেটুকু পথ অটো ছাড়া কল্পনা করাও অনেকের কাছে কঠিন। ফলে শুধু অটোর সংখ্যা বাড়ছে না, মানুষের পায়ের ব্যবহারও কমছে। আর পা যখন কম চলে, শরীরও ধীরে ধীরে তার মূল্য দিতে শুরু করে।

ওরা দরজায় অটোতে চড়ে, হাঁটেও না অটো অবশ্যই গ্রামীণ যোগাযোগব্যবস্থায় বড় পরিবর্তন এনেছে। কৃষক দ্রুত বাজারে যেতে পারেন, অসুস্থ মানুষ হাসপাতালে পৌঁছাতে পারেন, শিক্ষার্থী স্কুল-কলেজে যাতায়াত করতে পারে, নারীদের চলাচল সহজ হয়েছে। তবে একজন মানুষ যদি এক কিলোমিটার পথ হাঁটেতে পারেন, অথচ প্রতিদিন সেই পথ অটোতে যাতায়াত করেন, তাহলে তিনি শুধু ভাড়া দিচ্ছেন না; নিজের শরীরকেও নিষ্ক্রিয় করে তুলছেন। হাঁটা মানুষের শরীরের অন্যতম সহজ ও স্বাভাবিক শারীরিক কার্যক্রম। নিয়মিত হাঁটা ওজন নিয়ন্ত্রণ, হৃদস্বাস্থ্য, পেশি ও হাড়ের শক্তি, মানসিক সুস্থতা এবং দৈনন্দিন কর্মক্ষমতা বজায় রাখতে সহায়তা করে। বিপরীতে দীর্ঘ সময় বসে থাকা এবং শারীরিক কর্মকাণ্ড কমে যাওয়া স্থূলতা, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ও হৃদরোগসহ নানা অসংক্রামক রোগের ঝুঁকি বাড়তে পারে।

গ্রামে একসময় মানুষ ব্যায়াম করত না। কারণ তাদের জীবনটাই ছিল ব্যায়াম। এখন পরিস্থিতি উল্টো। অনেকেই কৃষিকাজে যন্ত্র ব্যবহার করেন, বাজারে যান অটোতে, স্কুলে যান অটোতে, অফিসে যান অটোতে, এমনকি পাশের বাড়িতেও যান অটোতে। ঘরে ফিরে দীর্ঘ সময় মোবাইল ফোনের পর্দায় চোখ রাখেন। ফলে শারীরিক পরিশ্রমের জায়গা দখল করছে প্রযুক্তিনির্ভর অলসতা। আধুনিকতা আমাদের জীবন সহজ করেছে, কিন্তু সেই সহজ জীবন কখনো কখনো শরীরের জন্য কঠিন হয়ে উঠছে।

এখানে অবশ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখা দরকার, অটোতে চড়া নিজে কোনো রোগের কারণ নয়। অটো একটি পরিবহনব্যবস্থা। সমস্যা হচ্ছে প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত নির্ভরতা। একজন বয়স্ক ব্যক্তি, অসুস্থ মানুষ কিংবা ভারী মাল বহনকারী কৃষকের জন্য অটো অপরিহার্য হতে পারে। কিন্তু সুস্থ-সবল একজন মানুষ যদি কয়েক শ মিটার পথও হাঁটেতে না চান, তাহলে প্রশ্নটা পরিবহনের নয়, জীবনযাপনের।

এই পরিবর্তনের সঙ্গে গ্রামীণ খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তনও যুক্ত হয়েছে। একসময় গ্রামের মানুষের খাদ্যাভ্যাসে ছিল অপেক্ষাকৃত কম প্রক্রিয়াজাত খাবার এবং শারীরিক শ্রম ছিল বেশি। এখন বাজারজাত কোমল পানীয়, অতিরিক্ত চিনি, ফাস্ট ফুড, ভাজাপোড়া ও উচ্চ ক্যালরির খাবারের সহজলভ্যতা বেড়েছে। একদিকে ক্যালরি গ্রহণ বাড়ছে, অন্যদিকে ক্যালরি ব্যয় কমছে। ফলাফল হিসেবে শরীরে অতিরিক্ত ওজন জমেছে। অর্থাৎ সমস্যা শুধু অটো নয়; অটো হচ্ছে পরিবর্তিত জীবনযাপনের একটি দৃশ্যমান প্রতীক।

আরেকটি দিকও বিবেচনা করা দরকার। গ্রামীণ এলাকায় অটোরিকশার বিস্তার বহু মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে। একজন বেকার যুবক অটো চালিয়ে আয় করছেন, একটি পরিবার চলছে। অটো কেনাবেচা, ব্যাটারি, মেরামত, চার্জিং-এসব ঘিরে স্থানীয় অর্থনীতিও গড়ে উঠেছে। সুতরাং অটো বন্ধ করে দেওয়া কোনো বাস্তবসম্মত সমাধান নয়। বরং প্রয়োজন অটোর ব্যবহারকে যৌক্তিক করা এবং গ্রামীণ পরিবহনব্যবস্থাকে পরিকল্পিত করা।

সবচেয়ে বড় প্রশ্ন বিদ্যুতের অপর্যাপ্ত ও ব্যবস্থাপনা নিয়ে। ব্যাটারিচালিত যান পরিবেশের জন্য জ্বালানিচালিত যানবাহনের তুলনায় কিছু ক্ষেত্রে সুবিধাজনক হতে পারে। কিন্তু সেই বিদ্যুৎ যদি-বাঁকী অংশ ২৯ পাতায়

জাতিসংঘের অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ জাইমা রহমান

এনামুল হক বশিরঃ একজন সফল মানুষ দেশ ও জাতির কাছে মূল্যবান হয়ে ওঠেন তার কর্মগুণে। জাতিসংঘের মতো বিশ্বমঞ্চে পা রেখে জাইমা রহমান সে যাত্রাই শুরু করলেন এবার। ১৯৯৫ সালের ২৬ অক্টোবর ঢাকার হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। জাইমা রহমান বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এবং ডা. জুবাইদা রহমানের একমাত্র সন্তান। বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবক্তা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এবং আপসহীন দেশনেত্রী সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নাতনি তিনি। জাইমা রহমান ঢাকা সেনানিবাসের শহীদ মইনুল রোডের ৬ নম্বর বাড়িতে বেড়ে ওঠেন। ২০০৮ সালে তার বাবা তারেক রহমান ওই সময়ের ক্ষমতাসীন সরকারের রোয়ানলে পড়ে শ্রেফতার হন। পরে জামিনে মুক্তি পাওয়ার পর তিনি বাবার সঙ্গে লন্ডনে পাড়ি জমান। জাইমা রহমান যুক্তরাজ্যে যাওয়ার আগে ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে পড়াশোনা করেন। যুক্তরাজ্যে তিনি লন্ডনের কুইন মেরি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলএলবি ডিগ্রি এবং পরে ২০১৯ সালে লন্ডনের ঐতিহ্যবাহী লিংকনস ইন থেকে বার-অ্যাট-ল সনদ লাভ করেন।

জাইমা রহমান ২০০১ সালে বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনে তার দাদি খালেদা জিয়ার সঙ্গে ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার সময় প্রথম গণমাধ্যমে নজরে আসেন। ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে আয়োজিত ৭৩তম ন্যাশনাল প্রেয়ার ব্রেকফাস্ট অনুষ্ঠানে বিএনপি চেয়ারপারসনের প্রতিনিধি হিসাবে অংশ নেন জাইমা রহমান। তিন সদস্যের এ বিএনপি প্রতিনিধি দলে তার সঙ্গে ছিলেন সেই সময়ের দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এবং কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। এ সফরের সময় জাইমা রহমান দক্ষিণ ক্যারোলিনার সাবেক গভর্নর বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির সাবেক নির্বাহী পরিচালক ডেভিড বিসলে, মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের সাবেক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী রবার্ট ডেব্রো এবং যুক্তরাষ্ট্রের উইমেন্স ফেলোশিপ ফাউন্ডেশনের প্রধান রেক্স ওয়াগনারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এটিই ছিল বিএনপির কোনো আনুষ্ঠানিক আন্তর্জাতিক কর্মসূচিতে জাইমা রহমানের প্রথম অংশগ্রহণ।

২০২৫ সালের ২৩ নভেম্বর তিনি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের সভায় প্রথমবারের মতো যোগ দেন। সেখানে দলীয় নেতা মাহবুব উদ্দিন খোকন এবং রুহুল কবির রিজভী, ইউরোপীয় প্রতিনিধিদের একটি দলও উপস্থিত ছিলেন।

২০২৬ সালের জুনে তিনি বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের আইনজীবী তালিকাভুক্তির প্রথম ধাপের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বর্তমানে তিনি জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের (টিঘএঅ) ৮১তম অধিবেশনের সভাপতি ও বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমানের নির্বাহী কার্যালয়ের (ডচএঅ উইবপঁগরব ডভভরপব) অধীনে লিগ্যাল অফিসার হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। সেখানে তিনি মূলত আন্তর্জাতিক ও প্রশাসনিক বিভিন্ন আইনি বিষয়ে দেখভাল করছেন। এ ছাড়া যুক্তরাজ্যে আবাসন, কল্যাণ ও কর্মসংস্থান আইন এবং স্বাস্থ্যসেবা খাতে আইনি পরামর্শক হিসাবে তার কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে।

তিনি বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় ল' ফার্ম সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটসের সঙ্গে সাংবিধানিক করপোরেট এবং বাণিজ্যিক আইনের ওপর কাজ করছেন। এ ছাড়া সুবিধাবঞ্চিত ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ঝরে পড়া শিশুদের শিক্ষা বিস্তারে কর্মরত বাংলাদেশের একটি সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা 'সুরভী'র পরিচালনা পর্যদের সদস্য হিসাবে যুক্ত আছেন। এভাবে একের পর এক সাফল্যের দ্যুতি ছড়াচ্ছেন তিনি। একইসঙ্গে জাতিসংঘের মতো বিশ্বমন্ডের অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ জাইমা রহমান। যার সুফল ভোগ করবে আগামীর বাংলাদেশ।



SYLHET MOTORS Inc.

একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান

Getting Approved is EASY
Bad Credit ?
No Credit ?
No Problem.

YOU WORK
YOU DRIVE

Address: 161-05 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11432

Phone: 718-523-3044, www.sylhetmotors.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২



সাহিত্য

কবিতা ও গানে নজরুলের মৃত্যুচেতনা মাওলা প্রিন্স

কবিতা ও গানে কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুচেতনা নিয়ে কখনো কেউ আলোকপাত করেছেন কিনা, জানি না। আমার স্মৃতিতে নেই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জীবনানন্দ দাশের মৃত্যুচেতনা নিয়ে অনেকেই গবেষণা করেছেন। নজরুলের মৃত্যুচেতনা আলোকপাত না করে কেউ তার মৃত্যুচিন্তা নিয়ে নিবন্ধ রচনায় প্রয়াস চালিয়েছেন। মৃত্যুচেতনা এবং মৃত্যুচিন্তা মানুষের শরীরী মৃত্যুকেন্দ্রিক বটে; কিন্তু, চিন্তা যেখানে স্বপ্নায়ু, তাত্ক্ষণিক ও শৌখিন, চেতনা সেখানে সুদূরপ্রসারী, সম্প্রসারণশীল ও সীমাহীন।

নজরুলসাহিত্যে ‘মৃত্যু’ শব্দের প্রথম নান্দনিক প্রয়োগ দেখি ‘বিদ্রোহী’ কবিতায়। যেখানে সহসা নিজেকে চেনা সর্ববন্ধনমুক্ত কবি দ্রোহ ও আমিহত্বের সর্বগ্ৰাবী অহমিকায় উচ্চারণ করেছেন :

আমি তাই করি ভাই যখন চাহে এ মন যা,
করি শত্রুর সাথে গলাগলি, ধরি মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা,
আমি উন্মাদ আমি ঝন্ঝা!

মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা ধরার দুঃসাহস কল্পনা করা কবি ‘ধূমকেতু’ কবিতায় যখন উচ্চারণ করেন, ‘আমি যুগে যুগে আসি, আসিয়াছি পুন মহাবিপ্লব হেতু/এই শ্রুতির শনি মহাকাল ধূমকেতু!’ তখন তার এই যাওয়া-আসা কবিকল্পনা কোনো মহামানব বা বীরপুরুষের জন্ম-মৃত্যু সংক্রান্ত জীবনচেতনার সঙ্গে জড়িত ও সুগ্রথিত।

‘রণ-ভেরী’ কবিতায় নজরুলের জীবনবোধ ও মৃত্যুচেতনা প্রকাশ পেয়েছে অসাধারণ একটি পঙ্ক্তিতে; তা হলো : ‘তোর জান যায় যাক, পৌরুষ তোর মান যেন নাহি যায়!’ জানের চেয়ে যে মান শ্রেষ্ঠ, তেজহীন বীরত্বহীন ব্যক্তিত্বশূন্য জীবনের চেয়ে যে মৃত্যু শ্রেয় এবং বৃহত্তর জীবনবোধে মৃত্যু যে কবির চেতনায় নিতান্তই সাধারণ ও তুচ্ছ, তা এখানে উপলব্ধি করা যায়। অর্থাৎ, ‘অগ্নি-বীণা’ পর্বে ভয় ও ভাবের উর্ধ্বে উঠে কবি বৃহত্তর জীবনের যে ছবি এঁকেছেন মৃত্যু সেখানে নিতান্তই গৌণ। মুখ্য হলো জীবিত মানুষের মুক্তি ও বৈপ্লবিক জাগরণ। ‘দোলন-চাঁপা’ পর্বে নজরুলের মৃত্যুচেতনা প্রেমের উচ্ছ্বাসে পূর্ণ। এই প্রেম মর্ত্যলোকের নর-নারীর আবেগ, আকাঙ্ক্ষা ও অভিজ্ঞতায় ঝঞ্ঝ। এ গ্রন্থের বিভিন্ন কবিতায় বিরহাক্রান্ত প্রেমিক ও প্রেমিকার কণ্ঠে মৃত্যুভাবনা প্রকাশ পেয়েছে বিভিন্ন ভাবে। ‘অভিশাপ’ কবিতায় উপেক্ষিত প্রেমিকের কণ্ঠে শুনি প্রেম ও মৃত্যু চেতনার সমন্বিত অভিব্যক্তি : যেদিন আমি হারিয়ে যাব, বুঝবে সেদিন বুঝবে! অস্তপারের সন্ধ্যাতারায় আমার খবর পুছবে- বুঝবে সেদিন বুঝবে।

-এই মৃত্যুচেতনায় মিশে আছে রূপকথার বিশ্বাস ও বিজয়ী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা। মানুষ মরে গেলে আকাশের তারা হয় এবং মৃত্যু মানুষকে পুনর্মূল্যায়িত হওয়ার সুযোগ তৈরি করে দেয়, এমন আদম বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে মহৎ প্রেমিকের আত্মপ্রত্যয় এখানে অভিব্যঞ্জিত হয়েছে।

প্রেমিক-কবি নজরুলের মৃত্যুচেতনার মূল অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে ‘পূজারিণী’ কবিতার শেষ স্তবকে : মোরে মনে পড়ে/একদা নিশীথে যদি প্রিয় ঘুমায় কাহারো বুকে অকারণে বুক ব্যথা করে, মনে করো, মরিয়াছে, গিয়াছে আপদ; আর কড় আসিবে না উগ্র সুখে কেহ তব চুমিতে ও-পদ-কোকনদ! মরিয়াছে-অশান্ত অতৃপ্ত চির-স্বার্থপর লোভী,- অমর হইয়া আছে- রবে চিরদিন

তব প্রেমে মৃত্যুঞ্জয়ী/ব্যথা-বিষে নীলকণ্ঠ কবি! এখানে উপেক্ষিত ও অবহেলিত প্রেমিক-কবির মৃত্যুবরণ অভীক্ষার চেয়ে মৃত্যুঞ্জয়ী হওয়ার আত্মপ্রত্যয় উচ্চকিত হয়েছে। এখানে প্রেমের ব্যথা-বিষে নীলকণ্ঠ প্রেমিক-কবি অমর হওয়ার স্বপ্ন দেখেছেন। উপেক্ষিত হয়ে হারিয়ে যাওয়ার বদলে কিংবা প্রত্যাখ্যাত হয়ে নিঃশেষ হওয়ার বিপরীতে কবি যে মৃত্যুচেতনার প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করলেন, তা বস্তুত জীবনেরই জয়গানকে নির্দেশ করে। যে প্রেমিক মরেও অমর হওয়ার স্বপ্ন দেখেন, যে প্রেমিকা আত্মপ্রত্যয়ী ও প্রেমের গর্বে গরবিনী, তার বা তাদের চির-বিচ্ছেদ হতে পারে; কিন্তু, তার বা তাদের কি চির-মৃত্যু সম্ভব? বিষয়টি পুরোপুরি উপলব্ধি করা যায় নজরুলের ‘চক্রবাক’ কাব্যগ্রন্থের ‘ওগো ও চক্রবাকী’ শীর্ষক প্রথম কবিতায়। যেখানে প্রেয়সী চক্রবাকীকে খুঁজে খুঁজে অন্ধ হওয়া প্রেমিক চক্রবাক-রূপী কবি প্রকাশ করেছেন তার মৃত্যুর পাশাপাশি মৃত্যুঞ্জয়ী হওয়ার রহস্য :

যখন প্রভাতে থাকিব না আমি এই সে নদীর ধারে,
ক্লান্ত পাখায় উড়ে যাব দূর বিস্মরগীর পারে,
খুঁজিতে আমায় এই কিনারায় আসিবে তখন তুমি-
খুঁজিবে সাগর-মরু-প্রান্তর গিরিদরী বনভূমি।
তাহারি আশায় রেখে যাই প্রিয়, বরা পালকের স্মৃতি-
এই বালুচরে ব্যথিতের স্বরে আমার বিরহ-গীতি!
এখানে ব্যথা-বিরহাক্রান্ত প্রেমিক সৃষ্টিশীলতায় ব্যাকুল। না পাওয়া কিংবা পেয়েও হারিয়ে ফেলা প্রেমিকার জন্য কবি বিরহ-গীতি রচনা করছেন। মৃত্যুর পূর্বে সাগর, মরু, বনভূমি, বালুচর তথা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ভালোবাসার স্মৃতিস্বরূপ বরা পালকের মতো রেখে যাচ্ছেন তার সৃষ্টিকর্ম; যা তাকে অমর করবে বিশ্বলোকে। কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুচেতনা উপলব্ধির জন্য তার ‘বিশ্বের বাঁশী’ কাব্যগ্রন্থের ‘ফাতেহা-ই-দোয়াজ-দহম’ এবং ‘চিন্তানামা’ কাব্যগ্রন্থের ‘অকাল-সন্ধ্যা’ কবিতা দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেখানে ফুটে ওঠেছে আরাধ্য মৃত্যুর রূপকল্প। যে মৃত্যু অন্যদের মুহূর্তমান ও আলোড়িত করে, যে মৃত্যুতে গণমানুষ আতঁনাদ ও আহাজারি করে, যে মৃত্যুকে মানুষ বহু-বহুকাল ধরে মনে রাখে, নজরুল সেই মৃত্যুকেই সম্মুখে এনেছেন বারংবার। বিশ্বমানবতার মুক্তিদূত হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মৃত্যুশোক সমগ্র পৃথিবী কাতর ও অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়ার চিত্রকল্প অঙ্কিত হয়েছে ‘ফাতেহা-ই-দোয়াজ-দহম’ কবিতায়।আজ অমরার আলো আরো ঝলমল, সেখা ফোটো আরো হাসি, শুধু মাটির মায়ের দীপ নিভে গেল, নেমে এল অমা-রাশি!

মেঘ দিনে সুফিয়ান আহমদ চৌধুরী

গ্রামে ওই গাছ ডালে
পাখি বাসা বাঁধে,
কুঁড়েঘরে চাষি বউ
রাত জেগে রাঁধে।
মেঘ ঝরে ঝর ঝর
চাষি কাঁপে জ্বরে,
টুপ টাপ মেঘ পড়ে
ওই চাষি ঘরে।
ঝরে পাতা ভিজে পাতা
মেঘ কন্যা হাসে,
জলে জলে সারা গ্রাম
থই থই ভাসে।
পাখি ঠোঁটে ধান শিস
রাঙা পাখি বাসা,
পাখি ছানা ডাকে কী যে
ছানা কত খাসা।
নিঝরুম গ্রামখানা
মেঘ দিনে রয়,
গর্জে বাজ আকাশেতে
বাড়ে বুকে ভয়।

অনন্ত প্রেমের ভেলা আসাদুজ্জামান খান মুকুল

নয়ন সাগরে ভেসে যায় তব রূপের তরণীখানি,
কুসুমিত বনে হরষিত মনে সুবাসের সুধা আনি।
হাসিতে ছড়ায় জোছনার রাশি নিশীথ রাতের গায়,
কপালে অলকে রূপের বলকে মাধুরী ছড়িয়ে যায়।

সুষমামণ্ডিত সুরভিত যেন অচিন রাজের রানী,
সুরভির টানে উচ্ছলিত গানে জেগেছে প্রেমের বাণী।
মোহমরী টানে আমার পরানে আবেগের ওঠে চল,
প্রিয়তমা পেয়ে পুলকিত হয়ে ঘুচিল ব্যাথার ছল।

তুমিই আমার অতুল রতন জীবন মরণ খেলা,
মায়ার বাঁধনে পরম সাধনে ভেসেছে সুখের ভেলা।
তোমাকে ঘিরেই স্বপন বুনেছি জীবনের বালুচরে,
থাকিতে দুজনে প্রেম আলিঙ্গনে জনম জনম ভরে।

রক্তাক্ত এজলাস তুহীন বিশ্বাস

শব্দগুলো আজকাল বর্ণমালা এড়িয়ে চলে
স্বাধীনতার সুফল বলতে এমনটা দাবি করে,
নকল কিংবা চুরিতে অভ্যস্ত সংস্কৃতির ধারা
দেশ গড়ার কারিগর তাই বিস্মৃতিতে সর্বহারা।

মলাটবন্দী আইনের ধারায় মরিচা পড়ে আছে
ধর্মিতার যাবজ্জীবন, ধর্মকের বেকসুর খালাস,
নরপিশাচের নখের আঁচড়ে রক্তমাখা এজলাস
বিচারপতির বিচার করার সময় এসেছে এবার।

নিয়তির দোষ খুঁজতে থাকে যতসব আলস্য দল
নাজুক কর্মপন্থায় নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে যায় বকলম,
ক্ষমতা আর সমঝোতায় গছে সমাজপতির স্থান
দিন শেষে ভাগাড়ে নিষ্কিণ্ড হয় গুণীজনের মান।

আমি আমাকে খুঁজি বারংবার মানবতার পৃষ্ঠায়
অথচ নিজেকে আবিষ্কার করি পরিত্যক্ত নন্দমায়,
নীতি ও আদর্শের কলাম বিক্রি হয়ে গেছে নিলামে
পরবর্তী প্রজন্মের জন্য রেখে গেলাম শুধু হতাশা।

তুমিহীনা পূর্ণিমা" রফিকুল ইসলাম

হারা হারা লাগে আজ তারা ভরা রাতে,
তারা বলে গেছে তারা আর ফিরবে না প্রাতে।
তোমার মুখের মতো স্নান মুখে চাঁদটাও জাগে,
জোনাকি আলো মাগে তোমার আঙ্গুলের ফাঁকে।
মুভো তোমার দাঁতের আভায় শুভ্র হতে শেখে,
ভ্রমর শেখে কালো হতে তোমার কাজল মেখে।
মধুর তোমার অলস চলনে ছন্দ খুঁজে পায়।
পাহাড় তোমার নীরব অভিমানে উচ্চতা হারায়।
বাঁশি তোমার কণ্ঠ শুনে সুর খুঁজে পায় শত,
যমুনা তোমার চোখে ডুবে মাগে গভীরতা কত।
বসন্ত তোমার হাসি দেখে শেখে ফোঁটাতে ফুল,
উষা তোমার ঠোঁটের রঙের হিসাব করে ভুল।
ঝড়ের হাওয়া থমকে দাঁড়ায় তোমার এলোচলে
কোকিল তোমার কণ্ঠ শুনে সুর গিয়েছে ভুলে।
তুমিহীনা পূর্ণিমাতেও আমার অমাবস্যার ঘোর,
তোমার ছাড়া কাঁটে না আর অচেনা এই ভোর।
হৃদয় আমার তপ্ত মরু, বুকে জ্বলে সাহারার দহন,
ফাগুন ওড়াই মেঘের কেতন দুচোখে অশ্রু প্রাবন।

মধু পূর্ণিমা স্বর্ণা তালুকদার

আকাশে ভরা চাঁদ পূর্ণিমা মধু
আকাশ ভরা জোছনা,শুধু
। মধু পূর্ণিমা দিন স্মরণে
বানর,হস্তি মধুদানের স্মৃতি



করি বুদ্ধ পূজা স্ত্রুতি
মধুদানে খুশি হয়ে বানরের মৃত্যু,
হলো দেবলোক প্রাপ্তি
দানেতে পাপ খন্ডে গননা না যায়
দেব মানুষ্য সম্পত্তি সুসমৃদ্ধ হয়
দিব্য আয়ু বর্ণ সুখে যাপন
দানের অসীম ফল নিরীক্ষন
দয়া মায়া থাকলে বিশ্বময়
লোভ দ্বেষ মোহ না থাকিলে শান্তিময়
মধু পূর্ণিমা দিনে বুদ্ধকে প্রণাম
আনন্দময় সুজ্জায় বিহার প্রাঙ্গন
স্মর যত নর গণে সব জাগো
ভালো মনে ধ্যানে কাজে লাগো
সকল দুনিয়া অনিত্য সংসার
সময় বেশি নেই আর

এই পথে বন্ধু গেছে মজনু মিয়া

সবারই একদিন যেতে হবে এই পথে
সব বিষয়ে ভিন্নতা-ভিন্নতা নেই এই মতে।
ধনী গরীব সুখী দুখী ভদ্র অভদ্র সবার
নিয়তির নিষ্ঠুর সত্য করতই হবে কভার।
ইঠাৎ চলে গেল, খুব ভালো মানুষ ছিল
এমন বলার কারণ নেই ডাক দিয়ে নিল।
আফসোস রয়ে গেল,দুঃখ ভর করল বুকে
নানান কথা জল্পনা কল্পনা রটে মুখে মুখে।
বন্ধুর পথে বন্ধুর মতে দিতেই হবে মতামত
বিধির বিধান মেনেই ওই পথে জীবন বদ।

জ্ঞান-ভাস্কর বিপুল চন্দ্র রায়

শিক্ষাগুরু তুমি জ্ঞান-ভাস্কর, আলোর দিশারি!
মোরা যে তোমারি তরে জ্ঞান লাভের পূজারি।
প্রজ্ঞার দীপশিখা, জ্ঞানের প্রতিমূর্তি, হে পুণ্য পরশ!
মোদের মস্তিষ্কে জাগাও তুমি বিদ্যা-বুদ্ধি হরষ।

মোদের অজ্ঞানতা দূর করে গড়ো মণি মুক্তা রতন।
তোমারই পরশে ঘটে শিক্ষা জীবনের দিব্য
উদ্বোধন।
শিক্ষাগুরুর দীক্ষায় হই মোরা কর্মবীর ও আদর্শবান,
ধন্য হোক শিক্ষাগুরু! জানাই শ্রদ্ধা-ভক্তি, সম্মান।

বেহাল সমাজ! রকিবুল ইসলাম

চারিদিকে আজ বেঁধেছে গোল উঠেছে কলরব।
ভালো নেই আজ মানবকুল সাধুরা নীরব।
কেউ আছে ভাই মহাসুখে অট্টালিকার পরে!
কারো আবার হয়গো ঠাই রেললাইনের ধারে।
অনাহারী ভূখা মানবের দুখের হয়না শেষ,
অজানার দেরে উঁচুতলা'র করে আরাম আয়েশ।
তাকায় ওরা নিচে থুথু ফেলার ক্ষণে,
লাগলে কারো গায়ে এসে যায় কিসে!
চুরি,ডাকাতি বেড়েছে ভাই ব্যবসা বন্ধ,
চাঁদাবাজরা বেড়ায় ঘুরে আইন আজ অন্ধ।
চাকুরীজীবী আজ খায় ঘুষ করে দুর্নীতি,
তারই জেরে ন্যায়ের পথের হয়েছে ইতি।
সরষেতে ভূত সমাজ সংসারের গুণীজনে কয়!
সমাজ গেল রসাতলে সুশীল তোলে হায়।
কোথায় গেলে সমাজপতির! সমাজের ধর হাল,
দেখবে কবে সমাজটা ভাই গেছে রসাতল।
সভ্য সুশীল সাধুর বেশে কর অভিনয়!
অতি সন্ধ্যাসীর গাজনেতে সমাজ হবে লয়।

গণতন্ত্রের অপমৃত্যু মোঃ সৈয়দুল ইসলাম

বাংলাদেশ স্বাধীন, আমি স্বাধীন
কথাটা বলতে আজ ভীষণ কষ্ট হয়!
রক্ত দিয়ে কী পেয়েছি?
পতাকা, মানচিত্র আর একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র।
সত্যিই কি পেয়েছি? নামমাত্র পাওয়া
লাভ কি পেয়ে তাতে, গণতন্ত্র কুক্ষিগত কয়েকজনের
হাতে।
ছিনতাই, ধর্ষণে ভরে গেছে দেশ
দুর্নীতির নাই শেষ
সভ্য বললে মুখ চেপে ধরে, হায়-রে বাংলাদেশ!
অধিকার নিয়ে বলতে পারবো না কথা,
হ্যান্ডকাপ পরিয়ে ধরে নিয়ে যাবে যথাতথ্য।
মিথ্যে গণতন্ত্রের বুলি, দেশপ্রেম নেই
মুখে শুধু মধু আর অন্তরে অস্তরে বিষ।
শহীদদের রক্ত আজ বৃথা, স্বাধীন রাষ্ট্র ক্ষত-বিক্ষত
দিকে দিকে গণতন্ত্রের অপমৃত্যু।

শিশুর পৃথিবী আনজানা ডালিয়া

পৃথিবীর আলো দেখবে নতুন শিশু
নাম রাখবো মায়া ভরে হেমন্ত টুসু।
ছোট ছোট হাতগুলো ধরে পথ চলবে
চলতে চলতে পৃথিবীর জটিলতা শিখবে।
ইচ্ছে করে তাদের জন্য নতুন পৃথিবী গড়তে
যেখানে থাকতো ভালোবাসা পরতে পরতে।
শিশুরা শিশুর মত বড় হোক এটাই চাই
দেখতে চাই সাইবার আসক্ত কোন শিশু নাই।

অমৃত সুধা পান শাহজালাল সুজন

আমি দেখতে চেয়েছি তোমারই প্রচ্ছন্ন রূপ
যে রূপের রহস্য উন্মোচন দুরুহ,
অতরল সমুদ্রের দৃষ্টির সীমানায় ইমারত
রেটিনা অসার অদৃশ্যের রেখা।

বিবশ রজনী ঘিরে আছে অনির্বচনীয় মায়ায়
আমি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র হারিয়ে হারোনোখথ
অধরায় রূপের বলকে ক্ষত চাতক পাখি
প্রেম মোহের পূজারী দৃষ্টিহীন চোখে এ দেখায়
হবে কি অতৃপ্ত হৃদয়ে অমৃত সুধা পান!

হৃদয় মাঝে দুলে লুৎফুর রহমান চৌধুরী

তাকাবার প্রয়োজন নেই
তুমি পিছন ফিরে
বাবার মায়ের সকল স্বপ্ন
তোমাকে যে ঘিরে।

হজম করে চলে যাচ্ছেন
সকল দুঃখ কষ্ট
বাবা মায়ের চাওয়া পাওয়া
হতে দিওনা নষ্ট।

সাঁঝের আকাশ জুড়ে আছে
হাজার হাজার তারা
সুন্দর হোক তোমার জীবন
শিক্ষার আলো ধারা।

নতুন প্রভাত নতুন আলো
দেখা মায়ের কোলে
বাবার আদর স্নেহ মমতা
হৃদয় মাঝে দুলে।

দৃষ্টি আকর্ষণ!

কবি এবং সাহিত্যিকদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে, যাঁদের
লেখা সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে প্রকাশিত হয়, তাদের কবিতা সহ
অন্যান্য লেখা জন্মভূমির অনলাইনে নিয়মিত আপলোড করা হচ্ছে।
আপনার লেখা দেখতে ভিজিট করুন :
www.ionmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

ধর্ম

মহালয়া: অন্ধকার ফুঁড়ে আলোর ডাক বিপ্লব গোস্বামী

যে ভোরে আশ্বিনের নতুন শিশিরে মাটির ঘাস ভিজে থাকে, যে ভোরে শিউলি ফুলের গন্ধে বাতাস ভরে যায়, সেই ভোরে বাঙালির ঘরে ঘরে একটা শব্দ বেজে ওঠে। এটা কোনো যন্ত্রের শব্দ নয়, মানুষের শব্দও নয়, এটা যেন সময়ের শব্দ। রেডিও থেকে এক গম্ভীর, দৃষ্ট, দৈববাণীর মতো গলা ভেসে আসে – "আশ্বিনের শারদ প্রাতে বেজে উঠেছে আলোক মঞ্জীর।" শোনা মাত্রই বাঙালি বুঝতে পারে – মা আসছেন। এই বুঝতে পারার নামই মহালয়া।

অনেকে বলে, মহালয়া মানেই দুর্গাপূজা শুরু। এটা ভুল। মহালয়া কোনো উৎসব নয়, এটা একটা সন্ধিক্ষণ। এটা পিতৃপক্ষ আর দেবীপক্ষের মাঝের সময়। ভদ্র পূর্ণিমার পরের দিন থেকে যে কৃষ্ণপক্ষ শুরু হয়, তার নাম পিতৃপক্ষ, আর আশ্বিনের শুক্লা প্রতিপদ থেকে যে শুক্লপক্ষ শুরু হয়, তার নাম দেবীপক্ষ। এই দুই পক্ষের মাঝে যে অমাবস্যা, সেটাই মহালয়া। একদিকে এটা পিতৃপক্ষের শেষ, অন্যদিকে দেবীপক্ষের শুরু।

প্রথম কারণ – দেবীর জন্মের কাহিনী

এর পৌরাণিক কারণটা কী? মার্কণ্ডেয় পুরাণে আছে, ব্রহ্মার বরে অহংকারী হয়ে মহিষাসুর যখন স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল জয় করে দেবতাদের স্বর্গ থেকে

তাড়িয়ে দিল, তখন দেবতারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর মহাদেবের কাছে গেলেন। তখন তাঁদের এবং ইন্দ্র-সহ সব দেবতার শরীর থেকে যে তেজ বের হলো, সেই সব তেজ এক জায়গায় জড়ো হয়ে এক নারীমূর্তি তৈরি হলো। ইনিই হলেন আদ্যাশক্তি মহামায়া। সব দেবতা তাঁকে নিজের নিজের অস্ত্র দিলেন। শিব দিলেন ত্রিশূল, বিষ্ণু দিলেন চক্র, ইন্দ্র দিলেন বজ্র। যে তিথিতে দেবতারা এই মহাদেবীকে অসুর মারার জন্য ডেকেছিলেন, সেটাই মহালয়া। তাই মহালয়া হলো শক্তির বোধন।

দ্বিতীয় কারণ – মেয়ের বাড়ি ফেরার কাহিনী
আরেকটা কারণ আছে, যেটা আরও বেশি মনের কাছে। কৈলাসে থাকেন উমা, বছরে একবার বাপের বাড়ি আসেন। মহালয়ার দিনেই তিনি লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক আর গণেশকে সঙ্গে নিয়ে মর্ত্যের দিকে রওনা দেন। তাই বাঙালির কাছে মহালয়া শুধু শাস্ত্র নয়, এটা ঘরের মেয়েকে ফিরিয়ে আনার আনন্দ।

তৃতীয় কারণ – পিতৃপুরুষদের জন্য তর্পণ
কিন্তু মহালয়া শুধু মাকে ডাকা নয়, এটা বাবা-ঠাকুরদাদের জন্য জল দেওয়ারও দিন। শাস্ত্র বলে, পিতলোক থাকে স্বর্গ আর মর্ত্যের মাঝখানে। তার মালিক হলেন যমরাজ। তিনি পিতৃপক্ষের এই পনেরো দিন পিতৃ পুরুষদের মর্ত্যে এসে ছেলেদের হাতে জল নেওয়ার অনুমতি দেন। এখানে মহাভারতের কর্ণের গল্পটা মনে রাখার মতো। দানবীর কর্ণ মারা গিয়ে স্বর্গে গিয়ে দেখেন, তাঁকে খেতে দেওয়া হচ্ছে শুধু সোনা আর রূপো।

তিনি ইন্দ্রকে জিজ্ঞেস করলেন, "আমার ভাত কোথায়?" ইন্দ্র বললেন, "তুমি সারাজীবন শুধু সোনাই দান করেছ, কখনও পিতৃপুরুষদের জন্য অন্ন-জল দান করেনি। তাই স্বর্গেও তুমি সোনাই খাবে।" কর্ণ বললেন, "আমি তো জন্ম থেকেই জানতাম না আমার বাবা কে।" তখন ইন্দ্র তাঁকে পনেরো দিনের জন্য আবার মর্ত্যে ফিরে গিয়ে পিতৃপুরুষদের জন্য অন্ন-জল দেওয়ার সুযোগ দিলেন। সেই পনেরো দিনই হলো পিতৃপক্ষ। সেই থেকে আজও হিন্দুরা গঙ্গার ঘাটে দাঁড়িয়ে কালো তিল আর গঙ্গাজল দিয়ে তর্পণ করে আর বলে –

"আব্রহ্মসন্তস পর্যন্তং জগৎ তৃপাতু।"

ডাঃ ইফতেখার চৌধুরী নিয়মিত রোগী দেখছেন, যৌন সমস্যা, ডায়বেটিকস ও উচ্চ রক্তচাপ সহ জটিল, কঠিন রোগ সমূহের পরামর্শ নিতে আজই চলে আসুন

Since 1989

Nutra Herbal
USA
Promoting Health Through Herbs & Nutrition

ARE YOU SICK & TIRED OF ALOPATHIC MEDICINE SIDE EFFECTS?
TRY HOMEOPATHIC MEDICINE WHICH WORKS BETTER & HAS NO SIDE EFFECTS.

NHHHC
NUTRA HERBAL HOMEOPATHIC CENTER

LOCATIONS:
72-15 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
718-396-3600

112-04 101st Avenue
Richmond Hills, NY 11419
718-480-1102

Promoting Health Through Herbs & Nutrition

FREE CONSULTATION IN-PERSON OR BY PHONE

WWW.HOMEOPATHICHOUSEA.NET

মানে, ব্রহ্মা থেকে ঘাস পর্যন্ত পুরো জগৎ তৃপ্ত হোক। কী উদার, কী বড় এই প্রার্থনা!

চতুর্থ কারণ – বাঙালির মহালয়া
সেদিন থেকে বাণীকুমারের লেখায়, পঞ্চজ কুমার মল্লিকের সুরে আর বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের অমর গলায় 'মহিষাসুরমর্দিনী' নামে গীতি-আলেখ্য রেডিওতে প্রচার হলো। সেই থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় একশো বছর ধরে, বিজ্ঞানের হাজার যন্ত্র বেরিয়ে গেলেও, ভোর চারটের সময় বীরেন্দ্রকৃষ্ণের গলায় চণ্ডীপাঠ না শুনলে বাঙালির মহালয়া সম্পূর্ণ হয় না। তিনি যখন গম্ভীর গলায় বলেন – "যা দেবী সর্বভূতেশু মাতরূপেণ সংস্থিতা, নমস্তসৈ নমস্তসৈ নমস্তসৈ নমো নমঃ" তখন মনে হয়, এটা শুধু মন্ত্র নয়, এটা একটা জাতির জেগে ওঠার গান।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, মহালয়া কোনো সাধারণ তিথি নয়। এটা একই সঙ্গে শ্রদ্ধা আর শক্তির মিলন। এর একদিকে অতীত – বাবা-ঠাকুরদাদের প্রতি আমাদের ঋণ স্বীকার করা; অন্যদিকে ভবিষ্যৎ – মাতৃশক্তিকে ডেকে আনা। একদিকে অন্ধকার, অন্যদিকে আলো। তাই মহালয়া আমাদের শেখায় – যা চলে গেছে, তাকে ভক্তি ভরে মনে করো, আর যা আসছে, তাকে শক্তি দিয়ে বরণ করে নাও। এটাই আমাদের সনাতন ভারতের চিরকালের বাণী – অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে চলা।



বিভাজনের প্রাচীরে বন্দি মুসলিম উম্মাহ কালীম মাহফুজ

নভেম্বরে বিচরণকারী সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ ও অসংখ্য উপগ্রহ-সবাই এক সুশৃঙ্খল ব্যবস্থার অধীন। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে আবর্তিত হচ্ছে। কেউ তার নির্ধারিত পথ ভুলে যাচ্ছে না। প্রত্যেকেই আপন গতিতে, আপন দায়িত্বে ছুটে চলছে। আর সেই শৃঙ্খলাতেই টিকে আছে সৌরজগতের ভারসাম্য। একটি গ্রহও যদি তার নির্ধারিত পথ থেকে বিচ্যুত হয়, তার প্রভাব কেবল তার নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না; তা ছড়িয়ে পড়তে পারে গোটা ব্যবস্থায়। পৃথিবীর বুকে বসবাসকারী হাজারো প্রজাতির প্রাণী ও উদ্ভিদ মিলে গড়ে উঠেছে সুবিশাল জীবজগৎ। এ জগতের প্রতিটি প্রাণী ও উদ্ভিদ কোনো না কোনোভাবে পরস্পরের সঙ্গে জড়িত। একটি প্রাণী হয়তো অন্যটির খাদ্য, আবার সেটিই অন্য কোনো প্রাণীর শিকার। কোনো একটি প্রজাতি বিলুপ্ত হলে তার প্রভাব শুধু তার নিজের ওপর সীমাবদ্ধ থাকে না; খাদ্যশৃঙ্খলের মাধ্যমে তা ছড়িয়ে পড়ে গোটা জীবজগতে। প্রকৃতির ভারসাম্যে ছোট একটি পরিবর্তনও বড় পরিবর্তনের সূচনা করতে পারে।

মানবদেহেও একই বাস্তবতার প্রতিফলন দেখা যায়। হাত, পা, নাক, মুখ, মাথা, বুকসহ অসংখ্য



অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সমন্বয়েই মানুষের অস্তিত্ব। প্রতিটি অঙ্গের কাজ আলাদা হলেও তারা পরস্পরের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। একটি অঙ্গের কর্মক্ষমতা ব্যাহত হলে তার প্রভাব সামগ্রিকভাবে শরীরের স্বাভাবিক কার্যক্রমে পড়ে। শরীরের সুস্থতা তাই কোনো একটি অঙ্গের সক্ষমতার ওপর নয়; বরং সব অঙ্গের সমন্বিত কার্যকারিতার ওপর নির্ভরশীল। মুসলিম উম্মাহর ক্ষেত্রেও বাস্তবতা এর ব্যতিক্রম নয়। সাদা-কালো, ধনী-গরিব, আরব-অনারব-সবাই মিলে মুসলিম উম্মাহ। ভাষা, বর্ণ, অঞ্চল, পেশা ও চিন্তার নানা পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও ইমানের বন্ধন তাদের একসূত্রে আবদ্ধ করেছে। রাসূল (সা.) মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্ক বোঝাতে বলেছেন- "মুসলমানরা পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা, দয়া ও সহমর্মিতায় একটি দেহের মতো। তার কোনো একটি অঙ্গ অসুস্থ হলে পুরো শরীর জ্বর ও অনিদ্রার মাধ্যমে তার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে।" (বুখারি, মুসলিম) এখানে মুসলিম উম্মাহর পারস্পরিক সংযোগ ও দায়িত্ববোধের একটি গভীর চিত্র ফুটে উঠেছে। উম্মাহর কোনো অংশের দুর্বলতা অন্য অংশকে ভাবিত করার কথা। একজনের সাফল্য যেমন সবার আনন্দের বিষয়, তেমনি একজনের বিপর্যয়ও সবার চিন্তার কারণ হওয়ার কথা। কিন্তু বর্তমান চিত্র ভিন্ন কথা বলছে। ইমানের বন্ধনে আবদ্ধ এ বিশাল জনগোষ্ঠী নানা পরিচয় ও বিভাজনে খণ্ডিত হয়েছে। মত ও পথের পার্থক্য অনেক সময় সহাবস্থানের সীমা পেরিয়ে পরস্পরের বিরোধিতায় গড়িয়েছে। ফলে যে ভিন্নতাগুলো উম্মাহর শক্তি ও সমৃদ্ধির উৎস হতে পারত, সেগুলোই অনেক ক্ষেত্রে বিভাজনের দেওয়াল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ বিভাজনের ছাপ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাতেও স্পষ্ট। শিক্ষার বিভিন্ন ধারা নিজেদের পৃথক পরিসর তৈরি করেছে। ছানি শিক্ষায় শিক্ষিতরা অনেক ক্ষেত্রে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতদের থেকে দূরে থেকেছেন; একইভাবে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতদের একটি অংশও আলেম সমাজকে নিজেদের জগতের বাইরে মনে করেছেন। ফলে একই উম্মাহর দুটি গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণির মধ্যে তৈরি হয়েছে এক অনাকাজিক্ষিত দূরত্ব। এ শিক্ষা বিভাজনের পেছনে ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রভাবও কম নয়। হিন্দুস্তানে ব্রিটিশ শাসনামলে প্রবর্তিত নতুন শিক্ষাব্যবস্থা এমন একটি শ্রেণি গড়ে তুলতে ভূমিকা রেখেছিল, যাদের চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পাশ্চাত্যের প্রভাব ছিল। লর্ড ম্যাকলেয় ১৮৩৫ সালের শিক্ষাবিষয়ক নথিতেও এমন একটি শ্রেণি তৈরির চিন্তার প্রকাশ পাওয়া যায়।

THE BEST HOPE REALTY INC.

37-22 73rd St, Suite # 2G
Jackson Heights, NY 11372
Office : 718-685-2000
Cell : 347-236-2737
Fax : 718-899-0002
Email : msali718@gmail.com
Cell : 01927011099 (BD)

Mohammed Solaiman Ali
Lic. Real Estate Broker/Owner
Lic. General Contractor & Multiservice Provider

1 in Selling, Buying or Renting With Govt. Program

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

ঢাকা কড়চা



বিশ্বের ৫০০ ভালো শহরের তালিকায় নেই বাংলাদেশের কোনো শহর

ঢাকা ডেস্ক : ঢাকার সঙ্গে পিছিয়েছে দেশের অন্য বড় শহরগুলোও। গত এক বছরে সবচেয়ে বেশি পিছিয়েছে রাজশাহী। ৬৬ ধাপ নেমে শহরটির অবস্থান এখন ৭৭৯তম। চট্টগ্রাম ১৪ ধাপ পিছিয়ে ৭৬৩তম হয়েছে।

বড় বড় অবকাঠামো কিংবা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কোনো শহরকে বাসযোগ্য ভালো শহর হিসেবে গড়ে তুলতে পারে না। আরো প্রয়োজন হয় দূষণমুক্ত পরিবেশ, মানসম্মত নাগরিক সেবা, সুশাসন ও টেকসই অর্থনীতির। কিন্তু এসব সূচকে পিছিয়ে থাকা বিশ্বের সেরা ৫০০ শহরের তালিকায় জায়গা হয়নি বাংলাদেশের কোনো শহরের। বরং বছরের ব্যবধানে দেশের বড় শহরগুলোর বৈশ্বিক অবস্থান আরো নিচে নেমেছে।

যুক্তরাজ্যভিত্তিক স্বাধীন অর্থনৈতিক পরামর্শদাতা প্রতিষ্ঠান অজফার্ড ইকোনমিকসের ২০২৬ সালের গ্লোবাল সিটিজ ইনডেক্সে বিশ্বের ১৬৩টি দেশের এক হাজার শহরকে পাঁচটি সূচকের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হয়েছে। তালিকায় বাংলাদেশের আটটি শহরের মধ্যে এগিয়ে থাকা ঢাকার অবস্থান ৫১৫তম। এ ইনডেক্সে গত বছর ঢাকা ছিল ৪৮২তম অবস্থানে। বছরের ব্যবধানে এ শহর পিছিয়েছে ৩৩ ধাপ। ফলে বিশ্বের সেরা ৫০০ শহরের তালিকা থেকে বাদ পড়েছে ঢাকা। অজফার্ড ইকোনমিকসের ৫ সূচকের মধ্যে আছে অর্থনীতি, মানবসম্পদ, জীবনযাত্রার মান, পরিবেশ ও শাসন ব্যবস্থা।

ঢাকার সঙ্গে পিছিয়েছে দেশের অন্য বড় শহরগুলোও। গত এক বছরে সবচেয়ে বেশি পিছিয়েছে রাজশাহী। ৬৬ ধাপ নেমে শহরটির অবস্থান এখন ৭৭৯তম। চট্টগ্রাম ১৪ ধাপ পিছিয়ে ৭৬৩তম হয়েছে। খুলনা রয়েছে ৮১১তম, সিলেট ৮৩৪ ও ময়মনসিংহ ৮৯৫তম অবস্থানে। বগুড়া ৩২ ধাপ পিছিয়ে ৯২৬তম হয়েছে। বাংলাদেশের শহরগুলোর মধ্যে শুধু কুমিল্লা আগের বছরের অবস্থান ধরে রেখেছে। শহরটির অবস্থান ৮৮৩তম।

অজফার্ড ইকোনমিকসের গ্লোবাল সিটিজ ইনডেক্সে অর্থনীতির জন্য সর্বোচ্চ ৩০, মানবসম্পদের জন্য ২৫, জীবনমানের জন্য ২৫ এবং পরিবেশ ও শাসন ব্যবস্থার জন্য ১০ করে মোট ১০০ নম্বর রাখা হয়েছে। প্রকাশ করা হয়েছে শুধু তালিকার শীর্ষে থাকা ১০০ শহরের ক্ষেত্র। বাংলাদেশের কোনো শহর এ তালিকায় না থাকায় সেগুলোর সামগ্রিক স্কোর উল্লেখ করা হয়নি। শহরের সামগ্রিক অবস্থান নির্ধারণে অর্থনীতির আকার, কাঠামো ও প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি শিক্ষা, ব্যবসার পরিবেশ, জনমিতিক প্রবণতা, নাগরিকদের জীবনযাত্রা, স্বাস্থ্য ও আর্থিক অবস্থা, নাগরিক সুবিধা, পরিবেশ, জলবায়ু ঝুঁকি, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও নাগরিক অধিকার বিবেচনায় নেয়া হয়েছে।

দেশের অন্যতম বিভাগীয় ও পুরনো শহর রাজশাহী। পরিবেশ সূচকে এ শহরের অবস্থান সময়ের সঙ্গে নিচে নামছে, বিশ্বে রাজশাহীর অবস্থান এখন ৮৫২তম। সবুজ ও পরিচ্ছন্ন হিসেবে একসময় শহরটির খ্যাতি থাকলেও গত এক দশকে পরিবেশের মানে অবনতি হয়েছে। জানতে চাইলে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক এম মিজানুর রহমান বণিক বার্তাকে বলেন, ‘রাজশাহীর পরিবেশ দিন দিন খারাপ হচ্ছে। এখানে প্রচুর বায়ুদূষণ বেড়েছে। নগরীর বড় বড় গাছ কাটা হয়েছে। তীব্র গরমে জনজীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে। একই সঙ্গে এখানকার বরেন্দ্র এলাকায় তীব্র পানি সংকট দীর্ঘদিনের সমস্যা। এ অঞ্চলের নদীগুলোও দূষিত হয়ে পড়ছে।’ পরিবেশের সূচকে দেশের শহরগুলোর মধ্যে এগিয়ে আছে সিলেট। তাও শহরটির অবস্থান ৭৩৫তম। আর সবচেয়ে খারাপ অবস্থা খুলনার, ৯৭৪তম। এতে ঢাকার অবস্থান বিশ্বের মধ্যে ৯৩০তম। ময়মনসিংহ আছে ৯৪০ আর চট্টগ্রাম ৯২৪তম। সামগ্রিকভাবে পরিবেশ সূচকে দেশের বড় শহরগুলোর অবস্থান একেবারে পেছনের দিকে।

বাংলাদেশের শহরগুলোর মধ্যে শুধু অর্থনীতির সূচকে তুলনামূলক ভালো অবস্থানে রয়েছে ঢাকা। বিশ্বে এ সূচকে ঢাকার অবস্থান ২৮৬তম। জিডিপি আকার ও প্রবৃদ্ধি, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা,

মাথাপিছু জিডিপি, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক বৈচিত্র্য ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির ভিত্তিতে এ সূচক তৈরি করা হয়েছে। এক্ষেত্রে চট্টগ্রাম ৭০২ ও ময়মনসিংহ ৭৩৪তম অবস্থানে রয়েছে।

মানবসম্পদ সূচকেও ঢাকা দেশের অন্য শহরগুলোর তুলনায় এগিয়ে। এ সূচকে শহর-টির অবস্থান ১৭৮তম। শিক্ষা, ব্যবসার পরিবেশ ও জনমিতিক প্রবণতার ভিত্তিতে এ মূল্যায়ন করা হয়। এরপর খুলনা ৫৪১ ও রাজশাহী ৫৯৯তম অবস্থানে রয়েছে। অর্থাৎ অর্থনীতি ও মানবসম্পদের মতো সূচকে ঢাকার অবস্থান তুলনামূলক ভালো হলেও পরিবেশসহ সামগ্রিক র‍্যাংকিংয়ে সেটি ধরে রাখা সম্ভব হয়নি।

পরিবেশগত সূচকে উন্নতি না হলে বাংলাদেশের শহরগুলোর সামগ্রিক অবস্থান উন্নয়ন কঠিন বলে মনে করেন পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা। নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স অ্যান্ড ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট বিভাগের চেয়ারম্যান ড. মো. মহিনুজ্জামান বণিক বার্তাকে বলেন, ‘ঢাকা ও চট্টগ্রামের মতো শহরে একই সঙ্গে জলাবদ্ধতা ও পানির সংকট দেখা যায়। বৃষ্টির সময় রাস্তা পানিতে ডুবে যায়, আবার বাসাবাড়িতে প্রয়োজনীয় পানির সংকট থাকে। এ চিত্র শহরগুলোর পরিবেশগত ঝুঁকির মাত্রা বোঝায়।’

জীবনযাত্রার মানে বাংলাদেশের শহরগুলোর মধ্যে সবচেয়ে এগিয়ে রাজশাহী। এক্ষেত্রে বিশ্বে শহরটির অবস্থান ৫৪২তম। এরপর খুলনা ৬১২ ও চট্টগ্রাম ৬৫৩তম। মানুষের সামগ্রিক জীবনমান, আর্থিক ও স্বাস্থ্যগত অবস্থা এবং বিভিন্ন নাগরিক সুবিধা পাওয়ার সুযোগের ভিত্তিতে এ সূচকে মূল্যায়ন করা হয়েছে।

বিশ্বের ভালো শহরের তালিকায় দেশের শহরগুলোর দুর্বল অবস্থানের পেছনে পরিবেশ ও সুশাসনের ঘাটতি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে ঢাকায় জনসংখ্যা চাপ, ঘনবসতি, দূষণ ও অপ্রতুল নাগরিক সুবিধা নগরজীবনের মান কমিয়ে দিচ্ছে। আবাসনের প্রয়োজন বাড়লেও পরিকল্পিতভাবে সেই চাহিদা পূরণ করা যাচ্ছে না।

গবেষণা প্রতিষ্ঠান রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি ইন্সটিটিউশন ফর ডেভেলপমেন্টের (র‍্যাপিড) চেয়ারম্যান ড. আবদুর রাজ্জাকের মতে, অর্থনীতিতে ধীরগতি থাকলে আবাসন খাতের চাপ সামালানো কঠিন হয়ে উঠবে। বণিক বার্তাকে তিনি বলেন, ‘শহরগুলো কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছাড়া বিশৃঙ্খলভাবে গড়ে উঠেছে। নগরায়ণের কারণে সামনে শহরাঞ্চলে আবাসনের প্রয়োজন আরো বাড়বে। কিন্তু পরিবেশের মান ও নাগরিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা না গেলে ঘনবসতি ও অপ্রতুল নাগরিক সুবিধা বড় ঝুঁকি তৈরি করবে।’

নগর পরিকল্পনাবিদরা বলছেন, শুধু নতুন অবকাঠামো নির্মাণ করলেই শহরের সমস্যা সমাধান হবে না। বিদ্যমান অবকাঠামোর দক্ষ ব্যবস্থাপনাও জরুরি। এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় যেতে অতিরিক্ত সময় লাগা, আশপাশে ভালো স্কুল-কলেজ না থাকা কিংবা বায়ু ও পানির গুণগত মান কমে যাওয়া মানুষের জীবনযাত্রার পাশাপাশি শহরের উৎপাদনশীলতাকেও প্রভাবিত করে। অতিরিক্ত ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা পরিবেশবান্ধবভাবে পুনর্গঠন এবং নতুন অবকাঠামো নির্মাণে জনস্বাস্থ্য ও উৎপাদনশীলতাকে গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন।

ঢাকার বর্তমান অবস্থাকে অবশ্য উন্নয়ন প্রক্রিয়ার একটি পর্যায় হিসেবে দেখছেন রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম। তিনি বণিক বার্তাকে বলেন, ‘উন্নয়নকালীন সময়ে বিশ্বের অনেক শহরই পরিবেশগতভাবে খারাপ অবস্থার মধ্য দিয়ে গেছে।’ চীন ও জাপানের শহরগুলোর উদাহরণ দিয়ে তিনি জানান, উন্নয়নকাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইটভাটা বন্ধসহ বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া হলে বায়ুদূষণ কমতে পারে। তখন পরিবেশ সূচকে শহরগুলোর অবস্থান ভালো হতে থাকবে।

শহরের পরিকল্পিত উন্নয়ন নিশ্চিত না হলে এ অবস্থার পরিবর্তন কঠিন। ড্যাঁপে পরিকল্পিত শহর গঠনের জন্য বিভিন্ন সুপারিশ ও মানদণ্ড দেয়া হয়েছে। সেগুলো বাস্তবায়ন করা গেলে শহরকে আরো সুন্দর, বাসযোগ্য ও কার্যকর করে তোলা সম্ভব বলে মনে করেন রাজউকের এ প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ।

দেশের বড় শহরগুলোয় ‘আরবান হিট আইল্যান্ড’ পরিস্থিতিও তৈরি হয়েছে। এর ফলে শহর দিনে ও রাতে অতিরিক্ত উত্তপ্ত



থাকে। শহরের তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ায় মানুষের স্বাভাবিক কাজের সক্ষমতা কমার পাশাপাশি ডেঙ্গু, হামসহ বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাবও বাড়তে পারে। ফলে এর প্রভাব পড়ে শহরের মানুষের সামগ্রিক জীবনমানের ওপর। সামগ্রিকভাবে ভালো শহরের কাতারে যেতে টেকসই পরিবেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, যদিও এক্ষেত্রে বাংলাদেশের শহরগুলোর পরিস্থিতি দিন দিন খারাপ হচ্ছে। রাজধানীর নগরজীবনে বাড়তি চাপ তৈরি করছে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ক্রমবর্ধমান বিস্তার। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগের অধ্যাপক ড. আখতার মাহমুদের মতে, দেশের জিডিপির প্রায় ৬০ শতাংশ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ঢাকা-কেন্দ্রিক। নদীভাঙন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, গ্রামীণ দারিদ্র্য ও বেকারত্বের কারণে বিপুলসংখ্যক মানুষ কাজের সন্ধানে ঢাকায় আসেন। তাদের বড় একটি অংশ বস্তি বা ভাসমান এলাকায় বসবাস করেন। এত মানুষের আবাসন নিশ্চিত করা নগর কর্তৃপক্ষ বা সরকারের জন্য কঠিন হয়ে পড়ছে।

ঢাকার ওপর এ চাপ কমাতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিকেন্দ্রীকরণকে গুরুত্ব দিতে হবে বলে মনে করেন তিনি। জেলা, উপজেলা ও পৌরসভায় বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বাড়ানোর পাশাপাশি মানসম্মত শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ তৈরি করা গেলে মানুষকে কাজের জন্য ঢাকায় আসতে হবে না। স্থানীয় পর্যায়ে আয়ের সুযোগ তৈরি হলে রাজধানীমুখী জনস্রোত কমবে।

আবাসন সংকট মোকাবেলায় সহজ অর্থায়নের প্রয়োজনও রয়েছে। অধ্যাপক আখতার মাহমুদের হিসাবে, দেশে বর্তমানে প্রায় ৮৮ লাখ আবাসনের ঘাটতি রয়েছে। সহজ শর্তে, কম সুদে ও দীর্ঘমেয়াদে ঋণের ব্যবস্থা করা গেলে অনেক মানুষ নিজস্ব আবাসনের সুযোগ পাবেন। একই সঙ্গে জমির বাজারে সরকারি হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। জমির দাম অস্বাভাবিক বেড়ে যাওয়ায় অ্যাপার্টমেন্টের নির্মাণ ব্যয় ও বাজারমূল্যও বাড়ছে। নগরায়ণের চাপ শুধু ঢাকায় সীমাবদ্ধ নেই। চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট ও দেশের অন্যান্য বড় শহরেও জনসংখ্যা বাড়ছে। কিন্তু এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নাগরিক সেবা, পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ও আবাসন অবকাঠামো তৈরি না হলে এসব শহরের বিভিন্ন সমস্যা ক্রমাগত বাড়তে থাকবে। গ্লোবাল সিটিজ ইনডেক্সে রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও অন্য শহরগুলোর অবস্থান সে চিত্রই দেখাচ্ছে। গ্লোবাল সিটিজ ইনডেক্সে শীর্ষ পাঁচ শহর হলো নিউইয়র্ক, লন্ডন, প্যারিস, সিয়াটল ও সান ফ্রান্সিসকো। অর্থনীতির বড় আকার ও শক্তিশালী শ্রমবাজারের কারণে নিউইয়র্ক ও লন্ডন এগিয়ে রয়েছে। জীবনযাত্রার মানে প্যারিস ভালো করেছে।

Nurul Huda (Harun)
Licensed Real Estate Assoc. Broker
Vice President

Cell: 917.238.4161
nurul@omnirealty.com
www.omnirealty.com

35-62, 73rd St. Jackson Heights NY 11372
Tel: (718)424-2531

Omni Realty
Short Sale & Foreclosure Specialist

Nurul Huda (Harun)
Licensed Real Estate Assoc. Broker
Vice President

Cell: 917.238.4161
nurul@omnirealty.com
www.omnirealty.com

Global Travel Express
(A sister concern company of Global Group of Services)

Book Your Flight with us to Explore the World

929-287-7354, 917-889-1643

Jackson Heights Office: 37-16 74th Street, 2nd Fl. Suite 203, Jackson Heights, NY 11372, Call: 929-287-7354, Phone: 718-778-7800, Fax: 718-288-8488

Jamaica, Mollis Office: 154-02 Hillside Avenue, 1st Floor, Jamaica, NY 11432, Call: 917-889-1643, Phone: 347-392-0781, Fax: 718-288-8488

Global Travel Express
(A sister concern company of Global Group of Services)

Book Your Flight with us to Explore the World

929-287-7354, 917-889-1643

Jackson Heights Office: 37-16 74th Street, 2nd Fl. Suite 203, Jackson Heights, NY 11372, Call: 929-287-7354, Phone: 718-778-7800, Fax: 718-288-8488

Jamaica, Mollis Office: 154-02 Hillside Avenue, 1st Floor, Jamaica, NY 11432, Call: 917-889-1643, Phone: 347-392-0781, Fax: 718-288-8488

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

কলকাতা কড়চা



মমতার তৃণমূল কি কংগ্রেসে বিলীন হচ্ছে?

দিল্লি ডেস্কঃ ১৯৯৮ সালে নিজের হাতে গুড়া দলটির ওপর মাত্র এক মাসের মধ্যে নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছেন মমতা। তিনি কলকাতা হাইকোর্টে আইনি লড়াই শুরু করলেও শিবসেনা বা এনসিপি-র অতীত নজির মনে রাখলে তার জয়ের সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ।

ঢাকা, ৮ জুলাই : তবে কি নিজের পুরোনো ঘরেই ফিরে যাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়? ১৯৯৭ সালে কংগ্রেস ত্যাগ করে তৃণমূল কংগ্রেস গঠন করেছিলেন তিনি। যে বিষয়টি এক সপ্তাহ আগেও কল্পনা করা অসম্ভব ছিল, তা এখন ভারতের রাজনৈতিক অলিঙ্গিত এক তীব্র গুঞ্জন। তবে চূড়ান্ত কোনও ঘোষণা আসার আগপর্যন্ত রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা এখনও এই সম্ভাবনার পাশে একটি প্রশ্নবোধক চিহ্নই রাখছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি সত্যিই তার তৃণমূলকে কংগ্রেসে বর্লীন করে দিচ্ছেন? ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডে এক খবর জানিয়েছে।

রাজনীতিতে কোনও কিছুই অসম্ভব নয়। নয়াদিল্লির সংবাদমাধ্যমে এই আলোচনার পেছনে রয়েছে এক নজিরবিহীন ঘটনাক্রম। পশ্চিমবঙ্গে যখন তৃণমূলের বিধায়কদের মধ্যে পুরোদমে বিদ্রোহ চলছে, একের পর এক কাউন্সিলর ও স্থানীয় নেতা আক্রান্ত হচ্ছেন, ঠিক তখনই রাজ্য সামলানোর বদলে দিল্লিতে অবস্থান করছেন মমতা ও তার ভাতিজা তথা দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

দিল্লিতে বিরোধী দলগুলোর ‘ইন্ডিয়া’ জোটের বৈঠকে যোগ দিয়েছেন মমতা। লোকসভায় ২৯টি এবং রাজ্যসভায় ১২টি আসন নিয়ে কেন্দ্রের বিজেপি-বিরোধী জোটের তৃতীয় বৃহত্তম দল হওয়া সত্ত্বেও, তৃণমূল এতদিন নিজস্ব কৌশলে চলত এবং কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন জোটের সঙ্গে মমতার সম্পর্ক খুব একটা সুমধুর ছিল না। তবে এবারের এই ঘনিষ্ঠতা নতুন জল্পনার জন্ম দিয়েছে। মঙ্গলবার কয়েক বছর পর সোনিয়া গান্ধীর সঙ্গে একান্ত বৈঠকে বসেন মমতা। জানা গেছে, তাদের আলোচনার মূল বিষয় ছিল তৃণমূলের ভবিষ্যৎ এবং জোটের রাজনীতি। এরপর বুধবার কংগ্রেসের মূল চালিকাশক্তি রাহুল গান্ধীর সঙ্গে দেড় ঘণ্টাব্যাপী বৈঠক করেন অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবারই সোনিয়ার সঙ্গে মমতার আবারও বসার কথা রয়েছে।

তানা ১৫ বছর পশ্চিমবঙ্গে একচ্ছত্র শাসন চালিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। দুর্নীতি, জোরজুলুম ও দমনের মাধ্যমে দলটিকে একসময় অপরাঞ্জেয় মনে হতো। কিন্তু গত ৪ মে-র নির্বাচনের পর সবকিছু বদলে গেছে। মোদি বা বিজেপি ঝড়ে তছনছ হয়ে গেছে তৃণমূলের দুর্গ। দলটির দীর্ঘ এক দশকেরও বেশি সময়ের অর্জিত ইহা তালের পতন ডেকে এনেছে। ২৯৪ আসনের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় তৃণমূল মাত্র ৮০টি আসনে সংকুচিত হয়ে পড়েছে।

নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পরপরই দলের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে, বিশেষ করে অভিযেকের বিরুদ্ধে ফোড ফেটে পড়ে। ১০০-র বেশি কাউন্সিলর পদত্যাগ করেছেন, দলের শীর্ষ নেতা খতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় মমতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ৬০ জনেরও বেশি বিধায়ককে সঙ্গে নিয়ে বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা (এলওপি) হয়েছেন এবং কাকিল ঘোষ দস্তিদার দাবি করেছেন যে, দলের ২৮ জন জনপ্রিয় মধ্যে ২০ জনেরও বেশি সদস্যের সমর্থন নিয়ে তারা বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোটের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছেন।

১৯৯৮ সালে নিজের হাতে গড়া দলটির ওপর মাঝে এক মাসের মধ্যে নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছেন মমতা। তিনি কলকাতা হাইকোর্টে আইন লড়াই শুরু করলেও শিবসেনা বা এনসিপি-র অতীত নজির মনে রাখলে তার জয়ের সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। কারণ বিদ্রোহী বিধায়ক ও সাংসদদের সংখ্যা দলত্যাগ বিদ্রোহী আইনকে অকার্যকর করার জন্য যথেষ্ট। এই পরিস্থিতিতে বিদ্রোহীদের হাত থেকে নিজের তৈরি রাজনৈতিক অস্তিত্ব রক্ষা করার জন্য কংগ্রেসের সঙ্গে দলের একীভূতকরণ বা বিলীন হওয়াই মমতার একমাত্র পথ হতে পারে বলে অনেকেই মনে করছেন। এর মাধ্যমে তিনি জাতীয় রাজনীতিতে নিজের ভূমিকা রাখার পাশাপাশি ভাতিজা অভিনেকের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎও সুরক্ষিত করতে পারবেন।

তবে এই একীভূতকরণের গুঞ্জে পানি ঢেলে দিয়েছেন তৃণমূলের বিদ্রোহী শিবিরে থাকা স্বতন্ত্র বন্দোপাধ্যায়। তিনি দাবি করেছেন, ৬৪ জন বিদ্রোহী বিধায়ক এবং প্রায় ২০ জন এমপি গণতন্ত্রের সঙ্গে তৃণমূলকে বিলীন করার এই পদক্ষেপকে কোনোভাবেই সমর্থন করবেন না। স্বতন্ত্র বলেন,

আমাদের বিধায়কেরা এটি করবেন না। ২০ জন এমপি আছেন যারা কংগ্রেসে যাবেন না, তাহলে বিলীন হচ্ছেটা কে? কংগ্রেসের সঙ্গে এমন কোনও একীভূতকরণের প্রশ্নই ওঠে না।

গত ৫ জুন শিবসেনা (ইউবিটি) সাংসদ সঞ্জয় রাউত প্রস্তাব করেছিলেন যে, বিজেপির আধিপত্য রূপান্তরে কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে যাওয়া সব দলের আবার মূল দলে ফিরে আসা উচিত। তিনি বলেন, “তৃণমূল, এনসিপি এবং কংগ্রেসের অন্যান্য দলদ্বুটো অংশদ্বারের উচিত তাদের মূল দলে একীভূত হওয়া।”

বুধবার এই সম্ভাব্য একীভূতকরণের বিষয়টি টক অবদ্য কান্দিতে পরিণত হয়। প্রবীণ সাংবাদিক প্রভু চাওলা এঙ্গে লিখেছেন,

কংগ্রেস কি দুর্বল তৃণমূলকে বাঁচাতে কোনও প্রয়াশেণ শুরু করেছে? তা না হলে রাজনীতিতে অপর নিখিড়ক সোনিয়া গান্ধী মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে মমতা ও অভিষেকের সঙ্গে আলাদাভাবে বৈঠক করার পেছনে নিশ্চয়ই বড় কোনও গল্প আছে। এটি হয় দুই দলের একীভূতকরণ, অথবা দলকে বাঁচাতে অভিষেকের সরিয়ে দেওয়ার কবোও চেষ্টা।

সাংবাদিক ও লেখক সাবা নকভিও মন্তব্য করেছেন যে, এই একীভূতকরণ তৃণমূলকে রাজ্যের ধ্বংসাত্মক পরিস্থিতি থেকে জাতীয় রাজনীতিতে নিয়ে আসবে এবং কংগ্রেসের শক্তিশালী ভোটব্যাংক তৈরিতে সাহায্য করবে। প্রবীণ সাংবাদিক রাজ্যদীপক সরদেশাইও তার এক নিবন্ধে প্রশ্ন তুলেছেন, আরেকটি উদ্ভূতকরণ-বিবোধী জোট গড়ার চেয়ে কংগ্রেসের এই শাখা দলগুলোর রাজনৈতিক পুনর্মিলন ঘটানো উচিত কিনা।

দ্বিগির সাংবাদিক সঞ্জয় সিং দাবি করেছেন, “চুক্তি চূড়ান্ত ও যেকোনো মুহূর্তে দল বিলাীন হওয়ার ঘোষণা আসতে পারে।” তার দাবি অনুযায়ী, সোনিয়া গান্ধী মমতাভা সামনে দুটি প্রস্তাব রেখেছেন। প্রথমত, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কংগ্রেসের জাতীয় সহ-সভাপতি করা হবে এবং দ্বিতীয়ত, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে করা হবে কংগ্রেসের জাতীয় সাধারণ সম্পাদক।

এই প্রস্তাবের পর মমতা কিছুটা সময় চেয়েছেন এবং সারারাত ধরে আলোচনা চলেছে। পরদিন সকালে রাহুল গান্ধীর সঙ্গে অভিনেকের বৈঠক 'ভোলা' হয়েছিল বলে জানা গেছে। তবে অভিনেকও নিজস্ব কিছু প্রস্তাব রেখেছেন, যার মধ্যে মমতাকে রাজ্যসভায় পাঠানো এবং মল্লিকার্জুন খাউসের পরিবেশে তাকে উচ্চকক্ষের বিরোধী দলনেতা করার দাবি রয়েছে।

অবশ্য বেশ কিছু সাংবাদিক এই একীভূতকরণের দাবিকে উড়িয়ে দিয়েছেন। দ্য হিন্দু পত্রিকার একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সোনিয়া ও মমতার বৈঠকটি মূলত ২০২৯ সালের সাধারণ নির্বাচনকে সামনে রেখে ভবিষ্যৎ জোটের কৌশল নির্ধারণের জন্য ছিল।

অতীতে ‘ইন্ডিয়া’ জোন্টের বৈঠকে মমতা খুব একটা নিয়মিত ছিলেন না। অনেক সময় তিনি নিজে না গিয়ে অভিষেক বা ডেরেক ও’ব্রায়েনকে পাঠাতেন। ২০২৩ সালের জুলাইয়ে বেসালুর্ক এবং সেপ্টেম্বরে মুম্বাইয়ের বৈঠকে যোগ দিলেও এরপর অনেক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক তিনি এড়িয়ে গেছেন। তবে রাজ্যে বড় বিপর্যয়ের পর গত ৮ জুন তিনি আবারও দিল্লির উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে হাজির হন।

কংগ্রেসের সঙ্গে মমতার সম্পর্ক দুই দশকেরও বেশি পুরোনো। ১৯৯৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য কংগ্রেসের সঙ্গে মতবিরোধ এবং সিপিআইএম-এর বিরুদ্ধে হাই কমান্ডের নরম মনোভাবের প্রতিবাদে তিনি দল ছেড়েছিলেন। ২০১১ সালে বামফ্রন্টকে হারিয়েছে বাংলায় নতুন ইতিহাস গড়েন। আজ ইতিহাস যেন এক পূর্ণ বৃত্ত সম্পূর্ণ করার মুখে দাঁড়িয়ে। যে নেত্রী একসময় বাংলায় কংগ্রেসকে নিষিদ্ধ করেছিলেন, আজ কি তিনি নিজেই মূল জাহাজে ফিরে যাবেন? একজন লড়াই নেত্রী হিসেবে মমতার পক্ষে এটি করা কঠিন হলেও, এই মুহূর্তে তার সামনে বিকল্প পথ খুবই সীমিত। আগামী দিনগুলোতেই জানা যাবে জল শেষ পর্যন্ত কোন দিকে গড়ায়।



‘ভারতে শান্তি পাই না’ মন্তব্য করে বিতর্কে সঞ্জয় দত্ত

দিল্লি ডেস্কঃ ‘ভারতে শান্তি খুঁজ পান না’ বলে জানিয়েছেন বলিউডের ‘মুন্নাভাই’ খ্যাত অভিনেতা সঞ্জয় দত্ত। আর এ মন্তব্যের পরই সামাজিক মাধ্যমে নেটিজেনদের মধ্যে গুরু হয়েছে তর্কবিতর্ক। এবার সেই বিতর্কের ব্যাখ্যা দিলেন অভিনেতা। সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে এসে এমন মন্তব্য করে ভাইরাল হয়ে পড়েন ‘মুন্নাভাই’।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে একদিনের প্রধানমন্ত্রী হলে তিনি দেশবাসীর উদ্দেশে কী বার্তা দেবেন প্রশ্নে এমন প্রশ্নে সঞ্জয় দত্ত বলেন, ভারতীয়দের উষ্ণতা, আতিথেয়তা এবং ভালোবাসা তার কাছে অমূল্য। তবে পরিস্থিতি বদলেছে, ফলে এই দেশে আর আগের মতো শান্তি খুঁজে পান না তিনি। তার এমন মন্তব্য প্রকাশ্যে আসার পরেই সামাজিক মাধ্যমে শুরু হয় নেটিজেনদের মধ্যে আলোচনা-সমালোচনা। এক কথার পর সামাজিক মাধ্যমে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েন অভিনেতা। তার এ মন্তব্য ঘিরে নেটিজেনদের মাঝে শুরু হয় তর্কবিতর্ক। অনেকেই অভিনেতার বক্তব্য নিয়ে প্রশ্ন তোলেন এবং অসন্তোষ প্রকাশ করেন। এবার নিজের বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিলেন সঞ্জয় দত্ত।

তিনি বলেন, তার বক্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কোনো ব্যক্তি, সম্প্রদায়, প্রতিষ্ঠান কিংবা কারও ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করা আমার উদ্দেশ্য নয়। কাউকে অপমান করা কিংবা অসম্মান করা কখনোই আমার উদ্দেশ্য ছিল না। কথোপকথনটি আগে থেকেই চিত্রনাট্য হিসেবে তৈরি করা ছিল এবং সেটিকে হালকা মেজাজে, রসিকতার ছলে উপস্থাপন করাই উদ্দেশ্য ছিল। নিজের জন-প্রিয় 'মুন্নাভাই' ছবিগুলোর হাস্যরস ও ব্যঙ্গাত্মক উপস্থাপনার সঙ্গেও বিষয়টির তুলনা করেন তিনি। বিশেষ করে ছবিতে দেখানো 'গান্ধীগিরির প্রসঙ্গ টেনে সজ্জ্ব বলেন, এর মূল ভাবনাই হলো—ভালাবাসা, উষ্ণতা, একসঙ্গে থাকা এবং পারস্পরিক সৌহার্দ।

অভিনেতা বলেন, আমার মন্তব্য একটি 'স্ক্রিনেড' কথোপকথনের পরিপ্রেক্ষিতে করা হয়েছিল, যার উদ্দেশ্য ছিল হালকা খেজাজ ও হাস্যরস তৈরি করা। তার বক্তব্যের মূল প্রেক্ষাপট বাদপড়ায় কথাগুলো অন্যভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে বলেও জানান তিনি। উল্লেখ্য, সঞ্জয় দত্তকে আগামী দিনে দেখা যাবে 'খলনায়ক রিটার্নস'-এ। এটি তার ১৯৯৩ সালের ব্লকবাস্টার 'খলনায়ক'-এর সিক্যুয়েল।

দিদির দেওয়া উপহারই যেভাবে বদলে গিয়েছিল রণবীরের জীবন

দিল্লি ডেস্কঃ ২৩তম জন্মদিনে দিদি এমন এক উপহার দিয়েছিলেন, যার কথা মনে পড়লে আজও অবাধ হয়ে যান বলিউড অভিনেতা রণবীর সিং। বলি বাদশাহ শাহরুখ খানের মুখ সরিয়ে তার জায়গায় রণবীরের মুখ বসিয়ে তৈরি করা হয়েছিল ‘দিলওয়ালে দুলহনিয়া লে জায়েঙ্গে’ এবং ‘ধুম’ সিনেমার পোস্টার। সেই সময় রণবীর সিং অভিনয় জগতেই পা রাখেননি। কয়েক বছর পর সেই কল্পনাই যেন বাস্তব হয়ে দাঁড়ায় অভিনেতা রণবীরের জীবনে।

অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি তার জীবনে এমনটাই ঘটেছিল। অথচ আজ রণবীর সিং একজন প্রতিষ্ঠিত শিক্ষণীয় অভিনেতা। আজ কাজের পাশাপাশি ব্যক্তিগত জীবনেও এক নতুন অধ্যায় রণবীরের জীবনে। দ্বিতীয়বার বাবা হয়েছেন তিনি।

নিউইয়র্কে স্বনাম ধন্য বাংলাদেশী বিশেষজ্ঞ

Utpal Chowdhury, MD

Board Certified Internal Medicine

Attending Physician(Emergency)-New York Community
Hospital, Brooklyn, Jamaica Hospital Medical Center, Queens.

বাংলা স্কুলে ভর্তি চলছে

বহিঃশিক্ষা সঙ্গীত নিকেতন

এস্টোরিয়া, নিউ ইয়র্ক

অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী দ্বারা পরিচালিত

সময়: সকাল ১০:০০ টা থেকে রাত ১০ টা

৭ দিনই
খোলা

বিষয় সমূহ:

● সঙ্গীত

● বাংলা

● অঙ্কন

● আবৃত্তি

● তবলা

● হারমোনিয়াম

টিউটোরিয়াল:

কিন্ডারগার্টেন থেকে দ্বাদশ শ্রেণি



Sabita Das
Founder & President
Radio, TV Vocal Artist
Music Teacher

এখানে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সহ
সব বয়সের পান শেখানো হয়।

স্কুলের ঠিকানা:

৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রিট, এস্টোরিয়া, নিউ ইয়র্ক ১১১০৬

ফোন: (৩৪৭) ৪৫৫-৪৮৪৮



যোগাযোগ:

সবিতা দাস (এস্টোরিয়া)	(৩৪৭) ৪৫৫-৪৮৪৮	সুলতান আহমেদ (রোস)	(৩৪৭) ৩৫০-০৩৩৫
মজুমদার (এস্টোরিয়া)	(৩১৭) ৩০৫-৭০৪০	ডুই ইসলাম (রোস)	(৩৪৬) ৩০৩-৩৫৭৮
উম্মী নবী (রে. হাউস)	(৩৪৭) ৩৪১-২৩৯৫	শাহীন (উডসাইড)	(৩১৭) ৩৩১-৫৮১০
সুলতান মাহমুদ (ইস্ট এলাহাবাদ)	(৩৪৭) ৩৪১-৫৬০৬	সায়মা রাসিম (জোয়াইকা)	(৩৪৭) ৩০৭-০৭০০
কলিম আহমেদ (রে. হাউস)	(৩৪৭) ৩৪৬-১১৯৫	লিটুকার ইয়াসমিন (এস্টোরিয়া)	(৩৪৭) ৩৪১-৭১৭৮
		খিদ্দা ইসলাম (এস্টোরিয়া)	(৩১৬) ৫৭০-১০৬৫

Treatment Services

complete physical
High blood pressure
School/Job Physical
High Cholesterol
TLC
Asthma
Vaccination
Skin Problems
Diabetes
EKG

আমরা সব ধরনের ইম্পুরেন্স গ্রহন করে থাকি।

ডাঃ উৎপল চৌধুরী

True Medical Care P.C

40-37 76th Street, 1st Floor Elmhurst,NY 11373
167-02 Highland Ave,1st Floor Jamaica NY 11432
Tel: 917-503-5002, Fax: 917-503-5004

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২



সৌদি বিমানবন্দরে ইরান সমর্থিত হুখিদের হামলা

সৌদি বিমানবন্দরে হুখিদের হামলায় নিহত ৩

সৌদি আরবের দুটি বিমানবন্দরে ইরান সমর্থিত ইয়েমেনের হুখি বিদ্রোহীদের চালানো দুটি পুখক হামলায় তিনজন নিহত এবং অন্তত ৩৬ জন আহত হয়েছেন বলে নিশ্চিত করেছেন দেশটির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। বৃহস্পতিবার (৮ অক্টোবর) এক প্রতিবেদনে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের (এপি) বরাতে এই তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।

সৌদি বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ আভা এবং রিয়াদের বাদশাহ খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এই হামলার জন্য সরাসরি কাউকে দায়ী না করলেও হুখি বিদ্রোহীরা আগেই এই



হামলার দায় স্বীকার করেছিল। আভা বিমানবন্দর হামলায় একজন মরোক্কান ও একজন আলজেরিয়ান নাগরিক নিহত এবং ২৮ জন আহত হন, অন্যদিকে রিয়াদ বিমানবন্দরে হামলায় একজন সুদানি নাগরিক নিহত ও ৮ জন আহত হন।

গত সপ্তাহে রিয়াদকে লক্ষ্যবস্তু করার পর শহরের প্রধান বিমানবন্দরের কাছে অবস্থিত রাষ্ট্রীয় তেলের কোম্পানি সৌদি আরামকোর জ্বালানি ট্যাংকের সুরক্ষায় নতুন খাঁচা সদৃশ বেট্টনী তৈরি করা হয়েছে। বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ তেল রপ্তানিকারক দেশটিতে সাম্প্রতিক দিনে সামরিক অবকাঠামো লক্ষ্য করে আক্রমণ বাড়ায় বিকল্প নৌ চলাচলের পথ খুঁকির মুখে পড়েছে।

সৌদি নেতৃত্বাধীন সামরিক জোটের মুখপাত্র মেজর জেনারেল তুর্কি আল-মালিকি জানান, রিয়াদের উত্তরে একটি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংস করা হয়েছে এবং হামলা চালাতে ব্যবহৃত সানার একটি প্রাটফর্ম নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। তবে এই তথ্যের সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

ইয়েমেনের পশ্চিম লোহিত সাগর উপকূল এবং বাব এল-মানদেব প্রণালীতে হুখিদের দখলে নেওয়া এলাকা পুনরুদ্ধারে সৌদি আরব ও তাদের মিত্র ইয়েমেনি বাহিনী বিমান ও স্থল অভিযান জোরদার করেছে। বিশ্ব বাণিজ্যের ১২ শতাংশের যাতায়াত পথ ওই প্রণালীর আশেপাশের কিছু কৌশলগত এলাকা জোট বাহিনী পুনরায় নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে বলে জানা গেছে।



ছাত্রবিক্ষোভে উত্তাল ফ্রান্স, ধৃত ছ'হাজার! 'একটা ঐতিহাসালী

পুলিশ। সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে প্যারিসের উপকণ্ঠে একটি হাই স্কুলে শিক্ষক-সংকটের জেরে এই বিক্ষোভের সূচনা হয়। পরবর্তীতে তা দেশের অধিকাংশ স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে বিক্ষোভের আগুনে জ্বলছে ফ্রান্সের অন্তত ৪০টি শহর। ২ সপ্তাহ ধরে চলা এই আন্দোলনের জেরে

রাজপথে নেমে এসেছে প্রায় ৩ লক্ষ পড়ুয়া। ফ্রান্স সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, বিক্ষোভের জেরে কমপক্ষে দেশের ৯০০টি স্কুল বন্ধ করা হয়েছে। তবে ধীরে ধীরে এবং আংশিকভাবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার বিষয়ে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

স্কুলে পর্যাপ্ত সরকারি অনুদান, জরাজীর্ণ ক্লাসরুমের সংস্কার এবং শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে গত সেপ্টেম্বর থেকে ফ্রান্সে যে বিক্ষোভের আগুন জ্বলে উঠেছিল, তা মঙ্গলবার রূপ নিল এক নজিরবিহীন জনসমুদ্রে। ফরাসি সরকারের হিসাব অনুযায়ী, মঙ্গলবার দেশ জুড়ে আড়াই লক্ষেরও বেশি শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবক একযোগে রাজপথে নেমে প্রতিবাদ জানান। আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে ফরাসি পুলিশ কাঁদানে গ্যাস, রবার বুলেট ও গ্রেনেড ব্যবহার করে। তবে এই বিক্ষোভ যখন ইউরোপ ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক রাজনীতির আলোচনার কেন্দ্রে, ঠিক তখনই আগুনে যি ঢাললেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সমাজমাধ্যম 'টুথ সোশ্যাল'-এ এক বিক্ষোভের বার্তায় ট্রাম্পের দাবি, ফ্রান্সে পড়ুয়াদের এই প্রতিবাদ আদতে শিক্ষার অধিকারের লড়াই নয়, বরং 'অনিয়ন্ত্রিত গণ-অভিভাবন' এবং 'একটি ঐতিহাসালী দেশের নিয়ন্ত্রণ বা দখল নেওয়ার জন্য ইসলামের চেষ্টা!'

আমেরিকায় আসন্ন মধ্যবর্তী নির্বাচনের মুখে ট্রাম্পের এই বিতর্কিত মন্তব্য আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে চরম উত্তাপ ছড়িয়েছে। যদিও ফরাসি প্রশাসন, আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক ও আন্দোলনকারী পড়ুয়া সংগঠনগুলি ট্রাম্পের এই ধর্মীয় মেরুকরণের দাবিকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও উস্কানিমূলক বলে উড়িয়ে দিয়েছে। ফরাসি প্রতিনিধিদের বক্তব্য, আন্দোলনকারীদের মূল অসন্তোষ বিদ্যালয়ের কক্ষালসার পরিকাঠামো, শিক্ষকসঙ্কট এবং ফরাসি সরকারের বাজেট ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে। এর সঙ্গে ধর্মীয় অভিসন্ধির কোনও যোগ নেই। তবে এই রাজনৈতিক তরঙ্গের মধ্যেই ফ্রান্সে পুলিশের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের সংঘর্ষ ক্রমেই রক্তক্ষয়ী রূপ নিচ্ছে।

ফরাসি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক জানিয়েছে, মঙ্গলবার দেশ জুড়ে মোট ২ লক্ষ ৬৬ হাজার মানুষ বিক্ষোভ মিছিলে যোগ দেন। কেবল রাজধানী প্যারিসেই পথে নামেন প্রায় ৫৬ হাজার মানুষ। মার্সেই, স্ত্রাসবুর ও লিলের মতো শহরগুলিতেও ব্যানার, পোস্টার ও পতাকা হাতে পথে নামেন হাজার হাজার পড়ুয়া ও সাধারণ নাগরিক। প্যারিসের ২০ নম্বর ডিস্ট্রিক্টের লিসে এলেন বুশে স্কুলের পড়ুয়ারা ডাস্টবিন ও বাইসাইকেল উল্টে রাস্তা আটকে অস্থায়ী ব্যারিকেড তৈরি করে। মঙ্গলবারের এই বিক্ষোভে শান্তিপূর্ণই ছিল, তবু প্রায় ৫০০ জন বিক্ষোভকারীকে আটক করা হয়েছে। সব মিলিয়ে গত দু'সপ্তাহে এই আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য অন্তত ৬,৫০০ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ, যাদের সিংহভাগই অপ্রাপ্তবয়স্ক স্কুলপড়ুয়া। আন্দোলন দমনে পুলিশের অতি-সক্রিয়তা ও মারাত্মক অস্ত্রের ব্যবহার ফরাসি অভিভাবকদের চরম ক্ষুব্ধ করে তুলেছে। গত সোমবার পুলিশের ছোড়া একটি গ্রেনেড ফেটে মারাত্মক আহত হয় ১৫ বছর বয়সি এক কিশোর। তাকে একটি হাত খোঁয়াতে হয়েছে। পুলিশি পীড়নের কড়া সমালোচনা করে ফ্রান্সের অতিবামপন্থী দল ফ্রান্স আনবাউড-এর সাংসদ অরেলিয়া ল্য কক বলেন, “পুলিশ, লাঠি, রবার বুলেট ও কাঁদানে গ্যাস—নাবালকদের ওপর এই ধরনের বর্বরতা পুরোপুরি অসহনীয়।” ছাত্র সংগঠনগুলির ফেডারেশনের সভানেত্রী সুজান নাইডাম স্পষ্ট জানান, দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত এই প্রতিবাদ থামবে না। অন্যদিকে সরকারের দাবি, সংঘর্ষে এ পর্যন্ত অন্তত ৭১৫ জন পুলিশকর্মীও আহত হয়েছেন।



কেন ফরাসি তরুণ সমাজ এমন তীব্র আন্দোলনে নামতে বাধ্য হল? আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, ফ্রান্সের জাতীয় আদর্শ “স্বাধীনতা, সমতা ও ভ্রাতৃত্ব” হলেও প্রান্তিক ও দরিদ্র অঞ্চলের স্কুলগুলিতে ন্যূনতম পরিকাঠামো নেই। ভাড়াচোরা বেঞ্চ ও চেয়ার, গ্রীষ্মকালে এসি বা ফ্যানের অভাবে হাঁসফাঁস অবস্থা এবং একাধিক স্কুলে ইঁদুরের চরম উপদ্রব। এর পাশাপাশি শিক্ষকসঙ্কট এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় দীর্ঘ পাঠ্যসূচির মানসিক চাপ পড়ুয়াদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছে। ক্ষোভ সামাল দিতে মঙ্গলবার ফ্রান্স জুড়ে প্রায় ৮৯১টি স্কুলে কোথাও আংশিক, কোথাও বা পুরোপুরি পঠনপাঠন বন্ধ রাখতে বাধ্য হয় প্রশাসন। নিজেদের পরিচয় গোপন রেখে ছাত্ররা যাতে তাদের অভিযোগ জানাতে পারে, তার জন্য শিক্ষা মন্ত্রক একটি অনলাইন পোর্টালও চালু করেছে।

দ্বিতীয় মেয়াদের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাক্রোঁ। এই আন্দোলন তাঁর উপর চরম রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক চাপ তৈরি করেছে। ইরান যুদ্ধের জেরে ফ্রান্সে হু-হু করে বাড়ছে জ্বালানি তেলের দাম। তার ওপর দারিদ্র্য, ধনবৈষম্য এবং সামাজিক সুরক্ষায় সরকারি বাজেট ছাঁটাইয়ের ফলে সাধারণ মানুষের মনে যে ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হচ্ছিল, তা এখন এই ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে মিশে এক বিশাল সামাজিক রূপ নিয়েছে। লিলের ৪৭ বছর বয়সি এক অভিভাবক লিয়া মোনিমার বলেন, “ওদের বয়স ১৭। ওরা বোকা নয়, ওরা বোঝে ওদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কী খেলা চলছে। প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে ওদের পাশে দাঁড়ানো আমাদের দায়িত্ব।”

পুলিশের ভূমিকাকে সমর্থন করে ফরাসি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লরাঁ নুনেজ দাবি করেছেন, “অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুলিশের পদক্ষেপ সংগত।” অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী সেবাস্তিয়া ল্যকরুঁ সংসদে আন্দোলনকারীদের কথা শোনার আশ্বাস দিলেও স্কুলে উগ্র হিংসার কঠোর সমালোচনা করেন এবং পুলিশের বিরুদ্ধে ওঠা বর্ণবাদের অভিযোগকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেন।

ইতিমধ্যে ফরাসি ছাত্র আন্দোলনের আঁচ ছড়িয়ে পড়েছে প্রতিবেশী বেলজিয়ামেও। বেলজিয়ামের লিয়েজ শহরে ছাত্রদের সঙ্গে পুলিশের খণ্ডযুদ্ধ বেধে যায়, যেখানে অন্তত ৩০ জন পড়ুয়াকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তবে ট্রাম্পের রাজনৈতিক বক্তব্য যা-ই হোক না কেন, সমস্ত দমনপীড়নকে বড়ো আড়ল দেখিয়ে আগামী বৃহস্পতিবার ফের ফ্রান্স স্তব্ধ করার ডাক দিয়েছে আন্দোলনকারী ছাত্র সংগঠনগুলি।

মিরপুরে ফুটপাথে উচ্ছেদ অভিযানে সংঘর্ষ

ঢাকা, রাজধানীর মিরপুর-১০ নম্বর গোল চত্বর এলাকায় ফুটপাথে উচ্ছেদ অভিযানকে ঘিরে হামলা-ভাঙচুর ও অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় পুলিশ ও হকারদের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে।

বৃথবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে ফুটপাথের অবৈধ দখল উচ্ছেদ করতে গেলে এ ঘটনার সূত্রপাত হয়। উচ্ছেদের সময় ক্ষুব্ধ হকাররা সিটি করপোরেশনের একটি গাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর করে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মিরপুর মডেল থানার ডিউটি অফিসার মো. শহিদুল ইসলাম।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, এদিন সকালে মিরপুর ১০-এ ফুটপাথে দোকানপাট উচ্ছেদ করতে যায় উত্তর সিটি করপোরেশন। সঙ্গে পুলিশও ছিল। এক পর্যায়ে হকাররা ক্ষুব্ধ হয়ে সিটি করপোরেশনের তিনটি ময়লার গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং ভেঙে ও পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর করে।

দুপুর ১২টার দিকে হকারদের মিরপুর আইডিয়াল কলেজের সামনের অবস্থান করতে দেখা যায়। অন্যদিকে পুলিশের অবস্থান ছিল ১০ নম্বর গোল চত্বর এলাকায়।



KAKATUA
কাকাতুয়া
AGENCY

PARVIZ KAZI E.A.
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)

37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: info@kakatua.com | Web: www.kakatua.com

Serving Our Community For Over 25 Years

IRS e-file Provider

OUR SERVICES ARE:

- Income Tax
- Accounting
- Immigration
- Travels
- Insurance



সানম্যান এক্সপ্রেস
গ্লোবাল মানি ট্রান্সফার

Fast, Secure & Reliable Remittance

Cash Pickup Bank Deposit bKash

Remittance Partner

DHAKABANK LIMITED EXCELLENCE IN BANKING

aibl

SIBL Social Islami Bank Limited

Uttara Bank Limited

Agrani Bank Limited

পাইনইস্ট ব্যাংক লিমিটেড Southeast Bank Limited

JAMUNABANK

SSAC Bank Limited

আপনার রেমিটেন্স সংক্রান্ত পরামর্শ ও সেবার জন্য

সানম্যান এক্সপ্রেস কর্পোরেশন
Licensed as a Money Transmitter by the New York State Department of Financial Services.

HEAD OFFICE 3714 73rd Street (Suite-201), Jackson Heights, NY-11372 Phone: 718-505-2224

JACKSON HEIGHTS BRANCH 37-17 74th Street (1st FL) Jackson Heights, NY-11372 Phone: 718-565-5052

JAMAICA BRANCH 167-05 Hillside Ave. Jamaica, NY-11432 Phone: 718-297-3443

ASTORIA BRANCH 29-24 36 Avenue L.I.C., NY-11106 Phone: 718-729-0600

www.sunmanexpress.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২



যেভাবে চীনকে তৈরি করেছেন শি

ধরেছেন শি। খবর বিবিসির।

একই সময়ে, অনেক প্রধান গণতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে সম্পর্ক আরও বিতর্কিত হয়ে ওঠে, যার মধ্যে ছিল দক্ষিণ চীন সাগরে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা, তাইওয়ানকে ঘিরে ক্রমবর্ধমান চাপ এবং যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তীব্র হয়ে ওঠা প্রতিযোগিতা।

তবে চীনের অভ্যন্তরে বৃহত্তর রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেও শি-র উত্তরাধিকার সংজ্ঞায়িত হয়। শি জিনপিংয়ের অধীনে চীন নিরাপত্তা ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার ওপর অনেক বেশি জোর দিয়েছে এবং শিনজিয়াং, তিব্বত ও হংকংয়ের মতো জায়গায় এমন সব পদক্ষেপ নিয়েছে, যা সমর্থকদের মতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছে, কিন্তু সমালোচকদের মতে তা নাগরিক স্বাধীনতাকে ব্যাপকভাবে খর্ব করেছে।

তিনি তার নামে নামকরণ করা একটি মতাদর্শের প্রচার করেছিলেন- ‘নতুন যুগের জন্য চীনা বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সমাজতন্ত্র বিষয়ে শি জিনপিংয়ের চিন্তাধারা’ - যা তার পূর্ববর্তী দুজন করতে পারেননি।

শি সংবিধান থেকে রাষ্ট্রপতির মেয়াদের সীমাও তুলে দিয়েছেন, যাতে তিনি দুই মেয়াদের বেশিও দায়িত্ব পালন করতে পারেন।

চীনের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম শি-কে একজন গম্ভীর মানুষ হিসেবে চিত্রিত করে, কিন্তু মাঝে মাঝে তার একটি হালকা মেজাজের দিকও প্রকাশ পেয়েছে।

তিনি ফুটবলের প্রতি নিজের ভালোবাসার কথা বলেছেন, এমনকি থাই প্রধানমন্ত্রীর কাছে চীনা পুরুষ দলের পারফরম্যান্স নিয়ে নিজের হতাশার কথাও রসিকতা করেছেন, যুক্তরাজ্যের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরনের সঙ্গে এক গ্লাস বিয়ার পান করেছেন এবং দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রপতিকে তার কাছ থেকে উপহার হিসেবে চীনে তৈরি শাওমি ফোন গ্রহণ করার আগে সেগুলিতে কোনো ‘ব্যাকডোর’ আছে কি না তা পরীক্ষা করে দেখার বিষয়ে ঠাট্টা করেছেন।



বিরোধী মিছিল ‘অনুমতি ছাড়াই’ আকাশবাণী

অভিযান ঘিরে মঙ্গলবার দিনভর সরগরম ছিল দিল্লি। নির্বাচন সদনে যাওয়ার পথে বাধা পেয়ে আকাশবাণী ভবনের সামনে প্রায় সাড়ে ৮ ঘণ্টা অবস্থান-বিক্ষোভ চালাবার পরে দিল্লি পুলিশ আটক করে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল, ওয়েনাদেড়ের কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়ঙ্কা-সহ বেশ কয়েকজন বিরোধী সাংসদকে।

ফেরার হয়েও বেতন পাচ্ছেন প্রশান্ত বর্মন! বন্ধ করার নির্দেশ রাজ্যকে, ধরা না দিলে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হবে, বলল হাই কোর্ট

জ্ঞানেশকে অপসারণ করার দাবিতে বিরোধী জোট ‘ইন্ডিয়া’-র সাংসদেরা সংসদ চত্বর থেকে নির্বাচন সদন পর্যন্ত মিছিল করে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। দিল্লি পুলিশের বক্তব্য, এই কর্মসূচির জন্যও আগাম অনুমতি নেওয়া হয়নি। নির্বাচন সদনের কাছে মিছিল আটকে দেয় পুলিশ। সেখানেই অবস্থানে বসে পড়েন বিরোধী সাংসদেরা। সেই সময়েই আকাশবাণী ভবন চত্বরে ঢুকে



পড়েন রাহুল-প্রিয়ঙ্কা। সেখানে বসেই বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তারা।

দিল্লি পুলিশের এ-ও বক্তব্য যে, রাহুলদের বার বার ওই জায়গা থেকে উঠে যাওয়ার আর্জি জানানো হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা তাতে রাজি হননি। রাহুলদের দাবি ছিল, আগে সাংসদদের একটি প্রতিনিধিদলের সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকদের দেখা করতে হবে। দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, তাদের হস্তক্ষেপেই আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হয়নি। শেষমেশ আকাশবাণী ভবন চত্বর থেকে রাহুল-প্রিয়ঙ্কাকে সরিয়ে নিয়ে যায় পুলিশ। তাঁদের আটক করে নিয়ে যাওয়া হয় নিউ পুলিশ লাইনসে। পরে সেখান থেকে রাহুলদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

দিল্লি পুলিশ সূত্রে খবর, আকাশবাণী ভবন চত্বরে কোনও অনুমোদন ছাড়াই ঢুকে পড়া এবং সেখানে জমায়েত করার জন্যই রাহুল-প্রিয়ঙ্কাদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়েছে। কোন কোন ধারায় তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু হয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

দ্য হিন্দুকে হুমায়ুন কবির

সফরের পরিকল্পনায় ‘প্রধান চ্যালেঞ্জ’ হয়ে দাঁড়িয়েছে ভারতে অবস্থানরত বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার সহযোগীদের কর্মকাণ্ড। ঢাকার সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ (সিজিএস) আয়োজিত ‘বে-অব বেঙ্গল কনভারসেশন’-এর এক ফাঁকে দ্য হিন্দুর প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আওয়ামী লীগের নির্বাসিত নেতাদের কর্মকাণ্ড ভারতের জন্যও কোনো সুফল বয়ে আনবে না। এ সময় তিনি বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদীর প্রশংসা করেন। বলেন, তিনি ভালো ভূমিকা পালন করছেন। দিল্লি তার মতামতের গুরুত্ব দেবে বলেও আশা প্রকাশ করেন হুমায়ুন কবির।

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সম্ভাব্য ভারত সফর সম্পর্কে হুমায়ুন কবির বলেন, সফরটি দ্বিপক্ষীয় হবে। তবে কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে এবং সংলাপের মাধ্যমে আমরা সেগুলো কাটিয়ে উঠবো। প্রধান চ্যালেঞ্জটি হলো শেখ হাসিনা ও তার দল দিল্লিতে অবস্থান করছে। তারা দিল্লিতে বসে একটি দেশকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করছে। এটিও ভারতের জন্য কোনো সুফল বয়ে আনছে না। শেখ হাসিনা ও তার সহযোগীদের কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণের জন্য ভারতের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থান দমনের সময় প্রায় ২ হাজার বাংলাদেশি নাগরিককে হত্যার অভিযোগ আনেন হুমায়ুন কবির। তিনি তাকে ‘সন্ত্রাসী’ হিসেবে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ১৫ বছরেরও বেশি সময় বাংলাদেশ শাসন করা শেখ হাসিনার সরকারকে উৎখাত প্রক্রিয়ায় মানুষ জীবন দিয়েছেন। তাই অতীতের সঙ্গে বাংলাদেশের জনগণের একটি ‘পরিস্কার বিচ্ছেদ’ প্রয়োজন। তবে ভারতের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা চলছে এবং ঢাকায় তা স্বাগত জানানো হয়েছে বলেও জানান তিনি। হুমায়ুন কবির বলেন, আমরা কিছু ইতিবাচক লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি। ভারত তাদের (শেখ হাসিনা ও তার সহযোগীদের) নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করছে। দুই দেশের মধ্যে এটাই স্বাভাবিক রীতি। তারা যদি নিয়ন্ত্রিত থাকেন, তাহলে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে কোনো সমস্যা হবে না।

ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক অগ্রাধিকারে আছে বলেও জোর দেন তিনি। বলেন, প্রধানমন্ত্রীর সফর একটি অনুকূল সময়ে হবে এবং আমি আশাবাদী। প্রধানমন্ত্রী কখনো বলেননি যে, তিনি ভারত সফরে যাবেন না। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদীর ভূমিকার কথাও তুলে ধরেন তিনি।

দিল্লি-ঢাকা সম্পর্ক স্বাভাবিক করার ক্ষেত্রে



আওয়ামী লীগের নেতৃত্বকে ‘বাধা’ হিসেবেও উল্লেখ করেন তিনি। পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের সব ইস্যু নিয়ে আলোচনা করতে প্রস্তুত। তবে এর জন্য কিছু ‘পারস্পরিক সহযোগিতা’ প্রত্যাশা করে ঢাকা। তিনি বলেন, দুই সরকার যখন জাতীয় স্বার্থকে সামনে রেখে আলোচনায় বসে, তখন সব বিষয়ই সমাধান করা সম্ভব। তিনি আরও বলেন, ঢাকায় বসে কাউকে ভারতের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করার সুযোগ দেবে না বাংলাদেশ। একই ধরনের পদক্ষেপ ভারতও নেবে বলে তিনি প্রত্যাশা করেন।

দ্য হিন্দুর সঙ্গে আলাপকালে ‘কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন’ ধারণাটির ব্যাখ্যা করে হুমায়ুন কবির বলেন, প্রতিটি দেশই কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন চায়। ভারতও তার কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন চায়। বাংলাদেশও তার কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন চায়। এই ধারণাটি মূলত আমাদের কী প্রয়োজন, সেটিকে ঘিরে।



প্রয়াত বর্ষীয়ান অভিনেতা নানা পটেকর

হয়ে হঠাৎ সংজ্ঞা হারান তিনি। চিকিৎসকদের চেষ্টাতেও তাঁকে বাঁচানো যায়নি।

বৃহস্পতিবার ভোরে বাড়িতে বৃকে ব্যথা অনুভব করেন নানা। তার পরেই সংজ্ঞা হারিয়ে পড়ে যান তিনি। ভোর সওয়া ৫টা নাগাদ তড়িঘড়ি তাঁকে গোয়ার মণিপাল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সংবাদসংস্থা এএনআই জানিয়েছে, তার আগে ৪৫ মিনিট ধরে সিপিআর দিয়ে তাঁকে বাঁচানোর শেষ চেষ্টা করেছিলেন সেখানকার চিকিৎসকেরা। কিন্তু চিকিৎসকদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। মৃত্যুর প্রকৃ

ত কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে ওই হাসপাতালেই নানার দেহের ময়নাতদন্ত হবে। অভিনেতার পুত্র মালহার পটেকর জানিয়েছেন, বৃকে ব্যথা অনুভব করার পরেই চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন নানা। তার পরেই চিকিৎসকদের একটি দল অভিনেতার গোয়ার বাড়িতে যায়। কিন্তু চিকিৎসকদের দল সেখানে পৌঁছে দেখে, সংজ্ঞা হারিয়েছেন নানা। একটানা সিপিআর দেওয়ার পরেও নানার সংজ্ঞা না-ফেরায় অভিনেতাকে দ্রুততার সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সাড়ে ৫টা ২০ মিনিট নাগাদ নানাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা।

নানার আসল নাম বিশ্বনাথ পটেকর। তবে অভিনয়জীবনে নানা নামেই জনপ্রিয়তা পেয়েছেন তিনি। মূলত হিন্দি এবং মরাঠি সিনেমায় চুটিয়ে কাজ করেছেন। কাজ করেছেন তামিল সিনেমাতেও। ১৯৭৮ সালে ‘গমন’ সিনেমা দিয়ে নানার অভিনয়জীবনের সূচনা হয়। চলচ্চিত্র এবং থিয়েটারে অভিনয়ে হাতেখড়ি হওয়ার আগে মুম্বইয়ের জেজে স্কুল অফ আর্ট-এ পড়াশোনা করেছিলেন নানা।

নানা পটেকরের অভিনয়ে শুধু যৌবনের দাঢ়া ছিল না, তাঁর অভিনয়ের নিজস্ব অভিধানে ছিল গলার স্বরের ওঠানামা, চোখের স্থির দৃষ্টি, শরীরী ভাষা এবং সংলাপ উচ্চারণের এক স্বতন্ত্র ছন্দ। সেই অভিনয়-ভাষাই কখনও চরিত্রকে করে তুলেছে ভয়ঙ্কর, কখনও অসহায়, কখনও আবার নিখাদ হাসির উৎস।

‘পরিন্দা’-য় অগ্না শেঠের চরিত্রে তাঁর অভিনয়ে হিংস্রতা ও মানসিক অস্থিরতার যে মিশ্রণ দেখা যায়, তা তাঁকে এনে দিয়েছিল জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার এবং ফিল্মফেয়ারের সেরা সহ-অভিনেতার পুরস্কার। ‘ক্রান্তিবীর’-এ প্রতাপনারায়ণ তিলকের চরিত্রে তাঁর ক্রোধ, ক্ষোভ এবং প্রতিবাদের বিক্ষোভ ফের তাঁকে দেয় জাতীয় স্তরে সেরা অভিনেতার শিরোপা। ‘অগ্নিসাক্ষী’-তে মানসিক ভাবে বিপজ্জনক এক স্বামীর চরিত্রে আবারও তাঁর অভিনয় জাতীয় স্বীকৃতি পায়। নানার চরিত্রটি ছিল এক আসক্ত এবং নির্যাতনপ্রবণ স্বামীর, যে স্ত্রীকে নিয়ে ভয়ঙ্কর রকমের অধিকারবোধে আক্রান্ত। কিন্তু নানার অভিনয় যে শুধু ক্রোধ ও অন্ধকারে আটকে নেই, তার প্রমাণ ‘খামোশি: দ্য মিউজিক্যাল’। শ্রবণ ও বাকশক্তিহীন মেয়ের বাবার চরিত্রে সংলাপের চেয়ে মুখের অভিব্যক্তি ও শরীরী ভাষাই হয়ে ওঠে তাঁর প্রধান অস্ত্র। ‘প্রহার: দ্য ফাইনাল অ্যাক্ট’-এ নানার অভিনয় মনে রাখার মতো। ওই ছবিতে মেজর ডিএস চহাণের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন নানা। ছবিটি তিনি পরিচালনাও করেছিলেন। চরিত্রটি ফুটিয়ে তোলার জন্য তিনি মরাঠা লাইট ইন্ডাস্ট্রির শারীরিক প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন।

‘অব তক ছাপ্পান’-এর সদু আগাশে এবং ‘ওয়েলকাম’-এর উদয় শেট্টী-দুই সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর চরিত্রেও তিনি সমান স্বচ্ছন্দ। আর ‘নটসম্রাট’-এ গণপত বেলভালকরের ভূমিকায় এসে নানা পাটেকর যেন নিজের অভিনয়-ক্ষমতার শেষ সীমানাটাই ছুঁয়ে ফেলেন। এখানে তাঁর শক্তি সংলাপের উচ্চারণ নয়, বরং সংলাপের পরের নীরবতায়। অহংকার যখন ধীরে ধীরে অসহায়তায় বদলে যায়, স্মৃতি যখন বর্তমানকে গ্রাস করে, তখন তাঁর মুখটাই হয়ে ওঠে চরিত্রের মঞ্চ। এই কারণেই নানা পাটেকরকে কেবল ‘দাপুটে অভিনেতা’ বলে দাগিয়ে দেওয়া যায় না। ভারতীয় মূলধারার সিনেমায় তিনি এমন এক বিরল অভিনেতা, যিনি কোনও চরিত্রের ভূমিকায় অভিনয় করেন না-প্রায়শই চরিত্রের অস্বস্তি, ক্ষত আর ক্রোধকে নিজের শরীরের ভিতর দিয়ে দর্শকের সামনে দৃশ্যমান করে তোলেন। চলতি বছরেই মুক্তি পাওয়া ‘সুবোদার’ সিনেমায় অনিল কপূরের সঙ্গে দেখা গিয়েছিল নানাকে।

TAX SERVICES



অত্যন্ত দক্ষতার সাথে নির্ভুলভাবে
পার্সোনাল ট্যাক্স ফাইল করা হয়



25%
Special
Discount

RAFIQUE AHMED, PhD.
Tel: (917) 442 2872

37-18, 73rd Street (Suite-502), Jackson heights, NY-11372
(খামার বাড়ি প্রোসারির বিল্ডিং এর ৫ম তলায়)



সমকালীন ও লোকগানের শিল্পী

কৌশলী ইমা

যোগাযোগ



পরিচালক : সঙ্গীত একাডেমি, কমনেকটিকটি (মুফরাস্টি)

ফোন : ৮৬০-৭১৩-১২৮৫

kousholyema@gmail.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪



কাশ্মীরে গিয়ে গা ঢাকা! ৬০০ বাংলাদেশিকে আনা হচ্ছে

ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করছে কেন্দ্রীয় সরকার। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই ১৫০ জন বাংলাদেশিকে কাশ্মীর থেকে বায়ুসেনার বিমানে করে নিয়ে আসা হয়েছে এই রাজ্যে। তিনটি সীমান্তবর্তী জায়গা দিয়ে তাঁদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর কাজ শুরু করেছে বিএসএফ। বৃহস্পতিবারের মধ্যে আরও ১৫০ জন বাংলাদেশিকে এই রাজ্যে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বাকিদের পরের দফায় ফেরত পাঠানোর ব্যাপারে চলছে আলোচনা। গোয়েন্দাদের সূত্র জানিয়েছে, গত বেশ কয়েক বছর ধরে বেআইনিভাবে বাংলার সীমান্ত পেরিয়ে অনুপ্রবেশ করেছে বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গারা। ইতিমধ্যেই নথিপত্র ও পরিচয়পত্রের ভিত্তিতে ৬০০ জন বেআইনিভাবে বসবাসকারী বাংলাদেশিকে শনাক্ত করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে মহিলারাও রয়েছে। আপাতত আটক করে তাঁদের রাখা হয় আলাদা জায়গায়। ওই ৬০০ জনের মধ্যে প্রথম দফায় ১৫০ জনকে বায়ুসেনার বিমানে করে নিয়ে আসা হয় বাগডোগরা বিমানবন্দরে। বিএসএফ সেখান থেকে তাদের সড়কপথে নিয়ে যায় সীমান্তবর্তী এলাকায়। চ্যাংরাবান্ধা, হিলি ও মালদহ সীমান্ত দিয়ে তাদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবারের মধ্যেই আরও ১৫০ জন বাংলাদেশিকে নিয়ে আসা হচ্ছে বাংলায়। তাঁদের উত্তরবঙ্গ সীমান্ত ছাড়াও দক্ষিণবঙ্গের বেনাপোল ও গদে সীমান্ত পেরিয়েও বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর ব্যাপারে আলোচনা চলছে। এ ছাড়াও আরও ৩০০ জন বাংলাদেশিকে পরের দু'দফায় নিয়ে এসে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হবে। গোয়েন্দাদের দাবি, মূলত দালালচক্রের মাধ্যমে বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গারা চোরাপথে বাংলাদেশ সীমান্ত পেরিয়ে অনুপ্রবেশ করে। তার পর ওই দালালচক্রের মাধ্যমেই তাঁরা ছড়িয়ে পড়ে এই রাজ্য-সহ দেশের বিভিন্ন জায়গায়। বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গাদের একটি অংশকে নিয়ে যাওয়া হয় জম্মু ও কাশ্মীরে।

গোয়েন্দাদের কাছে খবর, তাঁদের মধ্যে অনেকেই সেখানে শ্রমিকের কাজ করে। আবার অনেকে দোকান বা রেস্টোরাঁয় কাজ জুটিয়ে নেয়। যদিও গোয়েন্দাদের অভিমত, বাংলাদেশি জঙ্গি সংগঠনের কিছু সদস্য ও জঙ্গিরা যে রোহিঙ্গাদের মগজধোলাই করেছে, তারাও ওই অনুপ্রবেশকারীদের সঙ্গে শ্রমিকদের ছদ্মবেশেই পৌঁছে যায় জম্মু ও কাশ্মীরে। জম্মুর বিভিন্ন জেলা ও শ্রীনগর-সহ কাশ্মীরের অনেক জায়গায়ও তারা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকতে শুরু করে। বাংলাদেশি শ্রমিকদের মধ্যে মিশে গিয়ে তারা পাকিস্তানি জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ করে দেশবিরোধী কার্যকলাপ চালাচ্ছে, এমন অভিযোগও ওঠে। তারই সূত্র ধরে জম্মু ও কাশ্মীর এবং কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা অনুপ্রবেশকারীদের শনাক্তকরণের কাজ শুরু করেন বলে জানিয়েছেন গোয়েন্দারা।

ইজরায়েলে হামাস-হামলার তিন বছর

চালিয়েছিল প্যালেস্টাইনি সশস্ত্র সংগঠন হামাস। এই হামলার জেরে মৃত্যু হয়েছিল প্রায় ১,১০০ জনের। শুধু তা-ই নয়, ২৫১ জন ইজরায়েলি নাগরিককে পণবন্দিও করেছিল হামাস। তাঁদের মধ্যে ১৬৮ জন পরবর্তী সময়ে ধাপে ধাপে মুক্তি পেলেও বাকিদের হামাসের হেফাজতেই মৃত্যু হয়েছিল।

মঙ্গলবার সেই ভয়াবহ স্মৃতির তৃতীয় বর্ষপূর্তি পালন করল ইজরায়েল। প্যালেস্টাইনি জঙ্গিদের পাশাপাশি তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু সরকারের বিরুদ্ধেও অপদার্থতার অভিযোগ তুললেন ইহুদি আমজনতার একাংশ। যদিও নেতানিয়াহু নিহতদের পরিবারের উদ্দেশে শোকবার্তার পাশাপাশি দাবি করলেন, হামাসের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছে তাঁর সেনা। তাঁর কথায়, “শয়তান পরাস্ত হয়েছে। গাজায় হামাসের রক্তের রাজত্ব পুরোপুরি শেষ করা হবে। গত তিন বছরে হামলাকারী ৪,০০০ সন্ত্রাসবাদীকে ইজরায়েল নির্মূল করেছে এবং বাকিদেরও খুঁজে বার করা হবে।”

নিহতদের স্মরণে বুধবার দিনভর নানা কর্মসূচি পালিত হয়েছে ইজরায়েল জুড়ে। হামাসের মূল হামলাস্থল দক্ষিণ ইজরায়েলের কিবুৎজ এবং নোভায় জড়ো হয়েছিলেন হাজার হাজার মানুষ। অন্য দিকে, তেল আভিভের ডিসেনগফ স্কোয়্যারে ফোয়ারার জল রক্তের মতো লাল করে দেওয়া হয় এবং নিহতদের প্রতীকী ভাস্কর্য বসানো হয়। তার নীচে লেখা ছিল ‘সম্পূর্ণ ব্যর্থতা’! হামাসের হামলা ঠেকাতে নেতানিয়াহু সরকার ব্যর্থ বলে অভিযোগ তুলে প্রতিবাদও জানানো হয়।

জেরুসালেমে নিহতদের পরিজনেরা নেসেটের (ইজরায়েলি পার্লামেন্ট) সামনে জড়ো হয়ে

সরকারের ভূমিকা নিয়ে বিক্ষোভ দেখান। তিন বছর আগে হামাসের হামলার পরে গাজা ভূখণ্ডকে হামাসমুক্ত করতে পাল্টা অভিযান শুরু করেছিল ইজরায়েল। হামাসের শীর্ষনেতৃত্বের পাশাপাশি সেই হামলায় নিহত হয়েছিলেন প্রায় ৭৫ হাজার সাধারণ প্যালেস্টাইনি নাগরিক। ২০২৫ সালের ১৯ জানুয়ারি আমেরিকা, মিশর

মধ্যবর্তী নির্বাচনে মিশিগান কী

চেয়েও বড় নকশাকার।

মিশিগান রাজ্যের আরেকটি বড় অধ্যায় অভিবাসনের। একসময় ইউরোপ থেকে আসা শ্রমিকেরা ছোট্টেটের কারখানায় ঘাম বরিয়েছেন। পরে এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ এশিয়া ও আফ্রিকার অভিবাসীরা এসে রাজ্যের সামাজিক ও অর্থনৈতিক চেহারা বদলে দিয়েছেন। সবচেয়ে দৃশ্যমান উদাহরণ ডিয়ারবর্ন। যেখানে আমেরিকার পুরোনো শিল্পসভ্যতা আর নতুন অভিবাসী আমেরিকা পাশাপাশি হাটে।

২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্প ডিয়ারবর্নে জিতেছিলেন। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের বরাতে যা ২০০০ সালের পর কোনো রিপাবলিকান প্রার্থীর প্রথম জয় বলে বলা হয়। গাজা ও মধ্যপ্রাচ্যনীতি নিয়ে হতাশ আরব-আমেরিকান ভোটারদের একটি অংশ সেবার ডেমোক্র্যাটদের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। বার্তাটি স্পষ্ট ছিল: মিশিগানের মুসলিম ও আরব-আমেরিকান ভোটাররা আর কোনো দলের স্থায়ী সম্পত্তি নন। পিউ রিসার্চ সেন্টারের ২০২৩২৪ সালের তথ্য অনুযায়ী, মুসলিম আমেরিকানদের ৫৩ শতাংশ ডেমোক্র্যাটদের দিকে ঝুঁকেন। ৪২ শতাংশ রিপাবলিকানদের দিকে, ফলে ব্যবধান আগের চেয়ে অনেক সংকীর্ণ।

এই পরিবর্তনের সবচেয়ে নাটকীয় প্রতীক এখন আবদুল এল-সাইয়েদ। সাবেক স্বাস্থ্য কর্মকর্তা এই প্রগতিশীল মুসলিম ডেমোক্র্যাট ৫ আগস্ট ২০২৬ সালে অত্যন্ত অল্প ব্যবধানে প্রাইমারিতে কংগ্রেসওম্যান হ্যালি স্টিভেন্সকে হারিয়ে সিনেট মনোনয়ন জিতেছেন। নভেম্বরে জিতলে তিনিই হবেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম মুসলিম সিনেটর। তাঁর জয় মুসলিম, আরব, তরুণ ও প্রগতিশীল ভোটারদের বাড়তে থাকা রাজনৈতিক ওজনেরও এক বড় সংকেত। কিন্তু সেই জয়ের পরপরই শুরু হয়েছে আক্রমণ। রিপাবলিকানরা তাঁর পূর্ণ নাম ‘আবদুর রহমান মোহাম্মদ এল-সাইয়েদ’ ব্যবহার করে বিজ্ঞাপন ছেড়েছে। তাঁকে ‘সবচেয়ে উগ্রপন্থী’ প্রার্থী বলেছে। কেউ কেউ সন্ত্রাসবাদের সঙ্গেও জুড়ে দিয়েছেন। যদিও এসব দাবির পক্ষে প্রমাণ হাজির করা হয়নি। এল-সাইয়েদের নিজের জবাব ছিল, তিনি সারা জীবন মিশিগানে ‘আবদুল’ হয়েই বড় হয়েছেন। এই রাজ্য আবদুল হওয়ার জন্য পৃথিবীর সেরা জায়গা।



ও কাতারের মধ্যস্থতায় অন্তর্বর্তী যুদ্ধবিরতি হলেও এখনও ইজরায়েলি হানাদারি পুরোপুরি থামেনি গাজায়। গত মাসেও ইজরায়েলি ভূখণ্ডে ৭ অক্টোবরের হামলার অন্যতম চক্রী, হামাসের অর্থ বিভাগের প্রধান মহম্মদ আবু আলওয়ান নেতানিয়াহু ফৌজের হামলায় নিহত হয়েছেন। সবচেয়ে বড় কথা পশ্চিম এশিয়ার সংঘাত আর শুধু গাজায় সীমাবদ্ধ নেই। ডোনাল্ড ট্রাম্প, নেতানিয়াহুদের ‘সৌজন্যে’ তা ছড়িয়ে পড়েছে লেবানন, ইরান, ইয়েমেনেও।

একটি পরিপূর্ণ গ্রোসারী ও পুষ্টিগুণ সম্পন্ন সেরা প্রতিদান

জামাইখার প্রেসেন্টের জন্যে এক ঐতিহ্যবাহী নাম

FATEMA GROCERY & HALAL MEAT

ফাতেমা গ্রোসারী এন্ড হালাল মীট

- প্রতিদিনই সবকিছু ফ্রেশ
- এখানে সর্বদাই তাজা হালাল মাংস ও চিকেন পাওয়া যায়
- প্রতি সপ্তাহে পেণ্ডনে আসা তাজা মাছ পাওয়া যায়

BEST PRICE 100% BEST PRICE GUARANTEED

167-11 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432

Tel: 718-291-9642

এখানে পাবেন সকল প্রকার মসলা, বাংলাদেশী তাজা ও ফ্রোজেন মাছ টাটকা শাক-সব্জী এবং নিত্য প্রয়োজনীয় গোসারী সামগ্রী



LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY

ATTORNEY AT LAW

ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE

ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ। ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমিনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স

বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস

সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ

ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার

MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK

347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street. (1F). Jackson Heights. NY 11372

R&R DENTAL LAB



আমরা অধি উন্নতমানের Technology ও অভিজ্ঞ Technician দ্বারা সব ধরনের Acrylic, metal, flexilble Dentures তৈরী করে থাকি। আমরা দ্রুত Pickup ও Delivery করি। তাছাড়া যাবতীয় Repair, Reline, add tooth ও Nightguard একই দিনে মেরামত করে Delivery করি। আমরা প্রায় ৩০ বছর যাবত সুনামের সাথে Dentures এর কাজে নিয়োজিত আছি।

We guarantee your satisfaction

Tel: (718)-533-1611

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪



‘কথা রাখেননি’ শুভেন্দু, প্রার্থী হয়েও ‘গদারি’ করেছেন পুত্র! চোখের জলে রাজনীতি ছাড়ার ঘোষণা অভিমানী হুমায়ূনের

কোলকাতা ডেস্কঃ বিধানসভা নির্বাচনে দুটো আসনে লড়েছিলেন নিজে। জিতেছিলেন দুটোতেই। প্রায় ৫৮ হাজার ভোটের ব্যবধানে জয়ী হন রেজিনগরে। নওদার বিধায়ক হওয়ার পর বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়েছিলেন, পারলে উপনির্বাচনে রেজিনগর বার করে দেখাক তারা। কিন্তু সেই কেন্দ্রে ভোটের পরদিনই ‘নাকের জলে চোখের জলে’ দশা হুমায়ুন কবীরের! কখনও মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি ‘অভিমানী’ নওদার বিধায়ক বলছেন আর বিধানসভায় যাবেন না। কখনও কাঁদতে কাঁদতে বলছেন, আর রাজনীতিই করবেন না। তার পর উপনির্বাচনে দলের প্রার্থী, পুত্র গোলাম নবী আজাদকেই ‘গদার’ বলে বসলেন আম জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রতিষ্ঠাতা!

মঙ্গলবার রেজিনগরে ভোট শুরুর খানিকক্ষণের মধ্যেই রাজ্য পুলিশকে একহাত নিয়েছিলেন হুমায়ুন। অভিযোগ, শাসকদলের হয়ে পুলিশই ভোটে ‘রিগিং’ করছে। পুলিশের সঙ্গে তর্ক-বিতর্কের পর আটক হন। সন্ধ্যায় ছাড়া যখন পেলেন, তখন ভোটগ্রহণও সমাপ্ত। তার আগেই রেজিনগরের আম জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রার্থী হার স্বীকার করে বসেছেন। বলেছেন, আর ৯ অক্টোবরের জন্য অপেক্ষা করতে হবে না। ফল তাঁর জানা।

বুধবার সকালে আবার একপ্রস্ত বিজেপি, মুখ্যমন্ত্রী এবং পুলিশকে দুখে হুমায়ুনও বলে দেন, রেজিনগর এ বার পদ্ধতিবিরোধী। বিপুল ভোটে জয়ী হবে শুভেন্দুর দল। তার পর বার বার করে কঁদেছেন হুমায়ুন। চোখ মুছে বলেছেন, এমন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আর রাজনীতি করার কারণ খুঁজে পাচ্ছেন না। তিনি এ-ও দাবি করেছেন, ভোটের আগে একদিন মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে বলেছিলেন তাঁর পুত্রই প্রায় ৩০ হাজার ভোটে রেজিনগরে জিতবেন। কিন্তু কথা রাখেননি মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু তিনি তো রাজনৈতিক বিরোধী? বোঝাপড়া হয়েছিল? জবাব না দিয়ে হুমায়ুন চলে যান বহুল আলোচিত এবং বিতর্কিত বাবরি মসজিদ প্রসঙ্গে। তিনি জানান, মুর্শিদাবাদে বাবরির প্রতিষ্ঠা করবেনই। এ ব্যাপারে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

তার পর বিকেল গড়াতেই ছেলের ভূমিকায় ক্ষোভ প্রকাশ করে তাঁকে ‘গদার’ বলেন হুমায়ুন। শুধু তা-ই নয়, পুত্রকে পরামর্শ দিয়েছেন পারিবারিক ব্যবসা দেখার। রাজনীতি তাঁর কর্ম নয়। পুত্র সটান বাবাকে ‘ফ্রাস্ট্রেটেড’ (হতাশ) বলে বসেছেন। গোলাম ওরফে রবিনের দাবি, মঙ্গলবার পুলিশের হাতে হেনস্থা হওয়ার পর তাঁর বাবা মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত। হতাশা এবং অভিমান থেকে এ সব বলছেন।

কিন্তু হুমায়ূনের বিশ্বাস, ছেলেই পিছন থেকে ছুরিটা মেরেছেন। কী ভাবে? আম জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান জানান, ভোটে জিতে অন্য কেউ দল বদলে ফেলতে পারেন, এই ভেবে নিজের ছেড়ে দেওয়া আসনে ছেলেকে প্রার্থী করেছিলেন। বাধার মুখে দাঁড়িয়েও ভোটপ্রচার করেছেন। কিন্তু ছেলে লড়াই করার মনোভাবই দেখাননি। তিনি জানান, মঙ্গলবার পুলিশের হাতে আটক হওয়ার পর পুত্রকে বার্তা দিয়েছিলেন, রেজিনগরের পার্টি অফিসের দখল যেন থাকে। কর্মীদের মনোবল যেন বজায় রাখেন তিনি। কিন্তু তাঁর আটক হওয়ার পর সাহসিকতা দেখানো তো দূরঅন্ত, ভয় পেয়ে দলীয় কর্মীদের বুথ ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন গোলাম! ওই কথা বলতে গিয়ে বিরক্তি ফুটে ওঠে হুমায়ূনের চোখেমুখে। তাঁর কথায়, “ভাবতেই পারিনি ও এ রকম কাজ করবে। কর্মীরা যাতে লড়াই থেকে সরে যায়, প্রত্যেকে যাতে বাড়ি ফিরে যায়, ভোটের সময় সেটাই বলেছে! সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেছে ও। এটা তো রাজনৈতিক ভাবে একপ্রকার গদারি।” এখানেই থামেননি গোলামের পিতা। পুত্রের উদ্দেশ্যে বলেছেন, “ওর মতো ভিত্তি ছেলে রাজনীতিতে কিছুই করতে পারবে না।” আবার শুভেন্দু এবং তাঁর পুলিশ-প্রশাসনের সমালোচনা করে জানান, আসলে ছেলের উপর আস্থা রাখাটাই তাঁর মস্ত ভুল ছিল।

বাবার এ হেন আক্রমণে চুপ থাকেননি গোলাম। তবে সংঘাত এড়াতে চেয়েছেন। তিনি নরম গলায় বলেছেন, তাঁর বাবার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন। কিন্তু কখনও এমন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি

কখনও হতে হননি তিনি। গোলামের কথায়, “একজন নির্বাচিত বিধায়ককে থানার ওসি জামার কলার ধরে পুলিশভ্যানে তোলার মতো নজিরবিহীন ঘটনা ঘটেছে। বাবা মানসিক ভাবে ভেঙে পড়েছেন। এমন রাজনীতি দেখে বাবা চরম ফ্রাস্ট্রেটেড (হতাশ)। সেই কারণেই হয়তো আমার উপর অভিমান থেকে এই কথা বলছেন।” তিনি আরও জানান, ভোটের লড়াই জিততে গিয়ে নিজের বা দলের কোনও কর্মীর ক্ষতি হোক, তা তিনি চাননি। যদিও পিতা-পুত্র দু’জনেই ফলঘোষণার আগে ফলের আশা ছেড়েই দিয়েছেন।

রেজিনগরের বিজেপি প্রার্থী শাখারভ সরকার অবশ্য দাবি করেন, এই সব বলার পিছনে হুমায়ূনের কোনও অভিসন্ধি রয়েছে। তাঁর কটাক্ষ, “পরিস্থিতি অনুযায়ী নাটক করায় উনি ওস্তাদ। অতীতে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের নিয়ে যে অপশব্দ ব্যবহার করেছেন, মানুষ তার ফল ওঁকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। নিশ্চিত হার বুঝতে পেরে সহানুভূতি কুড়োতে এখন নতুন নতুন নাটক করছেন। সুযোগ পেলে আবার ধর্মের তাস নিয়ে মাঠে নেমে পড়বেন। ওঁদের বাবা-ছেলে, কারও কথার কোনও প্রাসঙ্গিকতা নেই রাজনীতিতে।”

শ্রমের জালে ‘ফাঁসিয়ে’ বিয়ে, অর্থ হাতিয়ে থাইল্যান্ডের তরুণীকে ধর্ম বদলে চাপ! শ্রেষ্ঠার কানপুরের ইরফানকে

কোলকাতা ডেস্কঃ শ্রমের জালে ‘ফাঁসিয়ে’ বিয়ে, অর্থ হাতিয়ে থাইল্যান্ডের তরুণীকে ধর্ম বদলে চাপ! শ্রেষ্ঠার কানপুরের যুবক থাইল্যান্ডের তরুণীকে শ্রমের জালে ফাঁসিয়ে বিয়ে, ধর্ম বদলে চাপ দেওয়ার অভিযোগে শ্রেষ্ঠার কানপুরের যুবক, কথায় আছে, ‘পিরিতি কাঁঠালের আঠা/লাগলে পড়ে ছাড়ে না’। বাংলার প্রাচীন প্রবাদটি



একেবারে অক্ষরে অক্ষরে সত্যি হয়ে গেল থাইল্যান্ডের তরুণীর জীবনে। তোলপাড় হয়ে গেল তাঁর জীবন। প্রেমে পড়ে ভারতীয় যুবককে বিয়ে করেছিলেন। দাম্পত্য জীবন শুরু হতে না হতেই প্রথমে আর্থিক প্রতারণার শিকার, টাকা ফেরত চাইতে ধর্মবদলে চাপ দেওয়ার অভিযোগ। এরপর স্বামীর বাড়িতে আসতেই হৃদয় ভাঙল থাইল্যান্ডের তরুণীর। দেখলেন, স্ত্রী, সন্তান নিয়ে দিবি সুখে রয়েছেন স্বামী! বুঝলেন, তিনি ডাहा ঠকে গিয়েছেন। বিদেশি যুবতীর এহেন দুর্দশার কথা শুনে অবশ্য পাশে দাঁড়িয়েছে কানপুরের পুলিশ। ‘প্রতারক’ স্বামী ইরফানকে গ্রেপ্তার করেছে। শ্রমের জালে জড়িয়ে জীবনে এত বড় ধাক্কা খাবেন, তা বোধহয় দুঃস্বপ্নেও ভাবেননি থাইল্যান্ডের তরুণী উপসার্ন। দিবি নিজের দেশে নিজের রেষ্টুরা খুলে ব্যবসা জমিয়েছিলেন। মোটের উপর সফল উদ্যোগপতি হিসেবে কাটছিল জীবন। এমন সময়ে সোশাল মিডিয়ায় কানপুরের যুবক ইরফানের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় তাঁর। ধীরে ধীরে দু’জনের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। একসময়ে প্রেম এতটাই জমে যায় যে বছর দুই আগে থাইল্যান্ড ছুটে যান ইরফান। বিয়ের প্রস্তাব দেন উপসার্নকে। শ্রমের জোয়ারে বাঁধা পড়েন দু’জন। বিয়ের কয়েকদিন পর ইরফান নিজের ব্যবসা করবেন বলে নববিবাহিত স্ত্রীর কাছ থেকে ধাপে ধাপে বেশ কিছু টাকা ধার নিয়ে ফিরে আসেন কানপুরে। উপসার্ন চাইছিলেন, দু’জনে একসঙ্গে থাকতে। থাইল্যান্ড ছেড়ে কানপুরে চলে আসতে চান। তাতে প্রথমে রাজি হচ্ছিলেন না ইরফান। কিন্তু জোর করেই থাই তরুণী চলে আসেন স্বামীর বাড়িতে। এরপরই কাহানি মে টুইস্ট!

উপসার্ন জানতে পারেন, ইরফানের ১২ বছরের বিবাহিত জীবন, রয়েছে সন্তানরাও। তাহলে কেন এই বিয়ে গোপন করে তাঁকে বিয়ে? অভিযোগ, এই প্রশ্ন করতেই উপসার্নের উপর নেমে আসে অত্যাচার। ইরফান সাফ তাঁকে জানান, একসঙ্গে থাকতে হলে ধর্ম বদলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে হবে, বোরখা পরে থাকতে হবে। সেইসঙ্গে চলে মারধরও। ততদিনে উপসার্ন হিসেব করে দেখেন, ইরফান ব্যবসার নামে তাঁর কাছ থেকে একে একে ৬০ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। আর সহ্য করতে না পেরে সোজা পুলিশের দ্বারস্থ হন থাইল্যান্ডের তরুণী। পুলিশ সব শুনে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে তদন্তে নামে। বিদেশিনীকে শ্রমের জালে ফাঁসিয়ে বিয়ে, ধর্মবদলে চাপ, আর্থিক প্রতারণা একগুচ্ছ অভিযোগে মামলা দায়ের হয়। ইরফানকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সোশাল মিডিয়ায় নিজের জীবনের এই ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা শেয়ার করেছেন উপসার্ন। আপাতত তিনি পুলিশি নিরাপত্তায় রয়েছেন।

Karnafully Travel Inc
37-16 73rd Street, Jackson Heights,
NY-11372 Suite # 201FR
tel : 718-205-6050 ,718-205-6055

TRAVIS NY INC
ALL KIND OF CELL PHONE ACCESSORIES
WHOLESALE



Tel: 929-278-9609
73-21 Broadway, (Lower Level) Jackson Heights, NY 11372

JOY TECH ELECTRONICS & COMPUTER

সেলস এবং রিপেয়ার

Laptop এবং Desktop কম্পিউটার রিপেয়ার।
Cellphone, TAB, iPad রিপেয়ার ও আনলক করা হয়।
GSM আনলক সেলফোন বিক্রয়।

সবধরনের Accesories পাওয়া যায়
সিম কার্ড এক্টিভেশন / সব ফোন বিল পে করা হয়।

ultra mobile, SIMPLY, h2o, T-Mobile, univision mobile, Lycamobile

Ph : (347) 730-5984 | Cell: (646) 707-7733
37-22 73RD ST, SUITE # 1D, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪



সোনালী এক্সচেঞ্জ বিজনেস প্রমোশনাল ক্যাম্পেইন শুরু

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের সরকারী প্রধান বাণিজ্যিক ব্যাংক সোনালী ব্যাংকের সাবসিডিয়ারী প্রতিষ্ঠান সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক প্রবাসী বাংলাদেশী সেবার মান আরো বৃদ্ধি করতে শুরু করেছে ‘বিজনেস প্রমোশনাল ক্যাম্পেইন’। প্রতিষ্ঠানটির জ্যামাইকা শাখা থেকে শুরু হয়েছে এই ক্যাম্পেইন। মঙ্গলবার (৬ অক্টোবর) মাসব্যাপী এই ক্যাম্পেইন-এর উদ্বোধন করেন প্রতিষ্ঠানটির প্রেসিডেন্ট ও সিইও মোহাম্মদ মহসিন কবীর। এসময় সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক ম্যানেজার এমরাম হোসেন ভূইয়া, সিনিয়র অফিসার মনিউর রহমান ও কর্মকর্তা সৈয়দা আর মনসুর উপস্থিত ছিলেন। খবর ইউএনএ’র।

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক প্রেসিডেন্ট ও সিইও মোহাম্মদ মহসিন কবীর মঙ্গলবার ইউএনএ প্রতিনিধির সাথে আলাপকালে জানান, সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী তার কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দেশে অর্থ প্রেরণে বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। প্রবাসীদের কথা ভেবে বিশেষ করে গ্রাহক সেবা আরো বাড়াতে অক্টোবর মাসব্যাপী ‘বিজনেস প্রমোশনাল ক্যাম্পেইন’ শুরু হলো। তিনি বলেন, বিশেষ করে অ্যাপসের মাধ্যমে অর্থ প্রেরণে প্রবাসীদের উদ্বুদ্ধ করাও এই ক্যাম্পেইন-এর অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। কেননা, অ্যাপসের মাধ্যমে সহজেই ঘরে বসে দেশে অর্থ প্রেরণ সম্ভব। এতে সময়ও বাঁচবে আবার দ্রুত অর্থ প্রেরণ করা যাবে। কাটা যাবে না বাড়তি অর্থ। এছাড়াও সোনালী এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে বন্ড ক্রয় সহ বিভিন্ন সুবিধা রয়েছে।

মোহাম্মদ মহসিন কবীর বলেন, সোনালী এক্সচেঞ্জের জ্যামাইকা শাখার মাধ্যমে ‘বিজনেস প্রমোশনাল ক্যাম্পেইন’ শুরু হলো। পর্যায়ক্রমে নিউইয়র্কের আরো ৫টি শাখা এবং নিউজার্সি, লস এঞ্জেলস ও জর্জিয়া রাজ্যের আটলান্টা শাখায় ‘বিজনেস প্রমোশনাল ক্যাম্পেইন’-এর কার্যক্রম চলবে। প্রেসিডেন্ট ও সিইও মোহাম্মদ মহসিন কবীর মঙ্গলবার সকাল থেকে অপরাহ্ন পর্যন্ত জ্যামাইকা শাখায় অবস্থান করেন এবং আগত গ্রাহকদের সাথে সরাসরি কথা বলেন এবং তাদের সেবার কথা জানান। এছাড়াও তিনি জ্যামাইকা শাখার কর্মীদের নিয়ে ‘ওয়ান টু ওয়ান’ কথা বলে গ্রাহক সেবা আরো বৃদ্ধির আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য, সোনালী এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে বছরব্যাপী স্বজনদের কাছে অর্থ প্রেরণ করেছেন প্রবাসী বাংলাদেশীরা। বিশেষ করে দুই ঈদের সময় রেকর্ড পরিমাণ অর্থ প্রেরণ করে থাকেন প্রবাসীরা। ছবি: ইউএনএ

কাজী আজিজুল হক খোকন আর নেই

নিউইয়র্কে নিখোঁজের ৫ দিন পর বাংলাদেশি ও শ্রমিকলীগ নেতা আজিজুল হক খোকনের মৃত্যুর খবর মিললো বুধবার স্থানীয় সময় রাতে সাড়ে ১০ টার দিকে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন আওয়ামী লীগ যুক্তরাষ্ট্র শাখার সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান।

সিদ্দিকুর রহমান জানান, গত শনিবার থেকে বাসা থেকে নিখোঁজ ছিলেন আজিজুল হক খোকন। অনেক খোঁজাখুঁজির পর বুধবার রাতে তাঁর মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছি। নিখোঁজের ওইদিনই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। পরে তাকে সিটির একটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চি-কিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এখানে তার নিজের স্বজন ও পরিচয় নিশ্চিত না হওয়ায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ব্রুকলিনের আই ৯৯ উইনট্রোপ স্ট্রীট চীফ মেডিকেল এক্সামি-



নার কার্যালয় ফিউনারেলে পাঠিয়ে দেয়। সেখানে তার মরদেহ রয়েছে।

নিউইয়র্কের বাংলাদেশি কমিউনিটির অত্যন্ত পরিচিত মুখ, সবার প্রিয় কাজী আজিজুল হক খোকন আর নেই। কিছুতেই কেউ মনে নিতে পারছে না কেউ, চিরচেনা সেই মানুষটির সঙ্গে আর কখনো দেখা হবে না! এই প্রবাসজীবনে নিঃসন্দেহে কাজী আজিজুল হক খোকন-এর মুখে থাকত সেই চিরচেনা হাসি। কথাবার্তায় ছিল অদ্ভুত এক আপনত্ব। অত্যন্ত সজ্জন, বিনয়ী, সদালাপী এবং অমায়িক মানুষ ছিলেন তিনি। নিখোঁজের পর থেকে নিউইয়র্কের পুরো বাংলাদেশি কমিউনিটি উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছিল। সবার মনে একটাই প্রশ্ন-কোথায় আছেন খোকন? কেমন আছেন তিনি? মনে মনে সবাই আশা করছিল, হয়তো হঠাৎ কোনো একদিন খবর আসবে, খোকনকে পাওয়া গেছে। তিনি ভালো আছেন। কিন্তু সেই অপেক্ষার শেষ হলো সবচেয়ে হৃদয়বিদারক সংবাদ দিয়ে। পাঁচ দিন নিখোঁজ থাকার পর জানা গেল, তিনি আর বেঁচে নেই! কী নির্মম এই সংবাদ! কী অসহায় মানুষের জীবন! প্রায় তিন দশক আগে বাংলাদেশ থেকে আমেরিকায় এসেছিলেন তিনি। মাণ্ডুরার সন্তান এই মানুষটি দীর্ঘ প্রবাসজীবনে নিউইয়র্কের বাংলাদেশি কমিউনিটির সঙ্গে নিবিড়ভাবে মিশে

গিয়েছিলেন। জ্যাকসন হাইটসের পরিচিত মুখ ছিলেন তিনি। যুক্তরাষ্ট্র শ্রমিক লীগের সভাপতির দায়িত্বও পালন করেছেন। তাঁর রাজনৈতিক পরিচয়ের চেয়ে অনেক বড় ছিল তাঁর মানবিক পরিচয়। তিনি ছিলেন একজন ভালো মানুষ, একজন আপনজন। নিউইয়র্কের ব্যস্ত প্রবাসজীবনে এমন মানুষ খুব বেশি পাওয়া যায় না, যাদের সঙ্গে কয়েক মিনিট কথা বললেও মনটা ভালো হয়ে যায়। তিনি ছিলেন তেমনই একজন মানুষ।

প্রসঙ্গত খামারবাড়ি গ্রোসারি ও নবান্ন রেস্টুরেন্ট সংলগ্ন অবকাশ স্টোরে কাজ করতেন খোকন। কিউ গার্ডেনের বাসায় একা থাকতেন তিনি। প্রায় ৩০ বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রে থাকলেও তাঁর অভিবাসনসংক্রান্ত কাগজপত্র হয়নি বলে জানা গেছে। শারীরিকভাবেও কিছুটা অসুস্থ ছিলেন তিনি। এদিকে নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক জন্মভূমির সম্পাদক রতন তালুকদার প্রয়াত কাজী আজিজুল হক খোকন-এর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে এবং তার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করে শোকসন্তপ্ত পরিবারের গভীর সমবেদনা জানান।



স্মিট মাচ্ছার-ই ভারত, ককরোচ-রা নয়

কমিশনের পদত্যাগ দাবীতে। এটি ভুল পদক্ষেপ। ইতিমধ্যে প্রধান তেলাপোকা বোম্বেতে জনতার হাতে মৃদু লাঞ্চিত হয়েছেন। সামনে হয়তো অন্য নেতাদের গায়ে পঁচা ডিম পড়বে। কারণ মানুষ বুঝে গেছে ককরোচদের লক্ষ্য শিক্ষা-সংস্কার নয়, তাঁরা সরকারের পতন চায়। এরচেয়ে বরং ককরোচ-রা স্মিট মাচ্ছার-কে অভিনন্দিত করে একদিনের আনন্দ-উৎসবের ডাক দিলে পুরো ভারতের সমর্থন পেতেন।

ককরোচ-রা বাংলাদেশে ঠাইলে বিপ্লব ঘটাতে চাচ্ছেন। বাংলাদেশে কোন বিপ্লব হয়নি, ইসলামী শক্তি ষড়যন্ত্র করে ক্ষমতা দখল করেছে এবং মাত্র দুই বছরে দেশের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে, ওই দেশের জনগণের এখন ‘ছেড়ে দে মা কৈদে বাঁচি’ অবস্থা। ভারতের ‘জেন-জি’ শিক্ষিত, স্মার্ট, তাঁরা এ ফাঁদে পা দেবেনা। ভারত এমন বহু আন্দোলন দেখেছে, এর ফেডারেল শাসন ব্যবস্থা এর অন্যতম রক্ষাকবচ। ভারতে ক্ষমতা বহুকেন্দ্রিক, স্বৈরাচার হবার সুযোগ নেই। নির্বাচনই হচ্ছে ভারতে ক্ষমতার হাতবদলের একমাত্র পথ। ভারতে নির্বাচনী ব্যবস্থা স্বচ্ছ, বিশ্বাসনীয়। ভারতে বিচার ব্যবস্থা অত্যন্ত স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য। ভারতে মিডিয়া অবাধ ও স্বাধীন। এই তিনটি প্রতিষ্ঠানকে এড়িয়ে কোন সরকারের ‘লাগামহীন’ হবার সুযোগ কম।

ককরোচ-রা তাদের স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা ধরে রাখতে পারেনি। এ আন্দোলন প্রমান করে তাঁরা ‘অন্যের হাতে খেলছে’। তাঁদের সহায়ক শক্তি হচ্ছে বাম, মৌলবাদী ইসলামী শক্তি, এন্টি-হিন্দু শক্তি এবং কিছু ক্ষমতাচ্যুত ও ক্ষমতালোভী পরিত্যক্ত রাজনৈতিক নেতা-নেত্রী। ভারতে এন্টি-হিন্দু রাজনীতি এখন অচল, সামনের যেকোন নির্বাচনে এদের অবস্থা আরো শোচনীয় হবে। মানুষ জেনে গেছে যে, ‘বাম ও ইসলামী শক্তি একই মুদ্রার এপিট-ওপার্শ্ব’। বাইরের চাইতে ভারতের ভেতরে ভারতের শত্রু বেশি। গণতন্ত্রের সুযোগ নিয়ে এরা ভারতের ক্ষতি করছে। পুরো বিশ্ব যখন স্মিট মাচ্ছারের প্রশংসা করছে, আন্দোলনকারী অনেকেই তাঁকে অভিনন্দন জানাতে পারছেন না! সমস্যাটা হচ্ছে তাতে মুসলিম কো=পাইলটের নিন্দা জানাতে হয়, এতে ভোটব্যক্তি বিগড়ে যেতে পারে! ভারত সরকার বা ক্ষমতাসীন দল কিন্তু স্মিট মাচ্ছারের সম্মানে পুরো ভারতে দুইদিব্যাপী এখনই উৎসবের ডাক দিতে পারেন। স্মিট মাচ্ছার-ই ভারত, ককরোচ-রা বা তাদের সমর্থকরা নয়। পাঠক, আমি ভারতীয় নই, থাকি আমেরিকা, আমার এ পর্যবেক্ষণ কেউ পছন্দ করতে পারেন, আবার পছন্দ নাও করতে পারেন, কিন্তু যারা ‘অপারেশন সিন্দুর’র বিরোধিতা করে বা প্রশ্ন তুলে অথবা ‘কাশ্মীর মাস্কে আজাদী’ শ্লোগান দেয় বা ‘হিন্দুধর্ম গান্ধী ধর্ম’ বলে তারা আর যাই হোক ভারতের শুভাকাঙ্ক্ষী নন, এদের থেকে সাবধান থাকাটা জরুরি, ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্বার্থে এরা ভারত ভাগ্যেও প্রস্তুত। ভারত বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র, এটি আরো সমবৃদ্ধ হোক কিন্তু এরমানে এই নয় যে, অবৈধ-অনুপ্রবেশকারীদের ভোট দেয়ার অধিকার দিতে হবে? ভারতের স্বার্থেই এসআইআর/এনআরসি দরকার। ১০/০৬/২৬





Anupam Barua, EA, MST.
IRS Enrolled Agent
M.Sc. in Taxation, Zicklin School of Business, Baruch College, CUNY
B.A. in Accounting, Queens College, CUNY
Certification in Tax Planning, London School of Business - Administration, London, UK.
Ex Financial Analyst, Risk Management & Regulatory, a MNC

Services offered:

- Individual Income Tax
- Business Tax – Self Employed, S Corporation, Partnership, C Corporation
- Specialization in Dental and Medical Practices Taxation
- Tax Planning and Financial Consulting
- Accounting and Bookkeeping
- New Business Formation



Office:
Anupam Barua & Associates, LLC
73rd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone: (646) 372-3420, (347) 935-3045
Email: ABTax747@Gmail.com
Appointment only. No Walk-in.

* আপনার তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করা আমাদের অন্যতম অগ্রাধিকার।
* একজন IRS Enrolled Agent, অথবা CPA অথবা Tax Attorney এর মাধ্যমে আপনার Tax সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ সম্পাদন করুন।

সর্বনিম্ন মূল্যে বাংলাদেশ ভ্রমণ করুন
আমরা যেকোন ট্রাভেল এজেন্সী
অনলাইন/ইন্টারনেট প্রাইস থেকে কমমূল্যে টিকেট দিয়ে থাকি
জেএফকে-ঢাকা-জেএফকে
JFK-Dhaka-JFK



Cheapest Domestic & International Air Tickets

GLOBAL NY 1 TRAVELS, INC
168-47, Hillside ave, 2nd Floor
Jamaica NY-11432
OFFICE: 718-205-2360, CELL: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

Mirza M Zaman (Shamim) - CEO

অনলাইনে সবচেয়ে কমমূল্যে এয়ার টিকেট এবং হোটেল বুকিং দিন

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪



বাংলা গান, সুর ও সংস্কৃতির আবেশে ঝিলিক-ইমরান-কনার গানে মুগ্ধ শ্রোতারা

অব ইউএসএ'-এর যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত এ কনসার্টে বাংলাদেশের জনপ্রিয় তিন কণ্ঠশিল্পী ঝিলিক, ইমরান মাহমুদুল ও দিলশাদ নাহার কনার গানে মুগ্ধ হন নিউইয়র্কসহ আশপাশের স্টেট থেকে আসা শত শত দর্শক।

সন্ধ্যা ৬টায় মিলনায়তনের দরজা খুলে দেওয়ার পর থেকেই পরিবার-পরিজন ও বন্ধুদের নিয়ে আসতে শুরু করেন প্রবাসী বাঙালিরা। সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের উপস্থিতিতে মুখের হয়ে ওঠে অনুষ্ঠানস্থল। প্রিয় শিল্পীদের সরাসরি গান শোনার পাশাপাশি দীর্ঘদিন পর পরিচিতজনদের সঙ্গে দেখা এবং প্রবাসের ব্যস্ত জীবনের বাইরে বাংলা গান ও সংস্কৃতির আবহে কিছুটা সময় কাটানোর সুযোগও ছিল এ আয়োজনের অন্যতম আকর্ষণ।

শুরুতে আয়োজক 'দ্য বিউটিফুল লেডিস'-এর সিলভি আকন্দ ও নাদিয়া চৌধুরী অতিথি, শিল্পী ও দর্শক-শ্রোতাদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। তাঁদের স্বাগত বক্তব্যের পর সোনিয়া সিরাজের সাবলীল সম্বলনায় শুরু হয় মূল সাংস্কৃতিক পর্ব।

একই মঞ্চে বাংলাদেশের জনপ্রিয় তিন শিল্পীর উপস্থিতি ছিল কনসার্টটির প্রধান আকর্ষণ। তিন শিল্পীর স্বতন্ত্র গায়কি, কণ্ঠের বৈচিত্র্য ও নিজস্ব পরিবেশনা পুরো আয়োজনকে করে তোলে প্রাণবন্ত। একের পর এক গান পরিবেশনের সঙ্গে বাড়তে থাকে দর্শকদের উচ্ছ্বাস। অনেক সময় শিল্পীদের সঙ্গে কণ্ঠ মেলান শ্রোতারাও। করতালি ও আনন্দধ্বনিতে মুখর হয়ে ওঠে মিলনায়তন।

ইমরান মাহমুদুলের পরিবেশনা দর্শকদের মধ্যে বিশেষ সাড়া ফেলে। তাঁর সঙ্গে মঞ্চে ছিল ব্যান্ড 'আই কিংস'। জনপ্রিয় গান পরিবেশনের সময় দর্শকদের একটি বড় অংশকে শিল্পীর সঙ্গে গলা মেলাতে দেখা যায়। প্রাণবন্ত মঞ্চ উপস্থিতি, সাবলীল পরিবেশনা এবং ব্যান্ডের সংগীতায়োজন মিলিয়ে ইমরান দ্রুত শ্রোতাদের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ তৈরি করেন।

দিলশাদ নাহার কনার পরিবেশনায় ছিল ভিন্ন ধরনের আবেগ ও সুরের আবেশ। শক্তিশালী কণ্ঠ ও স্বতন্ত্র গায়কিতে তিনি শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন। তাঁর গান চলাকালে দর্শকদের মনোযোগ ছিল মঞ্চার দিকে। বাংলা গানের আবেগ ও সৌন্দর্য তাঁর পরিবেশনার মধ্য দিয়ে নতুন করে অনুভব করেন উপস্থিত শ্রোতারা। অন্যদিকে ঝিলিক তাঁর স্বতন্ত্র কণ্ঠ ও প্রাণবন্ত পরিবেশনায় দর্শকদের মাতিয়ে রাখেন। তাঁর গানের সঙ্গে শ্রোতারাও কণ্ঠ মেলান এবং করতালিতে উৎসাহ দেন। শিল্পীদের পরিবেশনা ও দর্শকদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়ার এই মেলবন্ধন পুরো কনসার্টকে করে তোলে আরও উপভোগ্য।

কনসার্টে আলাদা মাত্রা যোগ করে 'ফিউশন ড্যান্স ট্রুপ ইউএসএ'-এর নৃত্য পরিবেশনা। কোরিওগ্রাফার রাসেল আহমেদের পরিকল্পনা ও নির্দেশনায় দলটির শিল্পীরা ছন্দ, গতি ও অভিব্যক্তির সমন্বয়ে মঞ্চে তুলে ধরেন নান্দনিক নৃত্য। সংগীতের সঙ্গে তাল-সমন্বয় ও দলগত উপস্থাপনা দর্শকদের মুগ্ধ করে।

কনসার্টটির মূল স্পন্সর ছিলেন এএএ সুপ্রিম প্রোপার্টি ম্যানেজমেন্টের সিইও ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মোহাম্মদ জাহিদ আলম। সহযোগিতায় ছিল ফ্রেমওয়ার্ক ফাইন্যান্স এলএলসি ও ড্রিম লোন ফর ড্রিম হোম। সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ছিল এনওয়াইএসডিসি, সোশ্যাল কেয়ার নেটওয়ার্ক ও সোশ্যাল কেয়ার ফাউন্ডেশন।

আয়োজনের গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী ছিলেন দেশী মিউজিক অ্যান্ড এন্টারটেইনমেন্টের কর্ণধার জামান মনির। তাঁর পরিকল্পনা ও সমন্বয়ে বাংলাদেশের জনপ্রিয় তিন শিল্পীকে একই মঞ্চে হাজির করা হয়। সাউন্ড ব্যবস্থাপনায় ছিলেন সাউন্ড গিয়ারের সায়ম। তাঁর দক্ষ পরিচালনায় শিল্পীদের কণ্ঠ ও বাদ্যযন্ত্রের সমন্বয় পুরো পরিবেশনাকে আরও শ্রুতিমধুর করে তোলে। আয়োজক সিলভি আকন্দ ও নাদিয়া চৌধুরী বলেন, বাংলাদেশের জনপ্রিয় শিল্পীদের যথাযথ সম্মান জানিয়ে এবং প্রবাসে বাংলা সংস্কৃতির চর্চা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যেই এ কনসার্টের আয়োজন করা হয়েছে। তিন শিল্পীই বাংলাদেশে ও দেশের বাইরে জনপ্রিয় এবং পুরস্কারপ্রাপ্ত। অনুষ্ঠান সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ায় তাঁরা দর্শক, শিল্পী, কলাকুশলী ও স্পন্সরদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।

প্রবাসে বাংলা গান ও সংস্কৃতির এমন আয়োজন শুধু বিনোদনের উপলক্ষ নয়, বরং নতুন প্রজন্মসহ প্রবাসী বাংলাদেশিদের শেকড়ের সঙ্গে সংযোগ ধরে রাখারও একটি মাধ্যম। গান, নৃত্য, আনন্দ ও উচ্ছ্বাসে সন্ধ্যা গড়িয়ে গভীর রাত পর্যন্ত লং আইল্যান্ড সিটির মিলনায়তনে বজায় ছিল উৎসবের আমেজ। স্মরণীয় এই সংগীতসন্ধ্যা প্রবাসী বাঙালিদের জন্য হয়ে থাকল আনন্দঘন এক রাত।

মোটর সাইকেল চালাতে গিয়ে প্রাণ গেল ইঞ্জিনিয়ার আরদি'র

তিনি। স্থানীয় পুলিশের মতে, আদিব দ্রুত গতিতে মোটর বাইক চালাচ্ছিলেন। নিয়ন্ত্রন হারিয়ে পাশের ওয়ালে আঘাত করেন। এতে মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পান। হাসপাতালে নিলে ডাক্তাররা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, ওয়েস্টচেস্টারের হোয়াইট প্লেনস থেকে কাজের নাইট ডিউটি শেষে বাসায় ফিরছিলেন আদিব। সাধারণত: গাড়ি নিয়ে কাজে গেলেও ঐ দিন মোটর সাইকেলে চালিয়ে কাজে যান। তারা বাবার নাম শাহ আসাদ মিয়া। ৩ ভাইয়ের মধ্যে আদিব বড়। তারা ব্রংকসেই বসবাস করেন। এক বছর আগে কম্পিউটার সায়েন্সে গ্রাজুয়েশন করে চাকুরিতে ঢুকেছিলেন আরদি। তাদের দেশের বাড়ি বৃহত্তর সিলেটের চুন-ঝাড়টা উপজেলায়। তার এই অকাল মৃত্যুতে কমিউনিটিতে শোকের ছায়া নেমে আসে। তার নামাজে জানাজা রোববার ব্রংকসের পার্কেস্টার জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। তাকে সোমবার নিউজার্সির টটোয়া কবরস্থানে দাফন করা হবে।

অত্যন্ত মেধাবী ও ভদ্র আদিবের মৃত্যুতে জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সভাপতি বদরুল খান, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিম ও যুক্তরাষ্ট্রস্থ চুনঝাড়টা এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক ফকরুল আবেদীন মাসুম পৃথক পৃথক বিবৃতিতে শোক প্রকাশ করেছেন।

শিক্ষাঋণের সুদ ১ শতাংশ কমাতে আবেদনের সময়

সময়সীমা আরো তিন মাস বাড়িয়েছে দেশটির শিক্ষা বিভাগ। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, যোগ্য ঋণগ্রহীতারা আগামী ৩১ ডিসেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত স্বয়ংক্রিয় কিস্তি পরিশোধ বা 'অটো পে' ব্যবস্থায় যুক্ত হয়ে এই সুবিধা নিতে পারবেন। আগে এ সুবিধা নেয়ার শেষ সময় ছিল গত ৩০ সেপ্টেম্বর। শিক্ষা বিভাগের ঘোষণা অনুযায়ী, অটো পেতে যুক্ত থাকা যোগ্য ঋণগ্রহীতারা আগামী ৩০ জুন ২০২৮ পর্যন্ত তাদের শিক্ষাঋণের সুদের হারে অতিরিক্ত ১ শতাংশ ছাড় পাবেন। গত ১ জুলাই থেকে এই ছাড় কার্যকর হয়েছে। এর আগে অটো পেতে যুক্ত থাকলে সাধারণত সুদের হারে দশমিক ২৫ শতাংশ ছাড় পাওয়া যেতো। নতুন সুবিধা পেতে ঋণগ্রহীতাকে নিজ নিজ শিক্ষাঋণ সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানের অনলাইন হিসাবে গিয়ে অটো পে চালু করতে হবে। এ জন্য ব্যাংক হিসাবের তথ্য দিতে হবে এবং নির্ধারিত কিস্তির পরিমাণ নিশ্চিত করতে হবে। যারা ইতিমধ্যে অটো পেতে যুক্ত রয়েছেন, তাদের ক্ষেত্রে যোগ্যতা পূরণ করলে ১ শতাংশ সুদ ছাড় স্বয়ংক্রিয়ভাবে কার্যকর করা হয়েছে।

শিক্ষা বিভাগ জানিয়েছে, এ ঘোষণা দেয়ার পর প্রায় ২০ লাখ নতুন ঋণগ্রহীতা অটো পে ব্যবস্থায় যুক্ত হয়েছেন। নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ নিশ্চিত করার পাশাপাশি ঋণের দীর্ঘমেয়াদি সুদের বোঝা কমাতেও এ ব্যবস্থা সহায়ক হবে বলে জানিয়েছে বিভাগটি। তবে যাদের ফেডারেল শিক্ষাঋণ খেলাপি অবস্থায় রয়েছে, তারা সরাসরি অটো পে চালু করে এই সুবিধা নিতে পারবেন না। তাদের প্রথমে যোগ্য ঋণ একীভূত করে নতুন পরিশোধ পরিকল্পনায় যেতে হবে এবং ঋণকে নিয়মিত অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে। এরপর অটো পেতে যুক্ত হলে ১ শতাংশ সুদ ছাড় পাওয়ার সুযোগ থাকবে।

এই সুবিধা মূলত ১ জুলাই ২০১২ বা তার পরে অনুমোদিত ঋণবর্ধক উত্তরণ/খণ্ডবহন-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। শিক্ষার্থী ও অভিভাবক-উভয় ধরনের যোগ্য ঋণগ্রহীতা এতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন। তবে সুদ ছাড় অব্যাহত রাখতে অটো পেতে যুক্ত থাকা এবং অন্যান্য যোগ্যতার শর্ত পূরণ করা বাধ্যতামূলক।

যে তথ্য না দিলে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা আবেদন বাতিল হতে

যোগাযোগমাধ্যমের তথ্য প্রদান না করলে আবেদন সরাসরি প্রত্যাখ্যান করা হতে পারে বলে সতর্ক করা হয়েছে। এমনকি এর ফলে ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসার জন্য আবেদনকারী স্থায়ীভাবে অযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারেন।

৬ অক্টোবর মঙ্গলবার মার্কিন দূতাবাসের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে এক বার্তায় এ সতর্কতা জারি করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের স্বার্থে এ নিয়ম কঠোরভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে দূতাবাস। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আপনার ভিসা আবেদনে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের তথ্য প্রদান না করলে ভিসা আবেদন প্রত্যাখ্যান হতে পারে এবং ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসার জন্য অযোগ্য হতে পারেন।

নিউইয়র্ক সিটির ফেরি ভাড়া বাড়ছে

তবে নিয়মিত যাত্রী, স্বল্প আয়ের মানুষ ও শিক্ষার্থীদের জন্য তুলনামূলক কম ভাড়ার সুবিধা থাকছে। নতুন ব্যবস্থায় ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদেরও শিক্ষার্থী ছাড়ের আওতায় আনা হয়েছে। নিউইয়র্ক সিটি ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন (এনওয়াইসিডি) জানিয়েছে, ১০ যাত্রার পাসের দাম ২৯ ডলার থেকে বেড়ে ৩০ ডলার হবে। অর্থাৎ এই পাস ব্যবহার করলে প্রতিটি যাত্রায় খরচ পড়বে ৩ ডলার। ছাড়ের আওতাভুক্ত যাত্রীদের একমুখী ভাড়া ১ ডলার ৪৫ সেন্ট থেকে বেড়ে ১ ডলার ৫০ সেন্ট হবে।

তবে দুই দিনের সীমাহীন যাত্রার টিকিটের দাম ১৫ ডলারই থাকছে। যারা অল্প সময়ের মধ্যে একাধিকবার ফেরি ব্যবহার করেন, তাদের জন্য এই টিকিটটি তুলনামূলকভাবে সাশ্রয়ী হতে পারে। নিউইয়র্ক বসবাসরত বাংলাদেশি পরিবারের জন্য নতুন ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো শিক্ষার্থী ছাড়ের পরিধি বাড়ানো। গত ১ সেপ্টেম্বর থেকে ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীরাও কর্মদিবসে স্কুলে যাতায়াতের জন্য ছাড়ের ফেরি টিকিট কেনার সুযোগ পাচ্ছে।

ডাঃ গোবিন্দ পাল
এম.ডি., এফ.এ.সি.পি
ইন্টারনাল মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Visiting Hours:
Mon-Fri : 6PM-9PM
Sat or Sun : 9AM-2PM

সাক্ষাতের সময়সূচী:
সোম-শুক্র : ৬ বিকাল ৬টা-রাত ৯টা
শনি-রবি : ৯ সকাল ৯টা-বিকাল ২টা

ডাঃ গোবিন্দ পাল
এম.ডি., এফ.এ.সি.পি

Gobinda Paul M.D., F.A.C.P.
Board certified internal medicine

87-38 168 PL.
Jamaica, NY 11432

T: (718)-874-0076,
F: (718)-841-7499

Gobindapaul.PC@Outlook.com

ক্রকলিনের চার্চ-ম্যাকডোনাল্ড এবং জ্যামাইকাতে বাংলাদেশী ডাক্তার

INAMULHAQUE M SABOOR, MD
USCIS Designated Civil Surgeon
Board Certified Internal Medicine

সেবাসমূহ:

- জেনারেল চেক আপ
- ইকেজি
- ডায়াবেটিস
- বয়স্ক ভের্ডিনেশান
- হাইপারটেনশন
- হৃদয় ভের্ডিনেশান
- হাই কোলেস্ট্রল, এজমা
- ব্রাড টেস্ট
- TLC EYE EXAM

আমাদের অফিসে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বসেন

Saboar Waizun Medical PC

আমরা প্রায় সকল প্রকার ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

BROOKLYN 486 MCDONALD AVE
BROOKLYN, NY 11218
PH: (718) 247-7226
Sat, Tues and Thursday: 12:00PM- 7:00PM

JAMAICA 87-12 167TH ST
JAMAICA, NY 11432
PH: (718) 558-0280
Mon, Wed & Friday: 11:00AM to 5:00PM

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

যা দেবী সর্বভূতেশু মাতরূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥

Ya Devi Sarva Bhuteshu Matri Rupena Sanstitha
Namastasyai Namastasyai Namastasyai Namo Namah



বিঃ দ্রঃ দিব্যধাম মন্দিরের ২৯ তলার দেয়ালের সংস্কারের কারনে
আমাদের বিকল্প স্থান হিসাবে, শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ মন্দিরে এবারের মহালয়া ও শ্রীশ্রী দুর্গা
পূজার আয়োজন করতে মাছি। আপনাদের অসুবিধার জন্য আমরা আন্তরিক ভাবে
ক্ষমা প্রাপ্তি। আপনারা সবাই রাধাকৃষ্ণ মন্দিরে (গীতা সংমের উডসাইড)
উপস্থিত থেকে মায়ের আর্শাবাদ গ্রহণ করিবেন



শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণ মন্দিরে

পূর্ণতিথি অনুযায়ী



শারদীয় উৎসব ও দুর্গাপূজা

১৬ই অক্টোবর শুক্রবার থেকে ২০শে অক্টোবর মঙ্গলবার ২০২৬ইং পর্যন্ত



মা আজছে



আয়োজনেঃ সার্বজনীন পূজা উদযাপন পরিষদ ইউএসএ, ইনক.

স্থান: ৩৯-১৬, ৬০ স্ট্রীট, উডসাইড, নিউইয়র্ক ১১৩৭৭

শ্রদ্ধেয় ভক্তবৃন্দ নমস্কার, আপনার/আপনাদের স্বপরিবার, স্ববান্ধবে নিমন্ত্রণ ও সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা আন্তরিকভাবে আমাদের কাম্য।
বিনয়ানতঃ

সার্বজনীন পূজা উদযাপন পরিষদ ইউএসএ'র সকল ভক্ত ও কর্মীবৃন্দ

শ্রী প্রবীর কুমার রায় চেয়ারম্যান ৯১৭-৮৮৫-৫৯০৫	শ্রী প্রভাষ চন্দ্র মণ্ডল মেম্বর সেক্রেটারি ৬৪৬-৪২৭-২৩১৬	শ্রী রঞ্জিত দে রায় সভাপতি (৯১৭) ৪৫৯-৭১১০	শ্রী প্রবীর কুমার বিশ্বাস সাধারণ সম্পাদক, (৬৪৬) ৪৭৯-১২০৯	শ্রী প্রদীপ দত্ত আহ্বায়ক (৩৪৭) ৫৭৫-৯১০২	শ্রী মানিক দেবনাথ আহ্বায়ক সেক্রেটারী, (৯৫৪) ৯১৮-৮৬৩৬
---	---	---	--	--	---

সার্বিক সহযোগিতায়ঃ সার্বজনীন পূজা উদযাপন পরিষদ ইউএসএ'র সকল সদস্য ও সদস্যা বৃন্দ

সঙ্গীত অনুষ্ঠান পরিচালনায় শ্রী উৎপল চৌধুরী ও শ্রীমতি ডালিয়া চৌধুরী।

Email: pujaudjapanusa@aol.com, Website: www.supusa.org, FB: Sarbojanin Puja Udjapan, FB Page: Sarbojanin Puja Udjapan Parishad USA, Inc.

প্রচারপত্র স্বত্বাধিকারী সার্বজনীন পূজা উদযাপন পরিষদ ইউএসএ, ইনক
51-69 72nd Street, Woodside, NY 11377



প্রচার সম্পাদিকাঃ মিতুল দেবনাথ (৩৪৭) ৭২৩-৮০৫৪ কর্তৃক প্রচারিত ও প্রকাশিত
355 South End Avenue, Apt. # 19D, New York, NY 10280

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

বিশ্বনিউজিভির স্বাক্ষরিত জাহান

BANGLADESH SOCIETY INC, ELECTION-2026

বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

নির্বাচন ২৫ অক্টোবর, রবিবার-২০২৬

সেলিম-আলী
পরিষদ

আপনাদের সাথে নিয়ে আরও তিন বছর
আরও অগ্রগতি • আরও অর্জন

নতুন প্রজন্মের জন্য আরও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ সোসাইটি
অনুগ্রহ করে আপনার মূল্যবান ভোট দিন



B1

আতাউর রহমান সেলিম
সভাপতি পদপ্রার্থী
Ataur Rahman Selim, President



B4

মোহাম্মদ আলী
সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী
Mohammad Ali, General Secretary



B2

মো: মহিউদ্দীন দেওয়ান
সিনিয়র সহ-সভাপতি পদপ্রার্থী
Md. Mahidul Haque, Sr. Joint Secretary



B3

মো: কামরুজ্জামান কামরুল
সহ-সভাপতি পদপ্রার্থী
Md. Kamrul Alam, Joint Secretary



B5

হোসেন চেয়ারম্যান
সহ-সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী
Hossain Chowdhury, Joint Secretary



B6

মশহুদ হায়দার
কোষাধ্যক্ষ পদপ্রার্থী
Md. Shahid Hossain, Treasurer



B7

ডিউক খান
সাংগঠনিক সম্পাদক পদপ্রার্থী
Dr. Zak Khan, Organizational Secretary



B8

অনিক রাজ
সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদপ্রার্থী
Anik Raj, Cultural Secretary



B9

রিজু মোহাম্মদ
জন সন্যোগ ও গ্রান্ড সম্পাদক পদপ্রার্থী
Rizvi Mohammad, Joint Secretary



B10

মুনসুর আহমেদ
সমাজকল্যাণ সম্পাদক পদপ্রার্থী
Munsurur Rahman, Joint Secretary



B11

রুমানা আহমেদ
সাহিত্য সম্পাদক পদপ্রার্থী
Rumana Rahman, Literary Secretary



B12

হাসান খান
ক্রীড়া ও স্বাস্থ্য সম্পাদক পদপ্রার্থী
Hassan Khan, Sports Secretary



B13

এ.এস.এম. মাইন উদ্দীন (বাবুল)
ভূমি ও শিল্প সম্পাদক পদপ্রার্থী
Md. Asad Hossain, Joint Secretary



B14

শাহিনাজ হোসেন
মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক পদপ্রার্থী
Shahinaz Hossain, Joint Secretary



B15

জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী
চলচ্চিত্র ও তথ্যপ্রযুক্তি সম্পাদক পদপ্রার্থী
Zahidur Rahman, Joint Secretary



B16

মো: উজ্জ্বল বিপুল
কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী
Md. Uddul Bipul, Executive Member



B17

সারওয়ার খান বাবু
কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী
Md. Saikat Khan, Executive Member



B18

মো: এ. মান্নান
কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী
Md. A. Mannan, Executive Member



B19

শামীম আহমেদ
কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী
Shamiur Rahman, Executive Member



B20

মো: আব্দুল মালেক খান
কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী
Md. Abdul Malek Khan, Executive Member



B21

কাজী রবিউজ্জামান
কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী
Md. Kabirul Alam, Executive Member



B21

অনুগ্রহ করে
সেলিম-আলী
পরিষদে আপনার
মূল্যবান ভোট দিন

PLEASE CAST YOUR VOTE IN 2ND ROW (B1 to B21) FOR SALIM-ALI PANEL

জাভান: সেলিম-আলী নির্বাচন পরিচালনা কমিটি

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

॥ या देवी सर्वभूतेश्च भक्तकामिनी सखि । नमस्ते नमस्ते नमस्ते नमो नमः ॥



28

বহুরের পদার্থ

၂၀၂၆



জননী, জায়া ও আত্মজাদের



ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ
ସିନ୍ଦୂର ଖେଳା



শ্রী শ্রী শ্রী



তারিখঃ ১৭ই অক্টোবর থেকে ২০শে অক্টোবর

স্থানঃ কুইন্স প্যালেস

(ঢাকা ক্লাব/গুলশান টেরেসের পরিবর্তে)

৩৭-১১, ৫৭ স্ট্রিট, উডসাইড, নিউইয়র্ক ১১৩৭৭

সুধী, আসছে ১৭ থেকে ২০শে অক্টোবর ২০২৬ পর্যন্ত বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ চার দিন ব্যাপী “**শ্রীশ্রী শরদীয়া দুর্গাপূজা**” উদযাপন করবে। আপনারা সপরিবারে ও সবাঙ্গবে মাতৃ বন্ধনায় উপস্থিত হয়ে পুণ্য লাভ করুন।

শ্রী পলাশ রায়
সভাপতি

(୩୫୨) ୫୫୭-୩୫୨୨

শ্রী বালক রায়
প্রচার সম্পাদক

(৩৪৭) ৪০০-১১১৭

শ্রী কমলেশ বাছাড়
সাধারণ সম্পাদক

(৬৪৬) ৫৭৫-৪২৭৫

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানঃ : সন্ধ্যা ৭:৩০মিঃ থেকে মধ্য রাত পর্যন্ত

বাংলাদেশ, ভারতের অতিথি-শিল্পী এবং স্থানীয় শিল্পীবৃন্দ।



दिपन मित्र



রুদ্রনীল দাস রূপাই



কৃষ্ণা তিত্তী



શાલિની મુશાર્જી



আয়োজনেঃ বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ, ইন্ক, নিউইয়র্ক



Phone- (718) 208-3938, <https://bdpujaudjapanny.org>, Email: Info@bdpujaudjapanny.org

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪



বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্ক, নির্বাচন ২০২৬
BANGLADESH SOCIETY INC, ELECTION 2026

নির্বাচন ২৫ অক্টোবর, রবিবার ২০২৬

সমৃদ্ধি, উন্নয়ন, সমতা, সম্প্রদায় ও জাতকর্মিতার পরিষদ

কুন্সু-ফিরোজ

পরিষদ

আসন্ন পরিবর্তনের পক্ষে রায় দেই, যোগ্য নেতৃত্বকে জয়ী করি

A1 to A21 



আজমল হোসেন কুন্সু
সভাপতি
AJMOL HUSSAIN KURU, PRESIDENT



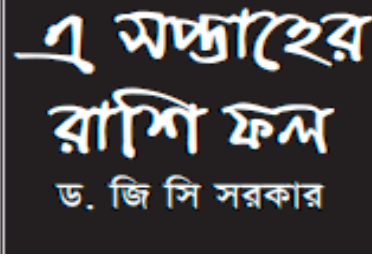
ফিরোজ আহমেদ
সাধারণ সম্পাদক
FIROZ AHMED, GENERAL SECRETARY

 দুলাল বেহেদু নির্বাহী সহ-সম্পাদক DULAL BEHEDU	 আবুল কালাম ভূঁইয়া সহ-সম্পাদক ABUL KALAM BHUIYA	 মোঃ নওশেল হোসেন সহ-সম্পাদক MOHAMMAD NAOWSEL HOSEN	 মকিবুল ইসলাম ভূঁইয়া রনি কোষাধ্যক্ষ MAKIBUL ISLAM BHUIYA RANI	 মোঃ আমিল আমসারী সাংগঠনিক সম্পাদক MOHAMMAD AMIL AMASARI
 ফখরী আহমেদ চৌধুরী (বাবু) সাংগঠনিক সম্পাদক FAKHARI AHMED CHAUDHURY	 সৈয়দ গৌতুল হোসেন জনসংযোগ ও প্রচার সম্পাদক SAYED GAUTUL HOSEN	 কয়েছ আহমেদ সহসংগঠনিক সম্পাদক KAYESH AHMED	 মোঃ আখতার বাবুল সচিব সম্পাদক MOHAMMAD AKHTAR BABUL	 মোরশেল আলম ক্রীড়া ও অলিম্পিক সম্পাদক MORSHEL ALAM
 মোঃ মাইন উম্মিন (বুটু) কৃত্রিম ও শিশু সম্পাদক MOHAMMAD MAIN UMMIN	 বি মেহের চৌধুরী অভিযান ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক BI MEHER CHAUDHURY	 কারী হাসান কৃত্রিম ও অর্থনৈতিক সম্পাদক KARI HASAN	 আবুল বাশার ভূঁইয়া কার্যকরী সভাপতি ABUL BASHAR BHUIYA	 শিমিক পাটোয়ারী কার্যকরী সভাপতি SHIMIK PATOWARI
 প্রফেসর মোঃ আবুল বাহির কার্যকরী সভাপতি PROFESSOR MOHAMMAD ABUL BAHIR	 আব্দুল হক হানু কার্যকরী সভাপতি ABDUL HAK HANU	 মোহাম্মদ কাজীয়ার আলম কার্যকরী সভাপতি MOHAMMAD KAZIYAR ALAM	 মনিরুল ইসলাম মনির কার্যকরী সভাপতি MANIRUL ISLAM MANIR	 কুন্সু-ফিরোজ পরিষদ আমতার মূল্যবান ভোট দিন

মেশিনের প্রথম সারিতে কুন্সু-ফিরোজ পরিষদ (A1 থেকে A21) পর্যন্ত অনুগ্রহ করে আপনার মূল্যবান ভোট দিন

PLEASE CAST YOUR VOTE IN FIRST ROW (A1 to A21) FOR KUNU-FIROZ PANEL

ক্রমাগত কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটি



মেঘ রাশি : সপ্তাহে প্রেম সম্পর্কে হোক বা বিবাহিত জীবন, নিজের সঙ্গীর প্রতি প্রচণ্ড আন্তরিক হওয়ার প্রয়োজন আছে। কেবল জীবনে নয়, নিজের মনেও সঠিক ভাবে স্থান দিতে হবে। এই সপ্তাহে যদি বড় কোনও সিদ্ধান্ত নিতে হয় তা হলে খুব ভাবনাচিন্তা করুন। গুরুজনদের নিয়ে একটি চিন্তা বৃদ্ধি হতে পারে। শিক্ষাবিদ, তথ্যপ্রযুক্তি কর্মী এবং রন্ধনশিল্পীরা নিজের দক্ষতা দেখানোর সুযোগ পাবেন। আয় যতই হোক, সঞ্চয়ের জন্য একটু ভাবতে হবে। সপ্তাহের শেষের দিকে হঠাৎ কিছু অর্থপ্রাপ্তি হতে পারে।

বৃষ রাশি : সন্তানেরা নিজের প্রতিভা দেখানোর সুযোগ যদি পায়, তা যেন কোনও ভাবে হাতছাড়া না করে। পারিবারিক বিষয়ে কিছু কথা বলার আগে গভীর চিন্তা করুন। হঠাৎ করে নতুন কোনও চাকরির যোগ আসতে পারে এবং চাকরির পরিবর্তনও হতে পারে। ব্যাকের কর্মীদের জন্য এই সপ্তাহটা একটু চাপের হতে পারে। বিবাহিত মহিলারা আজ নিজের গতিবিধির উপর বিশেষ নজর দিন। মায়ের শারীরিক উন্নতি হবে। কোথাও ভ্রমণে গিয়ে আটকে পড়ার যোগ রয়েছে। চঞ্চল স্বভাব ত্যাগ করতে পারলে ব্যবসায় উন্নতি হবে চোখে পড়ার মতো।

মিথুন রাশি : গোটা সপ্তাহ জুড়ে মনের জোর বাড়ানোর ইচ্ছা থাকলেও, মনের গতি মন্থর থাকবে। নৃত্যশিল্পীদের বাইরে গিয়ে নৃত্য প্রদর্শনী দেখানোর সুযোগ আসতে পারে। প্রেমের সম্পর্কে যারা রয়েছেন, তাঁরা অত্যন্ত সংযমী থাকুন। এই সপ্তাহে এমন কোনও কথা বলবেন না যার ফলে সম্পর্কে ভাঙন আসে। যারা কেনাবেচার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন, তাঁদের খুব ভাল সময়। খাওয়ায় বিশেষ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন রয়েছে, না হলে পেটের সমস্যায় ভোগাপ্তি হতে পারে। পড়াশোনার দিকে সময়টা খুবই অনুকূল থাকবে, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষার বিদ্যার্থীদের।

কর্কট রাশি : বিগত সময়ের তুলনায় ব্যবসায় এই সপ্তাহে প্রচুর পরিবর্তন লক্ষ করা যাবে। ব্যবসায় নতুন করে বিনিয়োগ করতে পারেন। শেয়ারে একটু গুঠানামা দেখা যাবে, তবে খুব খারাপ ফল দেবে না। ব্যবসা-বাণিজ্যের কোনও গোপন তথ্য কাউকে বলবেন না। ঋণের অপেক্ষা এই সপ্তাহে শেষ হতে পারে। সরকারি চাকরিজীবীদের এই সপ্তাহে খুব চাপ বৃদ্ধি পেতে পারে। যারা জমি ক্রয়-বিক্রয় করেন তাঁদের জন্য গোটা সপ্তাহটাই বেশ ভাল দেখা যাচ্ছে। নিজের শরীরের দিকে একটু নজরের প্রয়োজন রয়েছে। স্ত্রীর জন্য কোথাও সুনাম প্রাপ্তি।

সিংহ রাশি : আগে থেকে ভেবে রাখা কোনও কাজ এই সপ্তাহে সফল হতে পারে। বিনোদনের জন্য এই সময়টা বেশ অনুকূল থাকবে। ভাইয়ের সঙ্গে কোনও বোঝাপড়ায় এই সপ্তাহে যাবেন না। অংশীদারি ব্যবসায় লাভ দেখতে পাবেন। বিবাহিত জীবনে সন্দেহ নিয়ে নিজেদের মধ্যে বামেলা বাধতে পারে। বন্ধু আপনার জন্য বিশেষ কোনও সুখবর আনতে পারে। বাড়ির কারও ছোটখাটো শারীরিক সমস্যা দেখা দেবে, তা নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই। এই সপ্তাহে কাউকে আর্থিক সাহায্য করতে হতে পারে। বাড়িতে নতুন কিছু কেনার ইচ্ছা থাকলে সপ্তাহের শেষের দিকে কিনতে পারেন।

কন্যা রাশি : সপ্তাহের প্রথমে ভাগ্য আপনার খুব বেশি সঙ্গ না দিলেও, শেষের দিকে ভাগ্যের সঙ্গ খুব ভাল পাবেন। আর্থিক সহায়তার প্রয়োজন হলেও, এই সপ্তাহে কারও কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য নেবেন না। অভিনয়ের সঙ্গে যুক্তদের শুভ সময় দেখা যাচ্ছে। বাবার চাকরি বিষয়ে কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে হতে পারে। পুরনো লগ্নি করা টাকা ফেরত পেতে পারেন। কোনও গুরুদায়িত্ব মাথায় এসে পড়তে পারে, এড়িয়ে যাবেন না। স্ত্রীর সঙ্গে সুন্দর মুহূর্তের সাক্ষী হতে পারবেন। সন্তানেরা বেশ বাধ্য থাকবে।

তুলা রাশি : এই সপ্তাহে আপনার কোনও গোপন রহস্য ফাঁস হয়ে যেতে পারে। সামাজিক কাজে নিযুক্ত হতে হবে। এই সপ্তাহে ভারসাম্য বজায় রাখা উচিত, একটু ভুলেই সমস্যা আসতে পারে। ছোটখাটো আর্থিক সমস্যা আসতে পারে। অপরিচিত কারও সঙ্গে বেশি কথা বলতে যাবেন না। কোনও মহিলার দ্বারা আপনি উপকৃত হবেন। উচ্চ কোনও ব্যক্তিত্বের সঙ্গে আলোচনায় উন্নতি। সন্তান একটু অমনোযোগী হয়ে উঠবে। সুগন্ধি বিক্রেতারা ব্যবসায় খুব বেশি লাভের আশা রাখতে পারেন। বাড়ির পরিবেশ আপনার পক্ষেই থাকবে।

বৃশ্চিক রাশি : অন্য কোনও অঞ্চলে বিনিয়োগের ব্যবসায় বিশেষ সাবধানতা প্রয়োজন। সপ্তাহের প্রথম দিকে উচ্চ রক্তচাপ থাকলেও, শেষের দিকে আর এই সমস্যা থাকবে না। বাড়িতে এসে অফিসের কোনও বিষয়ে আলোচনা করা ঠিক হবে না। গর্ভবতী মহিলারা খুবই সাবধানে থাকুন, উচ্চ স্থানে উঠতে যাবেন না। মানুষের সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে খুব শান্তি

পাবেন। এই সপ্তাহে পেটের সমস্যা দেখা দিতে পারে, বাইরের মুখোচাক খাবার এড়িয়ে চলাই ভাল হবে। গুরুত্ব বিক্রেতাদের এই সপ্তাহটা বেশ ভালই দেখা যাচ্ছে। মনের মতো বাড়ির কোনও জিনিস কিনতে পেরে খুব আনন্দ পাবেন।

ধনু রাশি : এই সপ্তাহে কাউকে নিজের ব্যক্তিগত জীবনে প্রবেশ করতে দেবেন না। ডায়াবেটিক রোগীরা ডাক্তারের পরামর্শ নিন। স্বপ্ন পূরণ করতে গিয়ে নিজের অজান্তেই কারও মনে দুঃখ দিয়ে ফেলবেন। মনের মতো প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে সময় কাটাতে পারবেন। পোশাক বিক্রেতাদের জন্য অভাবনীয় সময় হবে এই সপ্তাহটা। দুঃসাহসিক কোনও কাজ এই সপ্তাহে করতে যাবেন না। কলেজের ছাত্রছাত্রীদের নিজের দক্ষতা দেখানোর সময়। বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত কর্মের সঙ্গে যুক্তদের এই সপ্তাহটা বেশ ভাল। আইনি মামলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন।

মকর রাশি : ঝুঁকিপূর্ণ কোনও কাজ এই সপ্তাহে করতে যাবেন না। অপরের জন্য অনেক করেও সুনামের পরিবর্তে বদনাম পাবেন। সম্পত্তি নিয়ে মামলা এই সপ্তাহে জিতে যেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে বিশেষ সুনাম বৃদ্ধি পাবে। যারা আপনার প্রশংসা করতে চাইতেন না, তারা আপনার প্রশংসা আপনার সামনেই করবে। শ্বশুরবাড়ির দিকে সম্মান বৃদ্ধি পাবে। বাড়িতে কোনও মাসলিক কাজ হতে পারে। তবে এই সপ্তাহে লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে পারেন। লেখা-পড়ায় বড় কোনও বাধা আসতে পারে। এই সপ্তাহে আয় যেমন হবে, ব্যয় সেই তুলনায় বেশি হবে।

কুম্ভ রাশি : এই সপ্তাহে আপনার কোলাহল পছন্দ হবে না, কোনও নির্জন জায়গায় একা থাকতে ভাল লাগবে। বাড়িতে কোনও অনুষ্ঠানের জন্য আত্মীয়দের সঙ্গে পুনঃমিলন হবে। পরিবারের মানুষদের সঙ্গে আনন্দ করে সময় কাটানোয় মনে খুবই শান্তি থাকবে। অফিসের কাজ নিয়ে একটু বিভ্রান্তিতে পড়তে হবে, সপ্তাহের শেষের দিকে এই সমস্যা কেটে যাবে। বাইরে খাবার খেতে যাওয়ার পরিকল্পনা করতে পারেন। সম্পত্তি ভাগাভাগি নিয়ে বাড়িতে আলোচনা হতে পারে। বাড়িতে কোনও সদস্যের শরীর নিয়ে একটু চিন্তা হতে পারে।

মীন রাশি : এই সপ্তাহে বন্ধুর বাড়িতে কোনও অনুষ্ঠানে যোগদান করতে হতে পারে। অফিসের কাজে বিশেষ মনোযোগ দরকার। কিছু ভুল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। নিজের ভাগ্যের বদল নিজেই অনুভব করতে পারবেন। মন খুব চঞ্চল থাকবে, ধ্যানের মাধ্যমে শান্ত করার প্রচেষ্টা করতে হবে। কোনও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ আসতে পারে। বাড়িঘর সাজানোর জন্য খরচ হতে পারে। এই সপ্তাহে কোনও ডাক্তারি পরামর্শকে অবহেলা করা যাবে না। স্ত্রীর সৌভাগ্যে আপনার কোনও বড় সুযোগ আসতে পারে।

ইসরাইলে গৃহযুদ্ধ ও রাষ্ট্র ভেঙে পড়ার ঝুঁকি: সিআইএ'র প্রতিবেদন

ওয়শিংটন ডেস্ক ৪গভীর হতে থাকা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিভাজনের কারণে ইসরাইল গৃহযুদ্ধ বা এমনকি রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ধসের ঝুঁকিতে পড়তে পারে বলে সতর্ক করেছে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ।

সিআইএ-র বিশেষ শাখা 'রেড সেল' কর্তৃক প্রস্তুতকৃত 'ফ্ল্যাকচার ফ্রম উইথিন' (ভেতর থেকে ফাটল) শীর্ষক এক গোপন মূল্যায়নে এ তথ্য উঠে এসেছে বলে সোমবার (০৪ অক্টোবর) প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে জানা গেছে।

সিআইএ-র সেই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, দেশটির আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের আগে বেশ কিছু জটিল সংকট একসঙ্গে পুঞ্জীভূত হয়ে পরিস্থিতিতে চরম অস্থির করে তুলেছে। এর মধ্যে রয়েছে অর্থনৈতিক মন্দা, আকাশচুম্বী সামরিক ব্যয়, পশ্চিম তীরে দখলদার ইসরাইলিদের ক্রমবর্ধমান সহিংসতা এবং অতি-অর্থোডক্স ইহুদিদের বাধ্যতামূলক সামরিক সেবা থেকে অব্যাহতি দেওয়া নিয়ে সাধারণ জনগণের তীব্র ক্ষোভ। এ ছাড়া দীর্ঘ সময় ক্ষমতায় টিকে থাকতে প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর রাজনৈতিক লড়াই ইসরাইলের রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক সংকটকে আরও ঘনীভূত করেছে।

টানা যুদ্ধ পরিস্থিতি ইসরাইলি সমাজের মধ্যকার পুরনো বিভাজনগুলোকে আরও গভীর করেছে। গাজা, লেবানন ও ইরানে দীর্ঘমেয়াদি সামরিক অভিযানে অংশ নিয়ে বিপুলসংখ্যক সেনা ও রিজার্ভিস্ট মানসিক ট্রমা নিয়ে ফিরে আসছেন।

এর মধ্যে অতি-অর্থোডক্স পুরুষদের সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়া থেকে ছাড় দেওয়াকে কেন্দ্র করে সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

পাশাপাশি, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ইসরাইলের ক্রমবর্ধমান একাকীভূত এবং খোদ যুক্তরাষ্ট্রেও তাদের জনসমর্থন কমে যাওয়ায় একটি বড় অনুঘটক হিসেবে চিহ্নিত করেছে সিআইএ।

প্রতিবেদনে বলা হয়, বাইরের এসব চাপ ও ভেতরের অস্থিতিশীলতা একসঙ্গে মিলে ইসরাইলের রাষ্ট্রীয় অস্তিত্বকেই এক অভূতপূর্ব সংকটের মুখে ফেলে দিচ্ছে।



বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ও ভাড়া
Residential, Commercial, Investment, Hud, Auction & Bank Owned Property available in Queens, Bronx, Brooklyn & Long Island

আপনার বাড়ী বিক্রয় ও ভাড়ার জন্য আজই কল করুন
347-465-3220

SILVER CORAL 22
First Real Estate Inc.
LICENSED REAL ESTATE BROKER
141-37 Grand Central Pky.
Jamaica, NY 11435
Tel: 718-752-2100

kamruz Zaman Bachchu
(Licensed Real Estate Salesperson)
kamruzbaccu@aol.com

LAW OFFICES OF RICHARD LA SALLE

২৩ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আমেরিকান এটর্নী

Richard J. La Salle
J.D., LL.M.
646-545-1826

GLOBAL
Tours & Travel

BOOK YOUR FLIGHT WITH OUR OTA
www.globaltravelbd.com
"We provide 24/7 customer support"

Special Fare
September - October - November

\$500 + Tax One-Way
\$900 + Tax Round Trip

\$300 OFF

718-406-9745
718-200-2655

Md Shamsuddin
PRESIDENT & CEO
Global Tours & Travel
World Tours & Travel

এক যুগেরও বেশি সময় ধরে বাড়ি কেনা-বেচার বিশ্বস্ত রিয়েলটর

WINZONE REALTY INC.
Licensed Real Estate Broker

Direct: 917-302-0443
Email: malimon10@gmail.com
Off: 81-15 Queens Blvd, 2FI
Elmhurst, NY 11373
Tel: 718-899-7000 Fax: 718-899-2000
www.WinzoneRealty.com

Mohammad Ali
Licensed R. E. Salesperson

Ma Travel Agency
মা ট্রাভেল এজেন্সী

Mohammad Abul Kalam Azad
Call: 917 478 6131

Nabila Air Travel Services Inc.
(Domestic & International Air Ticketing)

Immigrant Elder Home care LLC
Authorized Homecare Provider Department of Health, State of New York
37-22 73rd Street 2G Jackson Heights NY 11372
USA Cell: 917-478-6131

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪



GOLDEN AGE

HOME CARE

আমরা শীর্ষস্থানীয় **PCA HOME CARE**
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমরা **HHA/PCA** সার্টিফিকেট প্রদান করে,
আপনাকে **HOME CARE** সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো

Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: **718-775-7852**
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com



JACKSON HTS OFFICE

71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE

3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10485
Ph: 347-448-5883, Fax: 347-275-8834

HILLSIDE AVE. OFFICE

170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115

BROOKLYN OFFICE

516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115

Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪



১১ অক্টোবর বিংহামটনে বর্ণমালার জমজমাট ‘মিউজিক্যাল নাইট অ্যান্ড ফল ফেয়ার’

ভেস্টাল, নিউইয়র্ক: বাংলাদেশি সংস্কৃতি, সংগীত ও বিনোদনের পসরা সাজিয়ে কমিউনিটির মিলনমেলায় পরিণত হবে নিউইয়র্কের থ্রেটার বিংহামটনের ভেস্টালে অনুষ্ঠেয় বর্ণাঢ্য “গঁংরপথ ঘরময়ঃ ঋধষ ঋধরং”। আগামী রোববার, ১১ অক্টোবর, বিকেল ৪টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত ভেস্টালের -এ অনুষ্ঠিত হবে দিনব্যাপী এই বিশেষ আয়োজন। আয়োজনে অনুষ্ঠানে থাকছে সংগীত, চলচ্চিত্র তারকাদের বিশেষ উপস্থিতি, স্থানীয় শিল্পীদের পরিবেশনা, বাংলাদেশি খাবার, ফ্যাশন স্টল, র‍্যাফেল ড্র সহ নানা আয়োজন। থাকছেন নায়িকা মৌসুমী ও নায়ক শাকিল খান অনুষ্ঠানের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হিসেবে থাকবেন বাংলাদেশের জনপ্রিয় চলচ্চিত্র তারকা মৌসুমী ও শাকিল খান। তারা অনুষ্ঠানে ঝড়বপবধষ অচরবধধহপব হিসেবে দর্শকদের সঙ্গে সময় কাটাবেন। চলচ্চিত্র তারকাদের পাশাপাশি মঞ্চ মাতাবেন জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী রিজিয়া পারভিন ও কামরুজ্জামান বকুল। তাদের পরিবেশনায় অনুষ্ঠানে যোগ হবে ভিন্ন মাত্রার সংগীতের আবহ। অনুষ্ঠানের চড়মঞ্চধষ ঐড়ধঃ হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন শারমিনা শিরাজ সোনিয়া, যিনি পুরো অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্তভাবে উপস্থাপন করবেন। থাকবে স্থানীয় শিল্পীদের পরিবেশনাও আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শুধু আমন্ত্রিত তারকারাই নন, অনুষ্ঠানে স্থানীয় শিল্পী-রাও সংগীত পরিবেশন করবেন। ফলে এটি হবে প্রবাসী বাংলাদেশি শিল্পী ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের অংশগ্রহণে একটি বড় ধরনের কমিউনিটি সাংস্কৃতিক আয়োজন। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অনুষ্ঠানে প্রবেশ সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। পরিবার-পরিজন ও বন্ধুদের নিয়ে সবাইকে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। আয়োজকদের প্রত্যাশা, বৃহত্তর বিংহামটন ও আশপাশের এলাকার প্রবাসী বাংলাদেশিদের পাশাপাশি অন্যান্য কমিউনিটির মানুষও এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন। স্টল বুকিং চলছেঅনুষ্ঠানে যারা ব্যবসায়িকভাবে অংশ নিতে চান, তারা আয়োজকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে স্টল বুক করতে পারবেন। স্টল বুকিং: ৬ ৩৪৭-৭৫৩-২৩৫৫ ৬ ৯১৭-৯৮২-২৪৯৩




স্বদেশ ফোরাম প্রীতি সম্মিলন ২০২৬

নিউইয়র্ক ঃ সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন স্বদেশ ফোরাম, নিউইয়র্ক-এর আয়োজনে আগামী অক্টোবর মাসে প্রীতি সম্মিলন ২০২৬ অনুষ্ঠিত হবে। এতে থাকবে দেশাত্মবোধক স্বরচিত ছড়া-কবিতা পাঠ, কবিতা আবৃত্তি ও দেশের গান।

এতে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহীদের সুফিয়ান আহমদ চৌধুরী এডভোকেট, সাধারণ সম্পাদক: স্বদেশ ফোরাম, নিউইয়র্ক-এর সাথে যোগাযোগ করে নাম তালিকাভুক্তির জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।

প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসী সাঈদা জেরিন আক্তারের ইন্তেকাল

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসী ইউএসএ ইনক'র সদস্য, নিউইয়র্ক সিটির জামাইকায় বসবাসকারী সাঈদা জেরিন আক্তার ইন্তেকাল করেছেন। গত ১ অক্টোবর রাত ১০টার দিকে স্থানীয় একটি হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনি নিমোনিয়ায় ভুগছিলেন। তিনি জামাইকার কিংস্টোন প্লেসে বসবাস করতেন। টাঙ্গাইলের মির্জাপুর উপজেলার বানিয়ারা গ্রামের সন্তান সাঈদা জেরিন আক্তারের পিতার নাম পিতার নাম সৈয়দ গোলাম মোস্তফা আর স্বামীর নাম খন্দকার নুরুল রহমান। মরহুমার অপর এক বোন ও এক ভাই নিউইয়র্ক প্রবাসী। এছাড়াও তিনি সংগঠনের অন্যতম উপদেষ্টা শামীম খন্দকারের যুগপাত ভাই এর কন্যা। এদিকে মরহুমার জানাজা নামাজে জানাজা শুক্রবার (২ অক্টোবর) বাদ জুম্মা জামাইকা মুসলিম সেন্টারে (জেএমসি) অনুষ্ঠিত হয়। এতে সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ও সংগঠনের উপদেষ্টা ডা. ওয়াজেদ এ খান, উপদেষ্টা আশেক খন্দকার শামীম ও মোহাম্মদ ফরহাদ তালুকদার, সাবেক সভাপতি ফরিদুল ইসলাম খান ও মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, সভাপতি আরিফ বিন আনোয়ার, সহ সভাপতি মোহাম্মদ আতিকুর রহমান আনিস, সাধারণ সম্পাদক শামীম মিয়া, সহ সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ছানোয়ার হোসেন ও মোহাম্মদ আব্দুর রব ইসলাম সহ প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসী এবং বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশী অংশ নেন। পরবর্তীতে মরহুমার মরদেহ লং আইল্যান্ডস্থ ওয়াশিংটন মেমোরিয়াল মুসলিম কবরস্থানে দাফন করা হয়। শোক প্রকাশ: টাঙ্গাইলের সন্তান সাঈদা জেরিন আক্তারের ইন্তেকালে প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসী ইউএসএ ইনক এর পক্ষ থেকে সভাপতি আরিফ বিন আনোয়ার ও সাধারণ সম্পাদক শামীম মিয়া গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করে মরহুমার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেছেন।

জ্যামাইকাতে বাংলা স্কুল

রহমান সেলিম। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, সিনিয়র সহ সভাপতি মহিউদ্দিন, দেওয়ান সহ-সভাপতি কামরুজ্জামান কামরুল, ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য আহসান হাবীব, ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, আজিমুর রহমান বোরহান, কমিউনিটি এক্সিকিউটিভ জে মোল্লা সানি, স্কুল বিষয়ক সম্পাদক হাসান জিলানী, প্রচার সম্পাদক রিজু মোহাম্মদ, সাংস্কৃতিক সম্পাদক অনিক রাজ, নওশাদ হায়দার, ডিউক খান, ফারুক মজুমদার ও ইসলামী চিন্তাবিদ মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, বাংলাদেশের অভিবাসকরা গর্ব করে বলেন, আমার বাচ্চা ভালো ইংরেজি বলতে পারে অথচ এটা গর্বের কিছুই নয়। কারণ আমেরিকায় বেড়ে ওঠা সন্তানরা এমনিতেই ইংরেজি বলতে পারে। বরং গর্বের বিষয় হচ্ছে ইংরেজির পাশাপাশি তাদেরকে আপন মাতৃভাষার সাথে পরিচিত করা মাতৃভাষায় কথা বলা শেখানো। বাংলা পৃথিবীর সপ্তম বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ভাষা।



চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল

নিয়ে যাওয়ার জন্য আমেরিকার কার্ল ডাইসেরথ এবং জার্মানির পেটার হেগেমান ও গেয়র্গ নাগেল যৌথ ভাবে ২০২৬ সালের চিকিৎসা-নোবেলের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে। আলোর সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত আয়ন চ্যানেলের মাধ্যমে কী ভাবে স্নায়ুকোষ (বিশেষত মস্তিষ্কের নিউরোন)-কে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়, তা নিয়ে গবেষণার জন্য নোবেল পুরস্কার পাচ্ছেন এই ত্রয়ী। পুরস্কার হিসেবে ১ কোটি ২০ লক্ষ সুইডিশ ক্রোনা (প্রায় সাড়ে ১১ কোটি টাকা) ভাগ করে দেওয়া হবে তাদের মধ্যে। ডাইসেরথ আমেরিকার স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় এবং হাওয়ার্ড হিউজ মেডিক্যাল ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানী। হেগেমান বার্লিনের হুমবোল্ট বিশ্ববিদ্যালয় এবং নাগেল সে দেশেরই ভুর্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

হেগেমান ও গেয়র্গ নাগেল একাধাণী শৈবালে ‘চ্যানেলরোডপসিন’ নামক একটি বিশেষ প্রোটিন আবিষ্কার করেছিলেন, যা কোষকে আলোর প্রতি সংবেদনশীল করে তোলে। পরবর্তী সময়ে ডাইসেরথ এই প্রোটিনটিকে স্নায়ুকোষের জন্য একটি আলো-নিয়ন্ত্রিত সুইচ হিসেবে ব্যবহারের পদ্ধতিটি আবিষ্কার করেন। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে আলো ব্যবহার করে মস্তিষ্কের সুনির্দিষ্ট জীবন্ত কোষ বা নিউরনের কার্যকারিতা মিলিসেকেন্ডের নিখুঁত মাপে চালু বা বন্ধ করা যায়। নাগেল এবং হেগেমানের আবিষ্কার করা আলোক-সংবেদনশীল প্রোটিনকে ডাইসেরথ স্তন্যপায়ী প্রাণীর (যেমন ইঁদুর) জীবন্ত মস্তিষ্কের নিউরনে সফল ভাবে প্রতিস্থাপন করেন। তিনি জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এবং অপটিক (আলোকবিদ্যা)-এর মেলবন্ধনে তিনি যে নতুন প্রযুক্তির জন্ম দেন, তাকেই বলা হয় অপটোজেনেটিক।

চিকিৎসায় রসায়নে নোবেল জয় দুই বিজ্ঞানীর অগ্রতিসম জৈব সংশ্লেষে অ-সরলরৈখিক প্রভাব এবং স্ব-অনুঘটন আবিষ্কারের সূত্রে এ বছর রসায়নে নোবেল পুরস্কার পাচ্ছেন ফ্রান্সের অঁরি বরিস কাগান এবং জাপানের কেনসো সোয়াই। মঙ্গলবার এই দুই বিজ্ঞানীর নাম ঘোষণা করেছে রয়্যাল সুইডিশ অ্যাকাডেমি।

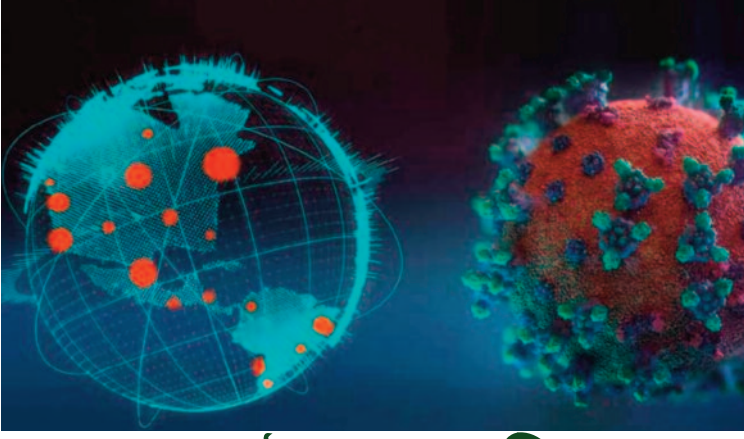
অ্যাকাডেমির প্রেস বিবৃতিতে বলা হয়েছে, অ্যামাইনো অ্যাসিডের মতো কিছু অণুর দু’টি প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়। একটি অপরটির প্রতিফলন, যেমন আমাদের দুই হাত। বিজ্ঞানের পরিভাষায় একে বলে নন-সুপারইম্পোজবল মিরর ইমেজ। একটি প্রতিক্রিয়া ডানহাতি (ডি-আইসোমার) এবং অন্যটি বাঁহাতি (এল-আইসোমার)। রসায়নশাস্ত্রে এই বৈশিষ্ট্যকে বলে হোমোকাইরালিটি। গ্রিক ভাষায় ‘হোমো’ মানে সম এবং ‘কাইরাল’ মানে হাত।

স্নায়ুর চিকিৎসায় ‘আলো এনে দিয়ে’ চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল জিতলেন আমেরিকা এবং জার্মানির ত্রয়ী

আমাদের দেহকোষের প্রোটিনে অ্যামাইনো অ্যাসিডের একটি প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়। অন্যটিকে প্রকৃতিতে প্রায় দেখাই যায় না। কিন্তু পরীক্ষাগারে দু’টি প্রতিক্রিয়া তৈরি হয় সমান পরিমাণে। যাকে বলা হয় রেসমিক মিশ্রণ। কিন্তু ঘটনা হল, আমাদের শরীর কেবল একটি নির্দিষ্ট আইসোমারই গ্রহণ করে। সেটাই ওষুধ প্রস্তুতের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তার ‘মিরর’ রূপটি মানবশরীরের জন্য ক্ষতিকর এমনকি প্রাণঘাতী বিষও হতে পারে। কৃত্রিম ভাবে কেবল একটি নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া (ডানহাতি বা বামহাতি) তৈরি করার প্রক্রিয়াই হল অগ্রতিসম জৈব সংশ্লেষ।




অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪



জলপাইয়ের পুষ্টিগুণ

বাজারে এখন প্রায় সারা বছরই পাওয়া যায় জলপাই। শুধু খেতেই সুস্বাদু নয়, নিয়মিত জলপাই খেলে পাওয়া যায় অনেক উপকারিতা, যা প্রতিটি স্বাস্থ্যসচেতন মানুষই চায়। এখানে জলপাইয়ের কয়েকটি গুণ নিয়ে আলোচনা করা হলো- জলপাই ভিটামিনের ভাণ্ডার উৎস। এতে আছে মোনো-স্যাচুরেটেড ফ্যাট। জলপাইয়ের ভিটামিন-ই কোষের অস্বাভাবিক গঠনে বাধা দেয়। ফলে ক্যানসার হওয়ার ঝুঁকি কমে। যখন মানুষের হৃৎপিণ্ডের রক্তনালিতে চর্বি জমে, তখন হার্ট অ্যাটাক করার ভয় সবচেয়ে বেশি থাকে। জলপাইয়ের অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট হার্ট ব্লক হতে বাধা দেয়।

জলবায়ু পরিবর্তন কি আমাদের উচ্চতা কমিয়ে দিচ্ছে

গত ১৫০ বছর ধরে মানুষের গড় উচ্চতা ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। উন্নত পুষ্টি, স্বাস্থ্যসেবা এবং জীবনযাত্রার মান এই পরিবর্তনের প্রধান কারণ হিসেবে বিবেচিত হতো। তবে সাম্প্রতিক একটি গবেষণা ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, এই উর্ধ্বমুখী প্রবণতা এখন থমকে যেতে পারে এবং এর পেছনে দায়ী হতে পারে জলবায়ু পরিবর্তন।

গবেষকরা দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় ২ লাখ শিশুর ওপর একটি দীর্ঘমেয়াদি বিশ্লেষণ চালিয়েছেন। এই গবেষণায় মূলত সেই সব এলাকাকে বেছে নেওয়া হয়েছে, যেখানে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সবচেয়ে প্রকট। গবেষণার ফলাফল বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা দেখতে পেয়েছেন যে, দীর্ঘ সময় ধরে অতিরিক্ত গরম আবহাওয়া, অনিয়মিত বৃষ্টিপাত এবং অর্দ্রতার পরিবর্তন শিশুর স্বাভাবিক শারীরিক বিকাশে বড় ধরনের প্রভাব ফেলছে। বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠী, যারা পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবার ও স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত, তাদের সন্তানদের ক্ষেত্রে এই প্রভাব আরও বেশি লক্ষ্য করা গেছে।

গবেষণায় দেখা গেছে যে, প্রতিকূল আবহাওয়া সরাসরি শিশুর শারীরিক বৃদ্ধিতে বাধা সৃষ্টি করছে: উচ্চ তাপমাত্রা: যেসব গর্ভবতী মা গর্ভাবস্থার অন্তত তিন মাস ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি তাপমাত্রার মুখোমুখি হন, তাদের সন্তানদের ওপর এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। অতিরিক্ত তাপ শরীরের হরমোন ও বিপাকীয় কার্যক্রমকে প্রভাবিত করে, যা ভূগের স্বাভাবিক বৃদ্ধিকে ব্যাহত করতে পারে।

অর্দ্রতা: উচ্চ তাপমাত্রার সঙ্গে উচ্চ অর্দ্রতা যুক্ত হলে তা শরীরের স্বাভাবিক বিপাকীয় প্রক্রিয়ায় চাপ সৃষ্টি করে। এর ফলে শরীর দ্রুত ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং পুষ্টি সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারে না।

এই পরিস্থিতির শিকার শিশুদের উচ্চতা তাদের সমবয়সীদের তুলনায় প্রায় ১৩ শতাংশ পর্যন্ত কম হতে পারে। শুধু উচ্চতাই নয়, তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, মস্তিষ্কের বিকাশ এবং শারীরিক সক্ষমতার ওপরও এর প্রভাব পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা। সাধারণত মানুষের উচ্চতা মূলত দুটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে- জেনেটিক্স বংশগতি বা বাবা-মায়ের উচ্চতা।

পুষ্টি: পর্যাপ্ত প্রোটিন, ভিটামিন ও মিনারেলযুক্ত খাবার।

তবে এই গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, পরিবেশগত ফ্যাক্টর (বিশেষ করে তাপমাত্রা ও অর্দ্রতা) এখন মানুষের উচ্চতা নির্ধারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এছাড়াও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে খাদ্য উৎপাদন কমে গেলে অপুষ্টির হার বাড়তে পারে, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শারীরিক বৃদ্ধি আরও ব্যাহত করবে। খরা, বন্যা এবং ঘূর্ণিঝড়ের মতো দুর্যোগ কৃষিজমির ক্ষতি করছে, ফলে খাদ্য নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়ছে।

গবেষকরা আরও বলছেন, শিশুর শারীরিক বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপদ পরিবেশও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। দূষিত পানি, অতিরিক্ত গরম এবং সংক্রামক রোগের বিস্তার শিশুদের স্বাস্থ্যের ওপর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলতে পারে। বিশেষ করে নিম্ন আয়ের দেশগুলোতে স্বাস্থ্যব্যবস্থা দুর্বল হওয়ায় এই সংকট আরও ভয়াবহ আকার নিতে পারে। যদিও এই গবেষণাটি দক্ষিণ এশিয়ার ওপর ভিত্তি করে করা হয়েছে, গবেষকদের মতে এটি একটি বৈশ্বিক সমস্যা।

পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তেও জলবায়ু পরিবর্তনের ধরন অনুযায়ী এর প্রভাব ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে, তবে তা মানবদেহের বিবর্তনে বা শারীরিক গঠনে দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলছে। ইউরোপ, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার কিছু অঞ্চলেও একই ধরনের প্রবণতার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে।

স্তন ক্যাসার: ঝুঁকি ও উপসর্গ

ডা. মুনতাসির ফয়সাল

বাংলাদেশে নারীদের মধ্যে স্তন ক্যান্সার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্যঝুঁকি। সামাজিক সংকোচ ও সচেতনতার অভাবে অনেক নারী স্তনে কোনো অস্বাভাবিক পরিবর্তন দেখা দিলেও তা গোপন রাখেন বা চিকিৎসকের কাছে যেতে দেরি করেন। ফলে অনেক ক্ষেত্রে রোগ ধরা পড়ে তুলনামূলক দেরিতে। অথচ স্তন ক্যান্সার প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্ত করে যথাযথ চিকিৎসা শুরু করা গেলে চিকিৎসার ফলাফল অনেক ভালো হয়।

স্তন ক্যান্সার শুধু নারীর রোগ নয়, পুরুষরাও এতে আক্রান্ত হতে পারেন। তবে পুরুষের তুলনায় নারীর ঝুঁকি অনেক বেশি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, স্তন ক্যান্সারের প্রায় ৯৯ শতাংশ রোগী নারী এবং প্রায় ০.৫ থেকে ১ শতাংশ রোগী পুরুষ। বয়স বাড়ার সঙ্গে স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ে।

স্তনের কিছু কোষ অস্বাভাবিকভাবে ও নিয়ন্ত্রণহীনভাবে বৃদ্ধি পেয়ে টিউমার তৈরি করতে পারে। চিকিৎসা না হলে কিছু ক্ষেত্রে এই ক্যান্সার লসিকাতন্ত্র বা রক্তপ্রবাহের মাধ্যমে শরীরের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়তে পারে। তবে মনে রাখতে হবে, স্তনে কোনো পিঁপ্টি বা পরিবর্তন দেখা দিলে সেটি ক্যান্সার এমন নয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রকৃত কারণ নিশ্চিত করতে হয়।

যাদের স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি বেশি

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝুঁকি বাড়ে। এ ছাড়া পরিবারের নিকটাত্মীয়ের স্তন বা ডিম্বাশয়ের ক্যান্সারের ইতিহাস, বিশেষ করে কিছু বংশগত জিনগত পরিবর্তন যেমন ইজিএস১ ও ইজিএস২, ঝুঁকি বাড়তে পারে। তবে পারিবারিক ইতিহাস না থাকলেও স্তন ক্যান্সার হতে পারে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত অধিকাংশ নারীর কোনো পরিচিত পারিবারিক ইতিহাস থাকে না। প্রজনন-সংক্রান্ত কিছু বিষয়ও ঝুঁকির সঙ্গে সম্পর্কিত। যেমন প্রথম গর্ভধারণের বয়স বেশি হওয়া, সন্তানকে বুকের দুধ না খাওয়ানো এবং দীর্ঘদিনের কিছু হরমোন-সম্পর্কিত পরিবর্তন ঝুঁকি বাড়তে পারে। মেনোপজের পর অতিরিক্ত ওজন বা স্থূলতা, শারীরিকভাবে কম সক্রিয় থাকা এবং আলোকোহল সেবনও ঝুঁকি বাড়তে পারে।

এ ছাড়া অল্প বয়সে বুকের এলাকায় রেডিয়েশন থেরাপির ইতিহাস এবং কিছু জিনগত পরিবর্তনও গুরুত্বপূর্ণ ঝুঁকি-কারণ। তাই পরিবারের ক্যান্সারের ইতিহাস থাকলে চিকিৎসকের সঙ্গে নিজের ব্যক্তিগত ঝুঁকি নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন।

কোন লক্ষণগুলো অবহেলা করবেন না

স্তন ক্যান্সারের সম্ভাব্য লক্ষণের মধ্যে রয়েছে

চাকা বা পিঁপ্টি: স্তন বা বগলের নিচে নতুন কোনো

শক্ত পিঁপ্টি বা অস্বাভাবিক ফোলা অনুভূত হওয়া।

ত্বকের পরিবর্তন: স্তনের ত্বক কঁচকে যাওয়া, গর্তের মতো হয়ে যাওয়া, লালচে বা অস্বাভাবিক মোটা হয়ে যাওয়া।

স্তনের আকার বা আকৃতির পরিবর্তন: দুই স্তনের আকৃতিতে নতুন কোনো পার্থক্য দেখা দেওয়া।

বোঁটার পরিবর্তন: বোঁটা ভেতরের দিকে ঢুকে যাওয়া বা বোঁটা থেকে অস্বাভাবিক তরল (বিশেষ করে রক্তযুক্ত কষ বা নিঃসরণ) বের হওয়া।

ব্যথা বা অস্বাভাবিক পরিবর্তন: স্তনে নতুন ও স্থায়ী কোনো পরিবর্তন দেখা দেওয়া।

এগুলোর কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই

আতঙ্কিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। তবে পরিবর্তনটি

নতুন হলে বা থেকে গেলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ

নেওয়া জরুরি। কারণ অনেক ধরনের নিরীহ

সমস্যাতেও একই রকম লক্ষণ দেখা দিতে পারে।

নিজে পরীক্ষা করার ক্ষেত্রে কী করবেন

নারীরা নিজের স্তনের স্বাভাবিক চেহারা ও অনুভূতি

সম্পর্কে সচেতন থাকতে পারেন। আয়নার সামনে

দাঁড়িয়ে দুই স্তনের আকার, ত্বক ও বোঁটার কোনো

নতুন পরিবর্তন আছে কিনা খেয়াল করা যায়।

গোসলের সময়ও হাত দিয়ে অস্বাভাবিক পিঁপ্টি বা

পরিবর্তন অনুভব করার চেষ্টা করা যেতে পারে।

তবে শুধু নিজে পরীক্ষা করলে স্তন ক্যান্সারের স্ক্রিনিং সম্পূর্ণ হয় না। বর্তমান নির্দেশনায় গড় ঝুঁকির নারীদের ক্ষেত্রে বয়স ও ব্যক্তিগত ঝুঁকি অনুযায়ী ম্যামোগ্রাম করার বিষয়টি চিকিৎসকের সঙ্গে আলোচনা করা গুরুত্বপূর্ণ।

নতুন কোনো পরিবর্তন দেখা দিলে বয়স কম হলেও চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

কীভাবে স্তন ক্যান্সার শনাক্ত করা হয়

ম্যামোগ্রাম স্তনের বিশেষ ধরনের এন্ড-রে, যা কিছু ক্ষেত্রে উপসর্গ দেখা দেওয়ার আগে অস্বাভাবিক পরিবর্তন শনাক্ত করতে পারে। তবে কখন থেকে এবং কত ঘন ঘন ম্যামোগ্রাম করা হবে, তা ব্যক্তির বয়স ও ঝুঁকির ওপর নির্ভর করে। আমেরিকান ক্যান্সার সোসাইটির বর্তমান নির্দেশনায় গড় ঝুঁকির নারীদের ৪০ থেকে ৪৪ বছর বয়সে চাইলে বার্ষিক ম্যামোগ্রাম শুরু করার সুযোগ রয়েছে; ৪৫ থেকে ৫৪ বছর বয়সে প্রতি বছর ম্যামোগ্রাম করার সুপারিশ করা হয়। ৫৫ বছর বা তার বেশি বয়সে প্রতি দুই বছর পরপর অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী প্রতিবছর করা যেতে পারে।

অন্যদিকে উচ্চ ঝুঁকিতে থাকা নারীদের ক্ষেত্রে আরও আগে এবং অতিরিক্ত পরীক্ষার প্রয়োজন হতে পারে।

যেমন নির্দিষ্ট বংশগত জিনগত পরিবর্তন, শক্তিশালী পারিবারিক ইতিহাস বা অল্প বয়সে বুকের এলাকায় রেডিয়েশন থেরাপির ইতিহাস থাকলে চিকিৎসক ম্যামোগ্রামের পাশাপাশি এমআরআই স্ক্রিনিংয়ের পরামর্শ দিতে পারেন। স্তনে কোনো সন্দেহজনক পরিবর্তন পাওয়া গেলে চিকিৎসক শারীরিক পরীক্ষা, প্রয়োজন অনুযায়ী আল্ট্রাসাউন্ড বা ম্যামোগ্রাম এবং নিশ্চিত হওয়ার জন্য বায়োপসি করতে পারেন। এফএনএসি (স্বরহব ঘবব-ফষব অংঢরৎধঃঃডহ ঙ্গঃডঃডঃমু - সুঁই দিয়ে রস বা কোষ পরীক্ষা) কিছু ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হলেও সব ধরনের স্তন ক্যান্সার নির্ণয়ের জন্য এটি একমাত্র বা চূড়ান্ত পরীক্ষা নয়। ক্যান্সারের ধরন ও বিস্তার অনুযায়ী চিকিৎসক প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নির্ধারণ করেন।

চিকিৎসা নির্ভর করে রোগের ধরন ও পর্যায়ের ওপর

স্তন ক্যান্সারের চিকিৎসা সবার জন্য এক রকম নয়। ক্যান্সারের ধরন, আকার, রোগের পর্যায়, লসিকাতন্ত্রিতে ছড়িয়েছে কিনা এবং শরীরের অন্য কোথাও ছড়িয়েছে কিনা এসব বিষয় বিবেচনা করে চিকিৎসা পরিকল্পনা করা হয়।

চিকিৎসার মধ্যে অস্ত্রোপচার, রেডিয়েশন থেরাপি, কেমোথেরাপি, হরমোন থেরাপি, টার্গেটেড থেরাপি বা নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ইমিউনোথেরাপি থাকতে পারে। অনেক সময় একাধিক চিকিৎসা পদ্ধতি একসঙ্গে ব্যবহার করা হয়।

জীবনযাত্রায় পরিবর্তনেও কমতে পারে ঝুঁকি

স্তন ক্যান্সারের সব ঝুঁকি এড়ানো সম্ভব নয়। তবে স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করতে পারে।

নিয়মিত শারীরিক কর্মকাণ্ড, স্বাস্থ্যকর ওজন বজায় রাখা এবং অ্যালকোহল এড়িয়ে চলা বা কমানো গুরুত্বপূর্ণ।

গবেষণায় শারীরিকভাবে সক্রিয় থাকার সঙ্গে স্তনসহ বিভিন্ন ক্যান্সারের ঝুঁকি কম থাকার সম্পর্ক পাওয়া গেছে।



ব্রুকলীন চার্চ ম্যাকডোনাল্ডে বাংলাদেশী ডাক্তার

SAYERA HAQUE, M.D

আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
এটেন্ডিং ফিজিসিয়ান, ই. আর, কনি আইল্যান্ড হাসপাতাল

সেবাসমূহ

- জেনারেল চেকআপ
- হাই কোলেস্টরল এজমা
- TLC/Motor Vehicle Exam
- শারীরিক পরীক্ষা
- ইকেজি
- ডায়াবেটিস
- বয়স্ক ভেন্ড্রিনেশন
- হাইপারটেনশন
- ব্লাড টেস্ট
- মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমাদের অফিসে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বসেন

We accept most of the Insurances

Haque Medical Office, PC

540 McDonald Ave., Brooklyn, NY-11218
"F" Train and Bus B35, B67

Tel: 718-633-5883/5800, 347-715-7593

আপনার কথা, আপনার ব্যথা বাংলায় বলুন, বাংলায় শুনুন



Board Certified
Internal Medicine
Pulmonary Medicine
Critical Care Medicine
Also Specialized in Sleep Medicine

ডাঃ সমীর সরকার, এমডি

দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন England & America তে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত
Triple Board Certified বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Attending Physician - Jamaica Hospital

134-20 Jamaica Avenue, Jamaica, NY 11418
Tel: 718-206-6742



‘হার স্টোরি’ আর হারিয়ে যেতে দেব না আনুশেহ আনাদিল

আজকে নারী যখন বিভিন্ন বাহিনী, শিক্ষালয় ও সচিবালয়ে নেতৃত্ব দিতে পারে; চিকিৎসক ও সাংবাদিক হতে পারে; বিমান ও ট্রেন চালাতে পারে, তখন নারী ফুটবল খেলতে পারবে না কেন? নারীকে কারা ঘরে আটকে রাখতে চায়?

এর সূচনা আসলে ইতিহাস থেকে। হাজার হাজার বছর ধরে পুরুষেরাই লিখেছে ইতিহাস। ইতিহাসের ইংরেজি প্রতিশব্দের আক্ষরিক অর্থ ‘হিজ স্টোরি’ নয়। কিন্তু রূপক হিসেবে কথাটি সত্য। কারণ লিখিত সভ্যতার অধিকাংশ সময়জুড়ে কলম ছিল পুরুষের হাতে। আইন লিখেছেন পুরুষেরা। ক্ষমতা ও জ্ঞানের প্রতিষ্ঠানগুলো ছিল প্রধানত পুরুষের দখলে। তাই ইতিহাস হয়ে উঠেছে, বহুলাংশে পুরুষের বলা গল্প।

তাহলে কোথায় নারীর ইতিহাস? কোথায় সেই মায়েরা? কোথায় ধাত্রী, চিকিৎসক, কিশানি, তাঁতি, শিল্পী, সংগীতশিল্পী, বিদ্রোহী, সাধিকারা? খেলাধুলার সূচনালগ্নে কি নারী-পুরুষ ভেদ ছিল? নারীরা কি খেলাধুলা করত না?

একজন নারী যদি পরিবার চালাতে পারে; ব্যবসা পরিচালনা করতে পারে; দেশকে নেতৃত্ব দিতে পারে; বুদ্ধিমান-বাবার দায়িত্ব নিতে পারে, তাহলে বহু শতাব্দী আগের পুরুষের অর্থনৈতিক দায়িত্বের ধারণা কেন আজও তার অর্থনৈতিক অধিকার নির্ধারণ করবে?

যুগের পর যুগ পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থা যেন এক পরম কর্তৃত্বের কণ্ঠ নারীকে বলেছে-মান্য করো। বশ্যতা স্বীকার করো। চুপ থাকো। নিজেকে ঢেকে রাখো। পুরুষের নেতৃত্ব দিও না। খুব বেশি স্বাধীন হয়ো না। হয়তো এসব নির্দেশের নিচে লুকিয়ে আছে মানবসভ্যতার প্রাচীনতম ভয়গুলোর একটি-শক্তিশালী নারীর ভয়-যে নারী নিজ অস্তিত্বের জন্য অনুমতি চায় না; যার নিজের অর্থ আছে; নিজের কাজ আছে; নিজের চিন্তা আছে; নিজের কণ্ঠ আছে। যে ভালোবাসতে পারে, কিন্তু কারও সম্পত্তি হয়ে যায় না। যে মা হয়েও নিজের অস্তিত্ব হারায় না।

যে সন্তান ধারণ করতে পারে, সন্তান মানুষ করতে পারে, সংসার সামলাতে পারে, ব্যবসা চালাতে পারে, শিল্প সৃষ্টি করতে পারে, গান লিখতে পারে, প্রবন্ধ লিখতে পারে, নেতৃত্ব দিতে পারে, সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

যে নারী বুঝে গেছে-একজন পুরুষকে বড় দেখানোর জন্য তার নিজেকে ছোট করতে হবে না। এটি আমার নিজের উপলব্ধি-হয়তো কিছু পুরুষ নারীকে ভয় পায় নারী দুর্বল বলে নয়। হয়তো তারা ভয় পায়, কারণ নারী দুর্বল নয়। কারণ যে নারী নিজের শক্তি চিনে ফেলেছে, তাকে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন।

নারীর ওপর আমরা অসম্ভব সব শর্ত চাপিয়ে দিয়েছি। সুন্দর হও; কিন্তু বেশি নজর কেড়ে না। বুদ্ধিমান হও, কিন্তু কাউকে ভয় পাইয়ে দিও না। সফল হও, কিন্তু এত সফল হয়ো না যে, কোনো পুরুষ নিজেকে অগ্রয়োজনীয় মনে করে। স্বাধীন হও, কিন্তু নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেয়ো না। মা হও, কিন্তু মাতৃত্ব যেন তোমার কাজে বাধা না দেয়। শক্ত হও, কিন্তু কোমল থেকে। কণ্ঠ রাখো, কিন্তু খুব জোরে কথা বলো না। কী অসম্ভব এক খাঁচা!

হাজার হাজার বছর ধরে পুরুষের হাতে ছিল কলম। তারা লিখেছে ইতিহাস; নারীরা তখন সন্তান জন্ম দিচ্ছিল। খাদ্য ফলাচ্ছিল। ওষুধ বানাচ্ছিল। শিল্প সৃষ্টি করছিল। গান গাইছিল। সন্তান মানুষ করছিল। ঘর তৈরি করছিল। সমাজ ধরে রাখছিল। যুদ্ধের ভেতর বেঁচে থাকছিল। নিপীড়নের ভেতর বেঁচে থাকছিল।

এখন কিছু বদলেছে। এখন আমরা লিখতে পারি। আমরা প্রকাশ করতে পারি। আমরা কথা বলতে পারি। আমরা নিজেদের কণ্ঠ রেকর্ড করতে পারি। আমাদের নানি-দাদি, দিদিমা-ঠাকুমারা যা বলতে পারেননি, আমরা তা কন্যাদের বলতে পারি। আমরা পুরোনো নথির কাছে ফিরে গিয়ে প্রশ্ন করতে পারি, নারীরা কোথায় ছিল?

আমরা আমাদের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যকে ভালোবাসতে পারি এবং সেই ঐতিহ্যের চারপাশে শতাব্দীর পর শতাব্দী জমে ওঠা পুরুষতান্ত্রিক ব্যাখ্যাকেও চ্যালেঞ্জ করতে পারি। কারণ প্রশ্নহীন শ্রদ্ধা একসময় বশ্যতায় পরিণত হয়। আর সমালোচনামূলক জ্ঞান হয়ে ওঠে এমন এক উত্তরাধিকার, যার কোনো বিবর্তন নেই। হাজার হাজার বছর ধরে অন্যেরা আমাদের নিয়ে লিখেছে।

এবার নারীর নিজের গল্প লেখা দরকার। নারীর ইতিহাস বা ‘হার স্টোরি’। যে শরীরকে ‘অপবিত্র’ বলা হয়েছিল-তার গল্প। যে কণ্ঠকে চুপ থাকতে বলা হয়েছিল-তার গল্প। যে মনকে কম বুদ্ধিমান বলা হয়েছিল-তার গল্প। যে কন্যাকে কম দেওয়া হয়েছিল-তার গল্প। যে স্ত্রীকে বশ্যতা শেখানো হয়েছিল-তার গল্প। যে স্বাধীন নারীকে বিপজ্জনক বলা হয়েছিল-তার গল্প। যে শক্তিশালী নারীকে অস্বাভাবিক বলা হয়েছিল-তার গল্প। যে মায়ের শ্রম কখনও হিসাব করা হয়নি-তার গল্প। যে

শিল্পীর নাম হারিয়ে গেছে-তার গল্প। যে চিকিৎসক, ধাত্রী, সাধিকা, কবি, কিশানি, বিদ্রোহীকে ভুলে যাওয়া হয়েছে-তাদের গল্প। এটাই নারীর ইতিহাস; এটাই ‘হার স্টোরি’। আমরা হাজার হাজার বছর ধরে স্বর্ণের সন্ধানে আকাশের দিকে তাকিয়েছি। এবার আমাদের নিচের দিকেও তাকানো উচিত-মাটির দিকে, শিকড়ের দিকে, রক্তের দিকে, গর্ভের দিকে। মেঘ আকাশজুড়ে ভেসে যেতে পারে। কিন্তু বৃষ্টি নেমে আসে পৃথিবীতে। সে মাটির ভেতরে প্রবেশ করে। সে শিকড় খুঁজে পায়। সে বাজকে জাগিয়ে তোলে। যেখানে বৃষ্টি পৃথিবীকে স্পর্শ করে, সেখানে জীবন আবার শুরু হয়।

এবার আমরা তা লিখে রাখব। কারা নারীকে ঘরে আটকে রাখতে চায়, আমরা লিখে রাখব। এবার নারীর ইতিহাস বা ‘হার স্টোরি’ আর হারিয়ে যেতে দেব না।

আনুশেহ আনাদিল: সংগীতশিল্পী ও সমাজকর্মী

বাল্যবিয়ে রোধ এবং কন্যাশিশুর অধিকার রক্ষায় বিনিয়োগ

রুকাইয়া সাওম লীনা। আগামী ১১ অক্টোবর বিশ্বজুড়ে পালিত হবে ‘আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবস’। এবারের প্রতিপাদ্য হলো ‘বাল্যবিয়ে রোধ করুন এবং কন্যাশিশুদের অধিকার রক্ষায় বিনিয়োগ করুন।’ বিশ্বজুড়ে প্রতি পাঁচজন কন্যাশিশুর মধ্যে একজনের ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই বিয়ে হয়ে যায়; সব মিলিয়ে এর সংখ্যা প্রায় ৬৫০ মিলিয়ন (৬৫ কোটি)। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ২০১১ সালের ডিসেম্বরে গৃহীত ৬৬/১৭০ নম্বর প্রস্তাবের মাধ্যমে ২০১২ সালে প্রথমবার পালিত হয় ‘আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবস’। মেয়েশিশু বলে সে কী করতে পারবে, কোথায় যেতে পারবে বা ভবিষ্যতে কী হয়ে উঠবে-সমাজ বা পরিবার বা অন্য কেউ এসব ঠিক করে দিতে পারে না। অথচ বিশ্বের কোটি কোটি কন্যাশিশুর ক্ষেত্রে বাস্তবতা এখনো এমনই। কয়েক দশক ধরে অনেক অগ্রগতি হওয়ার পরও অসংখ্য কন্যাশিশু বৈষম্য, সহিংসতা, দারিদ্র্য ও সংঘাতের শিকার হচ্ছে; এসব একজন শিশু বা মানুষ হিসাবে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে, তাদের পছন্দ বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতাকে সংকুচিত করে এবং সুযোগ-সুবিধাকে সীমিত করে দেয়। কন্যাশিশুদের জন্য বিনিয়োগ করা বলতে বোঝায় কন্যাশিশুকে গুরুত্ব দেয় এমন পরিবার, সম্প্রদায় এবং আরও স্থিতিস্থাপক সমাজ গড়ে তোলার অন্যতম কার্যকর উপায়। তা না হলে আরও অনেক মেয়ে পিছিয়ে পড়বে। প্রতিটি কন্যাশিশুর একটি সুন্দর শৈশব পাওয়ার অধিকার রয়েছে। রয়েছে শিক্ষা ও বিকাশের সুযোগ পাওয়ার অধিকার, নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নেওয়া এবং নিজের ভবিষ্যৎ নিজেই গড়ে তোলার স্বাধীনতা। এসবই প্রতিটি কন্যাশিশুর প্রাপ্য। অথচ আজও লাখ লাখ মেয়ে সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত। ইউনেসফের ২০২৬ সালের সমীক্ষা অনুযায়ী, বিশ্বজুড়ে প্রতি পাঁচজন কন্যাশিশুর মধ্যে একজনের বিয়ে ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই হয়ে যায়। এর অর্থ হলো, বর্তমানে জীবিত প্রায় ৬৫০ মিলিয়ন নারী ও কিশোরীর বিয়ে

হয়েছিল শৈশবে। ১৫-১৯ বছর বয়সি যেসব মেয়ে বিবাহিত বা কোনো সঙ্গীর সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছে, তাদের মধ্যে প্রায় প্রতি চারজনের একজন জীবনে কোনো না কোনো সময় অন্তরঙ্গ সঙ্গীর দ্বারা সহিংসতার শিকার হয়েছে। সংকট, সংঘাত এবং গৃহহীনতার মতো পরিস্থিতি মেয়েদের ক্ষেত্রে বাল্যবিয়ে, যৌন সহিংসতা এবং মাতৃমৃত্যুর ঝুঁকি বাড়িয়ে চলেছে। ১৫-১৯ বছর বয়সি ছেলেদের তুলনায় সম বয়সি মেয়েদের শিক্ষা, কর্মসংস্থান বা প্রশিক্ষণের বাইরে থাকার সম্ভাবনা দ্বিগুণ। অস্থিতিশীল, সংঘাতপূর্ণ ও সহিংসতাকবলিত এলাকায় বসবাসকারী মেয়েদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বাইরে থাকার আশঙ্কা স্থিতিশীল বা স্বাভাবিক এলাকার মেয়েদের তুলনায় প্রায় ৯০ শতাংশ বেশি; যা তাদের বাল্যবিয়ের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়।

‘আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবস’ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম বলেন, ‘কন্যাশিশু দিবস উপলক্ষ্যে সব কন্যা এবং নারীকে শুভেচ্ছা জানাই। তবে শুভেচ্ছা যতই জানাই না কেন, আমরা তো জানি, আজ কন্যাদের অত্যন্ত সংকটের মধ্যদিয়ে দিন পার করতে হচ্ছে। প্রতিদিনের পত্রিকা খুললেই দেখছি কন্যা নির্যাতন, যৌন সহিংসতাসহ নানা সহিংসতার চরম চিত্র। ধর্ষণের মতো জঘন্য সহিংসতার শিকারও আমাদের কন্যাশিশুরা ক্রমাগত হয়ে যাচ্ছে। বর্তমান সময়ে আমাদের কন্যাদের জন্য এ সহিংসতা ও নিরাপত্তার কোনো স্থায়ী সমাধান দেখতে পাচ্ছি না। সহিংসতা, বাল্যবিয়ে এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষার অভাব-এ তিনটি বিষয় আজ কন্যাশিশুর জীবনের জন্য অত্যন্ত জরুরি সংকট হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু সহিংসতাই নয়, ইদানীং কন্যাশিশু হত্যার হারও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। পারিবারিক শত্রুতার কারণে হোক কিংবা সহিংসতার জের ধরে, কন্যাদের হত্যা করে ফেলা হচ্ছে। যে সন্তানদের জন্য আমরা ভবিষ্যৎ বিনির্মাণ করতে চাই, আজকের এ বাস্তবতায় আমরা তাদের সামনে নিজেরা অপরাধী হয়ে দাঁড়িয়েছি। আজকের দিনে নিরাপত্তা, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষা-কোনোটিই সঠিকভাবে নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। তার ওপর এ ব্যাপক হারে ঘটা হত্যা আরেকটি বড় সংকট তৈরি করছে। ঘরে, বাইরে, কর্মস্থলে, রাস্তাঘাটে বা হাটে-বাজারে-কোথাও সাধারণ মানুষের নিরাপত্তাই নেই। আর এ নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে কন্যাশিশুদের জীবন আরও অনেক বেশি ঝুঁকির মুখে পড়েছে। তাই সব মিলিয়ে বলা যায়, গোটা সমাজ, মানবাধিকার কর্মী এবং রাষ্ট্র-আমরা সবাই আমাদের কন্যাশিশুদের কাছে অপরাধী হয়ে দাঁড়িয়েছি।’



বাংলাদেশী ডাক্তার

SUBHASH C. SIKDER MD.DO
সুভাষ চন্দ্র শিকদার

Family Medicine Specialist
HIV Specialist

• MEDICINE • PEDIATRICS • VACCINATION
• CORTISONE SHOT • SUBOXONE •

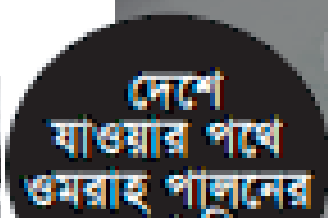
NEW OFFICE HOURS

BROOKLYN OFFICE
27 Church Avenue
Brooklyn, NY 11218

JAMAICA OFFICE
187-85 Hillside Ave
Jamaica, NY 11432

FOR ALL YOUR PRIMARY CARE NEED
TEL: 718-581-6454, FAX: 866-575-0181

Meghna Travel



বাংলাদেশ সহ বিশ্বের যে কোন দেশ ভ্রমণে আমরা সুলভ ১০০% কনফার্ম করে টিকেট বিক্রয় করি। ওমরাহ ডিসা ও হোটেল সহ

Tel: 718-478-1920, 718-930-1494, 718-478-1830
37-66, 74 Street Suite # 2nd fl Jackson Height NY-11372

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

অ্যান হ্যাথাওয়ারের বক্তব্যের
প্রতিক্রিয়ায় যা বললেন কঙ্গনা

মোম্বাই ডেস্কঃ ভারতের জনপ্রিয় বলিউড অভিনেত্রী ও বিজেপি এমপি কঙ্গনা রানাওয়াত। বলিউড পাড়ায় তার বেশ নামডাক রয়েছে। সম্প্রতি আর্থিক স্বাধীনতা নিয়ে অ্যান হ্যাথাওয়ারের নামে প্রচারিত একটি বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন এই অভিনেত্রী। তিনি বক্তব্যটি নিজের ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে শেয়ার করেন।

হ্যাথাওয়ারের নামে প্রচারিত ওই বক্তব্যে বলা হয়েছিল, তিনি অল্প বয়সেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে নিজের খরচ চালানোর জন্য কখনো অন্য কারও ওপর নির্ভর করবেন না। এরপর থেকে তিনি সেই নীতিই অনুসরণ করে চলেছেন।

পোস্টটি শেয়ার করে কঙ্গনা লেখেন, ‘তোমাদের মধ্যে কে কে ১৫ বছর বয়সে নিজের কাছে এমন কথা বলেছিল? হাত তোলো।’

কঙ্গনার আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার স্মৃতি কঙ্গনা এর আগেও অল্প বয়সে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার কথা বলেছেন। কাজের সন্ধানে তিনি নিজের শহর ছেড়ে দিল্লিতে চলে গিয়েছিলেন।

তিনি জানিয়েছেন, দিল্লিতে যাওয়ার পর মডেলিং ও থিয়েটারে কাজ শুরু করেন। পরে গ্যাংস্টার ছবির জন্য অডিশন দেওয়ার পর মুম্বাইয়ে চলে যান। ছবিটি তার অভিনয়জীবনের শুরুর দিকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হয়ে ওঠে।

আগের বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে কঙ্গনা অভিনয়জীবন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করার সময় আর্থিক সমস্যার কথাও বলেছেন। এমনকি এমন সময়ও গেছে, যখন তাকে খুব সাধারণ খাবার খেয়ে দিন কাটাতে হয়েছে।

তিনি আরও বলেছেন, একবার তার বাবা তাকে আর্থিক সাহায্য করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এমনকি ৫০ হাজার রুপি দেওয়ার কথাও বলেছিলেন। কিন্তু কঙ্গনা সেই সাহায্য প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ, তিনি নিজেই নিজের খরচ চালাতে চেয়েছিলেন।

ক্যারিয়ারের শুরুর সময় নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্য কঙ্গনা বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে তার কাজ শুরু করার বয়স নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন তথ্য জানিয়েছেন। ২০১৬ সালে ইন্ডিয়া টুডে-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তাকে উদ্ধৃত করে বলা হয়েছিল, তিনি ১৭ বছর বয়সে কাজ শুরু করেন।

অন্য কিছু সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, প্রায় ১৫ বছর বয়সে বাড়ি ছেড়ে দিল্লিতে একা থাকতে শুরু করেন। সেখানে তিনি অরবিন্দ গৌরের ‘আসমিতা’ থিয়েটার দলে যোগ দেন এবং পাশাপাশি মডেলিংও করেন।

বিজেপিতে যোগ দেওয়া
কোয়েলকে কটাক্ষ শ্রীলেখার

মোম্বাই ডেস্কঃ ভারতের রাজনীতিতে সেলিব্রেটিদের যোগদান নতুন কোনো ঘটনা নয়। এবার সেই পথেই হাঁটলেন অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক। তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে এতোদিন রাজনীতি করেছেন তিনি। সেই দল ছেড়ে এবার ভারতীয় জনতা পার্টিতে (বিজেপি) সমর্থন দিলেন কোয়েল মল্লিক।

সোমবার (৫ অক্টোবর) বর্ষীয়ান অভিনেতা রঞ্জিতকন্যা কোয়েল মল্লিক আনুষ্ঠানিকভাবে পদ্মদলে নাম লেখালেন। যদিও রোববারই জানা গিয়েছিল, রাজ্যসভায় নিজের ছেড়ে যাওয়া আসনেই ওয়াপসি হচ্ছে তার। ইতোমধ্যে তিনি রাজ্যসভার উপনির্বাহনের জন্য মনোনয়নপত্র জমাও



দিয়েছেন।

সোমবার সন্টলেকে বিজেপির রাজ্য দপ্তরে কোয়েল মল্লিকের গলায় উত্তরীয় পরিয়ে হাতে পতাকা তুলে দেন দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক শশী অগ্নিহোত্রী। বিজেপিতে যোগ দিয়েই রাজ্যের নতুন সরকারের প্রশংসায় তিনি পঞ্চমুখ।

কোয়েল মল্লিক বলেন, ‘বিগত কয়েক মাসে পশ্চিমবঙ্গে উন্নয়নযাত্রা চলছে। আমরা চাই পশ্চিমবঙ্গে আরও কাজ আসুক। প্রত্যেকটা দল নিজেদের মতো ভালো কাজ করার চেষ্টা করে। কাউকে ছোট না-করে বলতে পারি আমি এমন একটা দলে যোগ দিতে পেরেছি, যারা উন্নয়নের কাজ শেষ কয়েক মাস ধরে ভালো করছে। বাংলার উন্নয়নে যোগ দিতেই তার রাজনীতিতে আসা।’

তবে কোয়েল মল্লিকের কথায় এত সহজে যে চিড়ে ভেজার না হয়, তা বোঝা যাবে সামাজিক মাধ্যমে চোখ রাখলেই। বরং ক্রমাগত তৃণমূল হিসেবে পরিচিতরা বিজেপিতে বা বিজেপির শরিক দল হিসেবে চিহ্নিত ‘ন্যাশনালিস্ট সিটিজেনস পার্টি অব ইন্ডিয়া’-তে যোগ দেওয়ায় কমলা দলের সমর্থকদের মধ্যেই বাড়ছে ক্ষোভ।

আপাতত সামাজিক মাধ্যমে কটাক্ষের নিশানায় অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক। রঞ্জিতকন্যা বরাবরই নিজের ক্রিন ইমেজের কারণে জনপ্রিয় ছিলেন। তবে তাল কাটে যখন ২০২৬ বিধানসভা ভোটের আগে যোগ দেন তৃণমূলে কংগ্রেসে। তৃণমূলের টিকিটে রাজ্যসভার সংসদ হিসেবে নির্বাচিতও হন। সেই সময় তিনি ও রঞ্জিত মল্লিক রীতিমতো পঞ্চমুখ ছিলেন মমতা ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশংসায়। কিন্তু কোয়েলের সঙ্গে ঘাসফল দলের ব্রেকআপ হয় পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের শোচনীয় হারের পর। আর তিন মাসের মাথায় কোয়েল চলে গেলেন বিজেপিতে।

সোমবার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে কোয়েল মল্লিক বলেন, ‘সবার জন্য কাজ করতে চাই, সবার মঙ্গল কামনা করি।’ এখানে বলে রাখা ভালো— তৃণমূলে যোগ দিয়েও খানিকটা এই সুরই ছিল তার। এবার কোয়েলকে তার বলা কথাতেই বিধলেন অভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্র।

সামাজিক মাধ্যমে একটি পোস্ট দিয়েছেন শ্রীলেখা মিত্র। সেই পোস্টে এ বর্ষীয়ান অভিনেত্রী লিখেছেন— ‘দেশের সেবা করতে চাই, বংপ বংপ লাইনগুলো বড্ড বজাপচা হয়ে গেছে। অন্য কিছু ভাবুন বা স্ক্রিপ্ট রাইটার বদলান’।

কোয়েলকে কটাক্ষ করে পোস্ট করেছেন কিরণ দত্তও। তিনি লিখেছেন, ‘কোয়েল পাখি কখনোই নিজের বাসায় ডিম পাড়ে না। এতে অবাক হওয়ার কি আছে!’

‘আমার থেকে
বেশি আমাকে
বোঝে শুভ’,
দাদাগিরিতে দেব

মোম্বাই ডেস্কঃ টালিউডের অন্যতম চর্চিত ও জনপ্রিয় জুটি দীপক অধিকারী দেব ও শুভশ্রী গাঙ্গুলি। তাদের অনস্ক্রিন ও অফস্ক্রিন কেমিস্ট্রি একসময় বাংলা সিনেমার অলিন্দে তুমুল ঝড় তুলত। যদিও সময়ের ব্যবধান আর নিয়মে দুজনের জীবনের পথ আলাদা হয়ে গেছে। তবে সম্পর্কের সেই শ্রদ্ধা ও পারস্পরিক টান আজও অমলিন। সম্প্রতি জনপ্রিয় রিয়েলিটি শো ‘দাদাগিরি’র বিশেষ পর্বে আরও একবার নস্টালজিয়া উসকে দিলেন এ তারকা জুটি।

অনুষ্ঠানের মঞ্চ বিশেষ মুহূর্ত ও কথোপকথনের মাঝে অতীতের কথা ও সম্পর্কের সমীকরণ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে অভিনেত্রী শুভশ্রী গাঙ্গুলি অত্যন্ত সাবলীল ও পরিপক্ব এক বার্তা দিলেন। তিনি বলেন, ওর সঙ্গে আমার কী অতীত ছিল, সেটার থেকেও বড় কথা— যে কোনো সময় যখন তুমি চাইবে, অবশ্যই সবসময় পাশে আছি।’ শুভশ্রীর এ আশ্বাস ও বক্তব্যের পর পুরো মঞ্চ করতালিতে মুখরিত হয়ে ওঠে।

অভিনেত্রীর এই সুন্দর আশ্বাসের জবাবে চুপ থাকেননি টালি মেগাস্টার দেবও। সাবেক সহ-অভিনেত্রীর এ কথার জবাবে অত্যন্ত আবেগঘন কণ্ঠে প্রশংসা করে দেব বলেন, ‘ও আমার থেকে বেশি আমাকে বোঝে বলে আমার মনে হয়।’

দুজনের এই মিষ্টি মুহূর্ত ও শ্রদ্ধাপূর্ণ কথোপকথন কেবল উপস্থিত দর্শকদের নয়, বরং সামাজিক মাধ্যমে আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়া এ ভিডিও ক্লিপ দেখে মুগ্ধ করেছেন বাংলা সিনেমার হাজার হাজার ভক্ত-অনুরাগীসহ নেটিজেনকে।

অনির্বাহের বিখ্যাত গান ‘আমাদের বকুল তলায় ভিড় জমেছে’ গাইতে শোনা গেল অনির্বাহকে। জীবনের এই রূপক টেনে বলা হয়— কীভাবে জীবনের নগরদোলা গোল গোল ঘুরে আবার এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে, যেখানে তিক্ততার কোনো স্থান নেই, রয়েছে কেবলই পারস্পরিক শ্রদ্ধা।

বর্তমানে দুজনেই নিজ নিজ ব্যক্তিজীবনের পাশাপাশি কর্মজীবনেও দারুণ সফল। তবে অতীতে ‘চ্যালেঞ্জ’, ‘পরান যায় জলিয়া রে’, ‘রোমিও’, ‘খোকাবাবু’-র মতো ব্লকবাস্টার উপহার দেওয়া এ জুটিকে রিল কিংবা রিয়েল লাইফে একফ্রেমে দেখা সবসময়ই অনুরাগী ও দর্শকদের কাছে এক পরম পাওয়ার মতো।

যদিও নিম্নকরা কটুক্তি করতে ছাড়েননি। এক নেটিজেন বলেছেন— এতই যখন বোঝে তাহলে আলাদা হওয়ার কী দরকার ছিল? আরেক নেটিজেন বললেন— দেবের ভুলে যাওয়া উচিত নয়, শুভশ্রী এখন অন্য কারুর সন্তানের মা। আবার অন্য আরেক নেটিজেন বলেছেন, ‘রুক্মিণীর আত্মসম্মানের কথাটাও ভাবা উচিত’।

সাবেক সম্পর্কে হাতিয়ার করে প্রচারের অভিযোগে বিদ্বদেব-শুভশ্রী। তবে সেই নিয়ে দুজনের কোনো খেদ নেই তা স্পষ্ট।

রাশমিকার পাশে
বসেই যে কথা
বললেন বিজয়

মোম্বাই ডেস্কঃ দক্ষিণী সিনেমা ইন্ডাস্ট্রির তারকা জুটি বিজয় দেবেরাকোভা ও রাশমিকা মান্দানা এ মুহূর্তে নতুন সিনেমা ‘রণবলী’র প্রচারে ব্যস্ত সময় পার করছেন। এ সিনেমাটি মুক্তির আগে নিজেদের ছোটবেলার কথা শেয়ার করে নিয়েছেন এ তারকা দম্পতি।



দুজনেরই শৈশব কেটেছে স্কুল ছাত্রাবাসে। তবে দুজনের অভিজ্ঞতা ছিল একেবারে ভিন্ন। ছেলেদের ছাত্রাবাসে দীর্ঘ সময় কাটানোর কারণে মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতেই ভয় পেতেন অভিনেতা বিজয় দেবেরাকোভা। অন্যদিকে ভাষা ও উচ্চারণের কারণে স্কুলে বারবার কোণঠাসা হতে হয়েছিল রাশ-মিকা মান্দানাকে।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বিজয় বলেন, ‘আমি হায়দরাবাদে জন্মেছি। ছয় বছর বয়সে আমাকে অন্ধ্রপ্রদেশের একটি স্কুলে পাঠানো হয়। সেখানে ছেলেদের ছাত্রাবাস ছিল। ছয় থেকে ১৫ বছর পর্যন্ত সেখানেই বড় হয়েছি। দশম শ্রেণি পাশ করার পর হায়দরাবাদে ফিরে আসি।’

টানা ১৫ বছর বয়স পর্যন্ত সেই স্কুলেই ছিলেন বিজয়। এককথায় শৈশবের গুরুত্বপূর্ণ সময়টাই কেটেছে হোস্টেলে থেকে। আর সেই স্কুলে ভীষণ কড়া নিয়মকানুন ছিল। বছরে প্রায় ১০ মাস স্কুলেই থাকতে হতো। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর জন্য বাড়ি ফিরতেন মাত্র দুই মাস। দুই সপ্তাহে একবার একটি করে ছবি দেখানো হতো। নারী শিক্ষক ছাড়া মেয়েদের সঙ্গে প্রায় কোনো যোগাযোগই ছিল না। এ কারণে মেয়েদের সঙ্গে কথা বলার অভ্যাস তৈরি হয়নি বিজয়ের।

অভিনেতা বলেন, ‘ছয় বছর থেকে ১৫ বছর পর্যন্ত ছেলেদের হোস্টেলে থাকলে এমনটাই হয়। নারী শিক্ষক ছাড়া কোনো মেয়েকে দেখতাম না। দূর থেকে মেয়েদের দেখা যেন আলাদা কোনো বিষয় ছিল।’ বিজয় বলেন, স্কুলে ছেলেমেয়েদের একে অপরের দিকে তাকানো প্রায় নিষিদ্ধ ছিল। ফলে হায়দরাবাদে ফিরে আসার পরও দীর্ঘ সময় কোনো মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে পারেননি তিনি। তিনি বলেন, বয়োসন্ধির সময়ে বাড়ি ফিরলাম। স্বাভাবিকভাবেই মেয়েদের প্রতি আকর্ষণ তৈরি হচ্ছিল, কিন্তু তাদের সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয়, সেটাই জানতাম না। প্রথম দুই বছর কোনো মেয়ের সঙ্গে কথা বলিনি। স্কুলের বাসে মেয়েরা কথা বলতে এলে জানালার বাইরে তাকিয়ে থাকতাম বলে জানান বিজয় দেবেরাকোভা।

মেয়েরা বরং তার এ আচরণকে মজার কিংবা আকর্ষণীয় মনে করতেন। তাকে নিজেদের পাশে বসে গল্প করার জন্য ডাকতেন। কিন্তু বিজয় চোখে চোখ রেখে কথা বলতে ভয় পেতেন। তাই জানালার বাইরে তাকিয়েই কথা বলতেন।

এ অভিনেতা বলেন, সেই সময় বুক ধড়ফড় করত। শেষ পর্যন্ত কলেজে পড়ার সময়ে নিজের ভয় কাটানোর সিদ্ধান্ত নেন তিনি। বিজয় বলেন, একদিন মনে হয়েছিল— ‘এত ভয় পাওয়ার কী আছে?’ এরপর বিকম পড়তে গিয়ে প্রথম যে সুন্দরী মেয়েটিকে দেখেছিলেন তার সঙ্গেই গিয়ে কথা বলেন। অন্যদিকে বিজয়ের থেকে একেবারে আলাদা অভিজ্ঞতা ছিল রাশমিকা মান্দার। তার ছোটবেলার সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল— ভাষা। ছোটবেলায় তার প্রথম ভাষা ছিল তামিল। তাই কুর্ণের স্কুলে গিয়ে হঠাৎ ইংরেজিতে কথা বলতে বলা হলে তিনি একেবারে চুপ করে যেতেন। রাশমিকা বলেন, কেউ ইংরেজিতে কিছু জিজ্ঞাসা করলেই আমি থমকে যেতাম। কিছুই বলতে পারতাম না।

এস.কে.শর্মা

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *অঁডিল *অর্ধ *টিউমার *Kidney Stone *অজকোষের পীড়া *কণ্ঠের পীড়া *কাশি *কিডনির পীড়া *চর্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দস্তের পীড়া *দবল বা খেঁচী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রস্টেট- গ্র্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *প্রান্ত-প্রস্রাবের *ভগ্নকর * মাথা ব্যথা * সিনারের পীড়া *সিষ্টাইটিস *শরঙ্গণ *নাক পলিপাস *হার্মিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জড়িস * অন্দিয়া *গ্র্যান্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন নোষ * হঠাৎখুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লাল পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীত্ৰপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার
যে কোন স্টেটে ডাকঘোলে
ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal

72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন

STAR Photography

সহরের সেরা ফটোগ্রাফার
এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনিশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারি
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অকুজান
কম্পিউটার প্রসেসিং সহ সব সেবা
Please contact for all
Your Professional
Photography & Video events
News Conferences
Wedding Reception & Mock-Bling

NEHER SIDDIQUEE
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪



রোনালদোর ‘অবসর’ ভেঙে ফেরার নেপথ্যে যে কারণ

স্পোর্টস ডেস্কঃ ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো জানিয়েছেন, তিনি পর্তুগাল জাতীয় দল থেকে অবসর নিচ্ছেন না। ২০২৬ বিশ্বকাপের পর তিনি অবসরের কথা ভেবেছিলেন। সেই সময়ের জন্য সমর্থকদের উদ্দেশ্যে একটি চিঠিও লিখে রেখেছিলেন। কিন্তু ফেরার বিমানেই পর্তুগিজ ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি তাকে সিদ্ধান্ত বদলাতে অনুরোধ করেন। ফেডারেশন চেয়েছিল, রোনালদো দলে থাকুন।

সম্প্রতি রোনালদো হঠাৎ পর্তুগালের ক্যাম্প ছেড়ে চলে যান। তখন কোচ জর্জ জেসুসের সঙ্গে তার দূরত্বের খবর ছড়ায়। তিনি পোস্ট দিয়েছিলেন, ‘জাতীয় দলের কোচের প্রেস কনফারেন্সের পর পর্তুগাল ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতির সঙ্গে কথা বলে আমি জাতীয় দলের ক্যাম্প ছেড়ে যাচ্ছি। এখন পর্তুগাল ও আমার সতীর্থদের সবাইকে শুভকামনা জানানোর সময়।’

রোনালদো যেভাবে শব্দচয়ন করেছিলেন তার পোস্টে তাতে মনে হচ্ছিল পর্তুগিজ কিংবদন্তি বুঝি অবসরেই চলে যাচ্ছেন। তবে সে অবস্থান থেকে তিনি গেল রাতে সরে আসেন।

প্রায় ২ হাজার শব্দের বিবৃতিতে তিনি নিজের কথা ভুলে ধরেন। তার অভিযোগ, জেসুস দুবার কথা রাখেননি। নরওয়ের ম্যাচে ৩০ মিনিট খেলানোর কথা দিয়েও তাকে নামানো হয়নি। পরে সংবাদ সম্মেলনে কোচের আচরণও আগের বৈঠকের সঙ্গে মেলেনি।

তবু রোনালদো নিজের ভুল মেনেছেন। তার ফিরে আসার বড় কারণ সেটাই। তিনি বলেছেন, ‘দলের সতীর্থদের কাছে আমি ক্ষমা চাইছি। ক্যাম্প ছেড়ে যাওয়া আমার উচিত হয়নি। দায়িত্ব পুরোপুরি আমার।’ তার মতে, ফেডারেশনের উচিত তাকে শাস্তি দেওয়া। তিনি বলেন, ‘আমি দলের অধিনায়ক, আর এটাই একটি গুরুতর বিষয়।’ বিদায়ী ম্যাচ নিয়েও তিনি কথা বলেছেন। রোনালদো বলেন, ‘আমি জীবনে শিখেছি, কেউ কাউকে কিছু দেয় না। আমি সব সমর্থককে কথা দিতে পারি, এক বা একাধিক বিদায়ী ম্যাচ হবে। এর জন্য সময় আছে।’ তবে এখন তার ভাবনা মাঠের লড়াই নিয়ে। রোনালদো বলেন, ‘আমি যদি শারীরিকভাবে ভালো থাকি, ক্লাবের হয়ে খেলি, আশা করি গোলও করি, তাহলে শাস্তি শেষ হওয়ার পর জাতীয় দলের হয়ে লড়াইতে ও জিততে আমি প্রস্তুত থাকব।’ বোঝা যাচ্ছে, কোচের প্রতি ক্ষোভ থাকলেও পর্তুগাল দলের প্রতি রোনালদোর টান কমেইনি।

‘তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সবাইকে এক থাকতে হবে’ – কাদের বললেন মেসি?

স্পোর্টস ডেস্কঃ আর্জেন্টিনা জাতীয় দলকে বিদায় জানিয়েছেন লিওনেল মেসি। মঙ্গলবার রাতে এস্তাদিও মাস মনুমেন্তালে বেনিনকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে আর্জেন্টিনা। এটাই ছিল জাতীয় দলের জার্সিতে মেসির শেষ ম্যাচ। ম্যাচ শেষে তিনি আবেগভরা একটি ভাষণ দেন। সেই ভাষণে সতীর্থ, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ও সমর্থকদের উদ্দেশ্যে একটি সতর্কবার্তাও ছিল।

মেসির কথায়, কিছু মানুষ আর্জেন্টিনাকে সফল হতে দেখতে চায় না। ঐক্যের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, ‘আমরা যখন এক থাকি, তখন আমরা অন্য সবার চেয়ে শক্তিশালী। আমরা সব



কিছু পার হতে পারি। কিন্তু আমরা এক থাকব, আর আমাদের এক থাকতেই হবে। সবচেয়ে বড় লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে আমাদের একসঙ্গে থাকতে হবে। কিছু মানুষ আছে, যারা চায় না এই জাতীয় দল জিতুক। কিন্তু আমাদের তাদের বিরুদ্ধে এক হতে হবে।’

মেসি অবশ্য নির্দিষ্ট করে কারও নাম বলেননি। তবে তার কথায় বোঝা যায়, তিনি সমালোচক ও বিরোধীদের কথা বলেছেন। এরা চায় দলটি হ্যাঁচট খাক।

দলের শক্তি নিয়েও কথা বলেন মেসি। তিনি বলেন, ‘আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই দলে কেমন একটা বন্ধন আছে। শক্ত একটা দল না থাকলে কিছু অর্জন করা খুব কঠিন। সে কারণেই আমরা যা যা অর্জন করেছি, তা করতে পেরেছি।’

ভাষণের শুরুতে মেসি স্টেডিয়ামের সমর্থক ও বিশ্বের নানা প্রান্তের আর্জেন্টাইনদের ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, ‘সবার আগে আমি আপনারদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। এত বছর ধরে আপনারা আমাকে যে উষ্ণতা, সম্মান আর শ্রদ্ধা জানালেন, তা আমি সারা জীবন হৃদয়ে বয়ে বেড়াব। আমি আজ অন্য সময়ের চেয়ে বেশি কথা বলছি। কিন্তু সত্যি হলো, আমি চলে যেতে চাই না।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমি চাই এখানেই আপনারদের সামনে এই জার্সি গায়ে চিরকাল খেলতে। কিন্তু সময় সবার জন্যই বয়ে যায়, আর এটা সম্ভব নয়।’

মেসি স্বীকার করেন, বিদায়ের এই দিন তার জন্য খুব কষ্টের। তার ভাষায়, ‘নিশ্চিতভাবেই আবার বলছি, এটা আমার জীবনের সবচেয়ে দুঃখের দিন। আমার ক্যারিয়ারেরও। আমি আপনারদের খুব মিস করব।’

মাঠের বাইরে থেকেও তিনি দলের পাশে থাকবেন বলে জানান। মেসি বলেন, ‘আমি জাতীয় দলের রংগুলো মিস করব। কিন্তু আমি আপনারদের পাশেই থাকব। এই ছেলেদের, এই তরুণ খেলোয়াড়দের আর যারা পরে আসবে, তাদের সমর্থন করব। আমরা সব সময় এক থাকব।’

সতীর্থদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানান মেসি। তিনি বলেন, ‘এটা আমার কারণে হয়নি। তোমরাই

এটা সম্ভব করেছ। আমার স্বপ্ন সত্যি হয়েছে। তোমরা আমাকে সাহায্য করেছ।’

মেসির ঝুলিতে বিশ্বকাপ, কোপা আমেরিকা, ফিনালিসিমা আর আরও অনেক শিরোপা আছে। ৩৯ বছর বয়সে তিনি কোনো অপূর্ণ স্বপ্ন নিয়ে বিদায় নিচ্ছেন না।

ভাষণের শেষ দিকে মেসি বলেন, ‘আমি আর্জেন্টাইনই থাকব। আর্জেন্টাইন হতে পেরে আমি খুব কৃতজ্ঞ ও গর্বিত। আপনারদের সবার সঙ্গে স্বপ্ন পূরণ করতে পেরেছি বলেও আমি গর্বিত।’

বিশ্বকাপ ফাইনালে আর্জেন্টিনার কী হয়েছিল? মুখ খুললেন মেসি

স্পোর্টস ডেস্কঃ আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানানো লিওনেল মেসি। মঙ্গলবার রাতে বুয়েনোস আইরেসের এস্তাদিও মাস মনুমেন্তালে আর্জেন্টিনা বেনিনকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে। এটাই ছিল জাতীয় দলের জার্সিতে মেসির শেষ ম্যাচ। ম্যাচে তিনি একটি পেনাল্টি থেকে গোল করেন। দুটি গোলও করান তিনি।

শেষ বাঁশির পর মেসি হাতে মাইক্রোফোন নেন। তিনি আবেগভরা একটি ভাষণ দেন। সেখানে তিনি নানা বিষয়ে কথা বলেছেন। তার মধ্যে উঠে এসেছে আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ ফাইনালের প্রসঙ্গও।

স্পেনের বিপক্ষে সেই ফাইনালে আর্জেন্টিনা একেবারে নিস্পত্ত ছিল। মেসিও জ্বলে উঠতে পারেননি একেবারেই। ১২০ মিনিট খেলে একটিও শট অন টার্গেট নিতে পারেনি। এই ফাইনালের পর একটি গুঞ্জন দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে সারা দুনিয়ায়।

একাধিক ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে যেখানে মেসিকে বলতে শোনা যায় ‘সবাই শান্ত হও’। সেটাই গুঞ্জনের আশুনে ঘি ঢালে। বলাবলি হতে থাকে ডেসিংক্রমে কিছু একটা হয়েছিল। এতটাই যে খেলোয়াড়দের কাছ পর্যন্ত চলে গেছে এ আলাপ। ফাকুন্দো মেদিনার মায়ের তো বিশ্বাসটাই নড়ে গিয়েছিল রীতিমতো!

এরপর আর্জেন্টিনার নানা জনে নানা সময় বিষয়টি পরিকার করেছেন। এবার মেসিও সে বিষয়ে মুখ খুললেন। তিনি বলেন, ‘সর্বশেষ বিশ্বকাপে অনেক বড় ধকল গেছে। আমরা



আবারও পুরো দেশের স্বপ্ন পূরণের খুব কাছে চলে গিয়েছিলাম। স্বপ্নটা ছিল আবার বিশ্বকাপ জেতা। আমরা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার খুব কাছে ছিলাম। শেষ বিশ্বকাপে আমরা অনেক কাছাকাছি গিয়েছিলাম।’ মেসি ইঙ্গিত দেন ইংল্যান্ড ম্যাচ থেকে পাওয়া ধকলই সব নষ্টের মূল। তিনি বলেন, ‘অদ্ভুত কিছু ঘটেনি। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচটা আমাদের জন্য ছিল প্রচণ্ড চাপের। বিশ্বকাপের পর অনেক তড়ু আর নানা রকম গল্প ছড়িয়েছে। মানসিক ও শারীরিকভাবে আমরা সীমার শেষ প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিলাম। আমাদের সব সতীর্থকে নিয়ে আমরা সমস্ত শক্তি দিয়ে লড়াইছি।’

মেসির বিদায়ের দিনে তিন কাল মিলে গেল একই বিন্দুতে

স্পোর্টস ডেস্কঃ লিওনেল মেসির আর্জেন্টিনা অধ্যায়ের পাঠ চুকল। বর্তমান ছিলেন এই ঘটনা তিনেক আগেও, তিনি এখন আলবিসেলেস্তের অতীত, সোনালী অতীত বটে। তবে বিদায়ের দিনে আর্জেন্টিনার অতীত-বর্তমান আর ভবিষ্যৎ এই তিন কালকে এক বিন্দুতে মিলে যেতে দেখলেন তিনি। ৬১ মিনিটে আর্জেন্টিনার দ্বিতীয় গোলে যা হলো, সেটাই যেন মিলিয়ে দিল তিন কালকে। অতীত মেসি ছিলেন। ভবিষ্যৎ যে নিকো পাজ, সেটা নিয়ে এই উইডো গুরুতর আগেও খানিক সন্দেহ ছিল। উঠে আসছিল পাউলো দিবালা, ফ্রান্সো মাস্তানতুওনো কিংবা থিয়াগো আলমাদাদের নামও।

DMV EXPRESS

SKDAR

BROOKLYN

ABC-2345

VEHICLE REGISTRATION & PLATE PICKUP

আমরা সকল ধরনের DMV সার্ভিস প্রদান করে থাকি

ALL KIND OF

DMV SERVICES

REGISTRATION • TITLE • TLC • PLATE RETURN

আমাদের সেবাসমূহ: | OUR SERVICES

- ✓ টিএলসি রেজিস্ট্রেশন
- ✓ রেজিস্ট্রেশন রিনিউ
- ✓ প্রোট ট্রান্সফার
- ✓ টাইটেল ইস্যু, ডুপ্লিকেট টাইটেল
- ✓ ডুপ্লিকেট রেজিস্ট্রেশন
- ✓ কাস্টমাইজড প্রোট, প্রোট সারেন্ডার

- ✓ TLC PLATE TRANSFER
- ✓ NEW PLATE, TITLE & REGISTRATION
- ✓ PLATE SURRENDER
- ✓ DUPLICATE REGISTRATION
- ✓ CUSTOMIZED PLATE
- ✓ TLC RENEWAL

6hr

Defensive Driving Course | ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং কোর্স

CALL: 718.709.6400

ADDRESS 1210 LIBERTY AVE, BROOKLYN, NY 11208

DEBNATH ACCOUNTING INC.

SUBAL C DEBNATH, MAFM

MS in Accounting & Financial Management, USA

Concentration: Certified Public Accounting (CPA)

Member of National Directory of Registered Tax Professional.

Notary Public, State of New York

OUR SERVICES

- Federal & All States Tax
- Payroll Tax
- Sales Tax
- Business Tax :
 - Individual
 - Corporation
 - Partnership
 - Not for Profit
- Business Formation
- Tax Planning & Others
- Affidavit of Support (Sponsor) & Other Immigration Forms
- Travels (Air Ticket)
- Notary Public

NOTARY PUBLIC

AUTHORIZED e-file PROVIDER

TAX FILING



Subal C Debnath

OPEN 7 DAYS A WEEK

37-53, 72nd Street, Ground Fl, Jackson Heights, NY 11372

E-mail: Subalcdebnath@yahoo.com | Ph: (917) 285-5490

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

রান্নাবান্না



পাঁচমেশালি তরকারি, নাম রামভাজি!
নেই পেঁয়াজ, নেই রসুন, তবু এমন
স্বাদ যা মুখে দিলে ভোলা যাবে না

স্বাদে আচ্ছা আচ্ছা তরকারিকে হার মানাতে পারে এই পাঁচমেশালি তরকারি। যা সাধারণত রাম-নবমীতে পূজোর ভোগে দেওয়া হয় লুচির সঙ্গে।

যেকোনও জিনিসের আগে ‘রাম’ বসানো হয় চূড়ান্ত বা সর্বোচ্চ মাত্রা বোঝাতে। যেমন রামবাণ। এমন বাণ, যার জোর সবপক্ষেই বেশি। তেমনি এই তরকারিও রামভাজি। মশলার বাড়াবাড়ি নেই। তবু স্বাদে আচ্ছা আচ্ছা তরকারিকে হার মানাতে পারে এই পাঁচমেশালি তরকারি। যা সাধারণত রামনবমীতে পূজোর ভোগে দেওয়া হয় লুচির সঙ্গে। চাইলে আপনিও রবিবারের কোনও এক সকালে ‘সাদা আলুর তরকারি’ সরিয়ে এই রান্নাটি রেঁখে ফেলতে পারেন। স্বাদ বদল তো হবেই পুষ্টিও হবে।

উপকরণ: ২ টেবিল চামচ সর্ষের তেল

১ চা চামচ জিরে

১ চা চামচ মৌরি

১ চা চামচ গোটা সর্ষে

২ টো তেজ পাতা

এক চিমটে হিং

১০টা কারিপাতা

১ টেবিল চামচ আদা কুচি

১ টেবিল চামচ লঙ্কা কুচি

২০-২৫টি চিনেবাদাম

আধ চা চামচ হলুদ গুঁড়ো

১টা মাঝারি আলু ডুমো করে কাটা

৭-৮টা ফুলকপির ফুল মাঝারি মাপে কেটে নেওয়া

১৫০ গ্রাম বেগুন মোটা টুকরোয় কাটা

আধ কাপ গাজর

আধ কাপ বিনস

আধ কাপ মুলো

এক কাপ ডুমো করে কাটা কুমড়া

এক কাপ ডুমো করে কাটা লাউ

এক কাপ বাঁধাকপি কুচি

এক কাপ পালংশাক কুচি

আধ কাপ টম্যাটো কুচি

স্বাদমতো নুন

এক চা চামচ লঙ্কাগুঁড়ো

এক চা চামচ ধনেগুঁড়ো

আধ চা চামচ গরম মশলা

আধ চা চামচ গোলমরিচ গুঁড়ো

৩ টেবিল চামচ গুড় গোলা জল

১ চা চামচ ঘি

প্রণালী:

প্যানে তেল গরম করে গোটা সর্ষে, জিরে আর মৌরী ফোড়ন দিন। তার পরে দিন তেজপাতা, হিং, কারিপাতা, আদাকুচি, লঙ্কাকুচি। সামান্য নাড়াচাড়া করে ওতে বাদাম দিয়ে দিন। তারপরে মেশান হলুদ গুঁড়ো। এক মিনিট মতো নাড়াচাড়া করুন।

এর পরে মেশান একে একে সবক’টি সব্জি, টম্যাটো এবং নুন ছড়িয়ে ঢাকা দিয়ে সেদ্ধ হতে দিন। কিছু ক্ষণ পরে দিন লঙ্কাগুঁড়ো, ধনেগুঁড়ো, গরম মশলা, গোলমরিচ এবং গুড়গোলা জল। ভাল ভাবে নেড়ে চেড়ে আবার চাপা দিয়ে রান্না হতে দিন। সমস্ত সব্জি সেদ্ধ হয়ে এলে খুঁটি দিয়ে হালকা করে ঘেঁটে দিন। শেষে ঘি ছড়িয়ে নাড়া চাড়া করে আঁচ বন্ধ করুন।

ঘরেই বানাই ঠান্ডাই

রেসিপি দিয়েছেন আঞ্জুমন্দ জাহিদ সেতু আলোকচিত্রী মনির আহমেদ

তরমুজের মজিটো

যা লাগবে : তরমুজ দুই কাপ, চিনির সিরাপ পরিমাণমতো, বরফ পরিমানমতো, পুদিনা পাতা এক টেবিল চামচ, সোডা ওয়াটার পরিমাণমতো।

যেভাবে করবেন : তরমুজ ও পুদিনা পাতার রস গ্লাসে নিয়ে এতে চিনির সিরাপ, সোডা ওয়াটার ও বরফ দিয়ে নেড়ে পরিবেশন করুন।

মালটা মজিটো

যা লাগবে : মালটা দুটি, পুদিনা পাতা পরিমাণমতো, লেবু একটি, পাউডার সুগার তিন টেবিল চামচ, সোডা ওয়াটার পরিমাণমতো।

যেভাবে করবেন : কিছু মালটা ছোট ছোট করে কেটে লেবুর টুকরা, পুদিনা পাতা গ্লাসে থেতো করে এতে মালটার রস, পাউডার সুগার ও সোডা ওয়াটারের সঙ্গে বরফ বেশি করে দিয়ে পরিবেশন করুন মজাদার মালটার মজিটো।

কাঁচা আমের শরবত

যা লাগবে : কাঁচা আম কুচি এক টেবিল চামচ, কাঁচামরিচ কুচি এক টেবিল চামচ, চিনি স্বাদমতো, লবণ স্বাদমতো, বিট লবণ হাফ চা চামচ, পানি দুই গ্লাস, বরফ পরিমাণমতো, গুঁড়া ফুডকালার সামান্য।

যেভাবে করবেন: কাঁচা আমের সঙ্গে মরিচ কুচি, চিনি, লবণ, বিট লবণ, পানি, বরফ ও সবুজ ফু-ডকালার দিয়ে ব্লেন্ড করে পরিবেশন করুন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের
আট শিক্ষক ও
শিক্ষার্থী।’

পান্তা খেতে আমিও ভালোবাসি। তবে একবার গ্রীষ্মকালে দুই দিন ভাত ভিজিয়ে রেখেছিলাম, পান্তা হয়নি। আরেকবার, আমাদের এক বন্ধু, টিভি অনুষ্ঠানের প্রযোজক, শতাধিক নায়ক-নায়িকা-গায়ক-গায়িকাকে ডেকেছিলেন পান্তার নিমন্ত্রণে, পয়লা বৈশাখ সকালে। পান্তা খাইয়েছিলেন।

পরে শতাধিক তারকা পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হন, হাসপাতালগুলো নায়ক-নায়িকায় ভরে যায় (একটু বাড়িয়ে বললাম)। বেশ হাসাহাসি হয়েছিল পরের দিন।

যেহেতু পান্তা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ হালদারের ফেসবুক পোস্ট উদ্ধৃত করলাম, নিজেই দুই-একটা লাইন লিখে দিই, যাতে অন্যরা আমাকে কোট করতে পারে:

কিসের মধ্যে কী?

পান্তাভাতে ঘি!

পান্তাভাতে ঘি নয়,

নয়কো এটা বিনয়,

পান্তার সাথে সরষে তেল,

১১টায় পান্তাবেল।

কাঁচা মরিচ চলতে পারে,

শুকনো হলে স্বাদটা বাড়ে,

পুড়িয়ে লঙ্কা ডলে খাই,

ভেতর বলে আরও চাই।

লবণ কিন্তু নিতেই হবে;

পান্তার স্বাদ জমবে তবে।

ইলিশের সঙ্গে পান্তার কোনো সম্পর্ক নেই। পান্তার সঙ্গে লবণ, মরিচ, পেঁয়াজ, শর্ষের তেল, ভর্তা, ডালচচ্চড়ি, কষা মাংস, ডিমভাজা-সবই চলে। তবে বেচারা ইলিশকে ক্ষমা দিন।

এইবার শেষ ছড়াটা লিখি:

কান্তা আমার কান্তা

পান্তা খুবই উপকারী

এই কথা কি জানতা?

কান্তা আমার কান্তা

পান্তা খেলে প্রাণটা জুড়ায়

তোমার জন্য কলজে পোড়ায়

এই কথা কি জানতা

তোমায় যতই ভালোবাসি

পান্তা যখন একটু বাসি

তোমার চেয়েও সর্বনাশী

মুখে পেটে জোরসে ঠাসি

এই কথা কি মানতা

কানতা আমার কান্তা

তুমিই আমার পান্তা।

এভাবে বেলের
শরবত বানিয়ে
দেখুন

গরম পড়ে গেছে। একটু পরপরই ঠান্ডা কিছু খেতে ইচ্ছে করে। বাড়িতেই বানাতে পারেন বেলের শরবত। রেসিপি দিয়েছেন শাহানা জ বেগম

উপকরণ

পাকা বেল ১টি

ঠান্ডা পানি ২-৩ কাপ

চিনি বা গুড় ৩-৪ টেবিল চামচ (স্বাদমতো)

লবণ এক চিমটি

বিটলবণ (ঐচ্ছিক) আধা চা-চামচ

লেবুর রস ১-২ চা-চামচ (ঐচ্ছিক)।

প্রণালি

বেলটি ভেঙে ভেতরের শাঁস বের করে নিন।

শাঁসের সঙ্গে পানি মেশান। হাত বা চামচ দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিন।

এবার ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে বিচি ও আঁশ আলাদা করে ফেলুন।

এতে চিনি বা গুড়, লবণ, বিটলবণ এবং মন চাইলে লেবুর রস মিশিয়ে দিন।

ভালোভাবে নেড়ে ফ্রিজে ঠান্ডা করে পরিবেশন করুন।

গুড়ের রসগোল্লার
রেসিপি

উপকরণ

পূর্ণ ননিযুক্ত তরল দুধ: ১ লিটার

ভিনেগার: ২ টেবিল চামচ

খেজুর গুড়: ১ কাপ (২৫০ গ্রামের মতো)

চিনি: ১ কাপ

পানি: ৫ কাপ

প্রণালি

একটা পাত্রে দুধ জ্বালে বসিয়ে একবার ফুটে উঠলেই তাতে ভিনেগার দিয়ে ঘন ঘন নেড়ে দুধ ফেটে গেলেই ঢুলা বন্ধ করে ১০ মিনিট অপেক্ষা করতে হবে।

তারপর ছানার পানি ঝরিয়ে ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে, যাতে ভিনেগারের গন্ধ না থাকে।

তারপর একটা সুতি কাপড়ে ছানা বেঁধে ঝুলিয়ে রেখে পানি একেবারে ঝরিয়ে নিতে হবে।

পানি ঝরে গেলে ছানা একটা পাত্রে বা থালায় নিয়ে খুব ভালো করে মেখে মসৃণ করে নিন। ছানা হাতের তালু দিয়ে মাখতে থাকুন।

যতক্ষণ পর্যন্ত হাত তেলতেলে হয়ে ছানা একদম নরম আর না মসৃণ হয়, ততক্ষণ মাখতে হবে। এতে ১৫-২০ মিনিট সময় লাগতে পারে। এরপর ছানা থেকে ছোট ছোট বল আকারে তৈরি করে নিন।

গুড়ের রসগোল্লা

এ সময় দুইটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে। প্রথমত, ছানার বল বেশি বড় করা যাবে না। কারণ, গুড়ের শিরায় ভেজানোর পর রসগোল্লা ফুলে উঠবে।

দ্বিতীয়ত, বল বানানোর সময় তাতে যেন কোনো ফাটল না থাকে। তাহলে শিরায় দেওয়ার পর ভেঙে যাবে।

অপর একটা ভারী তালানির বড় পাত্রে কুচোনো গুড় আর চিনি পানিতে দিন। জ্বাল দিয়ে ভালো করে গলিয়ে নিতে হবে।

তারপর তাতে এক এক করে সব ছানার বল ছেড়ে দিয়ে বেশি আঁচে ৩৫-৪০ মিনিটের মতো জ্বাল দিন।

কিছুক্ষণ পরপর নেড়ে দিতে হবে। লক্ষ রাখতে হবে শিরা বেশি ঘন হয়ে এলেই আধা কাপ করে পানি মিশিয়ে শিরা পাতলা করে নিতে হবে।

নির্দিষ্ট সময় পর চুলা থেকে নামিয়ে ঘণ্টাখানেক ভালোভাবে শিরায় ভিজতে দেওয়ার জন্য রেখে পরিবেশন করা যাবে।

ছোলার ডাল

উপকরণ

ছোলার ডাল ১ কাপ (ভালো করে ধুয়ে ৪-৫ ঘণ্টা জলে ভিজিয়ে রাখা), নারকেল কুচি ৩-৪ টেবিল চামচ, হিং সিকি চা চামচ, আদা বাটা ১ চা চামচ, কাঁচা মরিচ ৩-৪টি (চেরা), এলাচ ২টি, দারচিনি ১ টুকরা, লবঙ্গ ৩টি, তেজপাতা ও শুকনা মরিচ ২টি করে, জিরা ১/২ চা চামচ, হলুদ ও জিরা গুঁড়া ১/২ চা চামচ করে, ধনে গুঁড়া ১/২ চা চামচ, ঘি ১ টেবিল চামচ, লবণ ও চিনি স্বাদমতো, সর্ষের তেল বা সাদা তেল পরিমাণমতো।

BANGLADESH HAIR DRESSER



দক্ষ কারিগর দ্বারা সুন্দর করে চুল কাটাতে হলে বাংলাদেশ হেয়ার ড্রেসারে আসুন।
যোগাযোগ: নিখিলবাবু

OPEN 7 DAYS , 9AM-8PM

বাংলাদেশ হেয়ার ড্রেসার

471McDonald Avenue, Brooklyn, NY 11218

Tel.: 718-435-7151

DESH BIDESH UNISEX BARBER SHOP

দেশ বিদেশ ইউনিসেক্স বারবার সপ

HAIR CUT \$15.00

এখানে বাঙালী কারিগর দ্বারা চুল কাটা হয়



৭ দিনই খোলা - OPEN 7 DAYS (9AM - 11PM)

Tel : 917-832-6788



মহিলাদের জন্য
পার্লারের সুব্যবস্থা আছে
৭ দিনই খোলা - OPEN 7 DAYS
(9AM - 11PM)



Forimal

37-53 73rd Street, Jackson Heights, NY 11372

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪



বাংলাদেশ সোসাইটি নির্বাচন ২০২৬ প্রার্থীদের সঙ্গে কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক

সুপারিশ গ্রহণ করেছে কমিশন।

সভায় প্রধান নির্বাচন কমিশনার আবু নাসেরসহ নির্বাচন কমিশনের সকল সদস্য উপস্থিত ছিলেন। কমিশনের অন্য সদস্যরা হলেন বদরুল এইচ খান, মোহাম্মদ শামসুদ্দিন আজাদ, মো. রুহুল আমিন সরকার, আহবাব চৌধুরী, মিঠু হামিদ ও মোহাম্মদ দুলাল মিয়া।

নির্বাচন কমিশনের পক্ষে কমিশনার রুহুল আমিন সরকার ঠিকানাকে জানান, প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষের মধ্যে সেলিম-আলী পরিষদের সভাপতি প্রার্থী আতাউর রহমান সেলিম ও সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী মোহাম্মদ আলী, কুনু-ফিরোজ পরিষদের সভাপতি প্রার্থী আজমল হোসেন কুনু ও সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী ফিরোজ আহমেদ এবং সাধারণ সম্পাদক পদে স্বতন্ত্র প্রার্থী রাব্বী সৈয়দ সভায় অংশ নেন। দুই পরিষদের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির ৫ জন করে প্রতিনিধিও উপস্থিত ছিলেন। আগামী ২৫ অক্টোবর অনুষ্ঠিত নির্বাচনে দুই পক্ষের প্যানেল ও সাধারণ সম্পাদক পদে একজন স্বতন্ত্র প্রার্থীসহ মোট ৪৩ জন ২১টি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

সভায় নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে নির্বাচনে ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত করা স্যাম্পল ব্যালট প্রার্থীদের সামনে উপস্থাপন করা হয়। ব্যালট পর্যালোচনা করে প্রার্থীরা বেশ কিছু সংশোধনী ও পরামর্শ দেন। বিশেষ করে কয়েকজন প্রার্থীর নামের বাংলা ও ইংরেজি বানানে অসঙ্গতির বিষয়টি উঠে আসে। বাংলা বানান নিয়েও কিছু সংশোধনের সুপারিশ করা হয়। কমিশন এসব প্রস্তাবের যৌক্তিক অংশ গ্রহণ করে চূড়ান্ত ব্যালট ছাপানোর আগে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভোটের দিন প্রতিটি কেন্দ্রে কতজন পোলিং এজেন্ট দায়িত্ব পালন করবেন, তা নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়। প্রার্থীদের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে একটি প্রস্তাব দেওয়া হলে নির্বাচন কমিশন সেটি গ্রহণ করে।

কমিশন জানিয়েছে, ভোটগ্রহণের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি নির্বাচনী কার্যক্রম যাতে নির্বিঘ্নে পরিচালিত হয়, সে বিষয়টি বিবেচনায় রেখেই পোলিং এজেন্ট সংক্রান্ত ব্যবস্থা চূড়ান্ত করা হবে। সভায় বিশেষ গুরুত্ব পায় একজন ভোটারের একাধিকবার ভোট দেওয়ার সম্ভাবনা বা ভোটার তালিকায় 'ডাবল ভোট'-এর বিষয়টি। নির্বাচন কমিশন এ ব্যাপারে জানায়, ভোটারদের তথ্য এমনভাবে সমন্বয় ও চিহ্নিত করা হচ্ছে যাতে একজন ভোটার কোনো অবস্থাতেই একাধিকবার ভোট দিতে না পারেন। একজন ভোটার একবারই ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। ডাবল ভোট ঠেকাতে ভোটার তালিকা ও সংশ্লিষ্ট তথ্য বিশেষভাবে যাচাই ও হাইলাইট করার ব্যবস্থাও থাকবে বলে সভায় জানানো হয়।

ভোটের দিন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের ভোটকেন্দ্রে প্রবেশের ক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট নিয়ম নির্ধারণ করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, প্রত্যেক প্রার্থী প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে একবার করে প্রবেশ করতে পারবেন এবং সর্বোচ্চ ১০ মিনিট অবস্থান করতে পারবেন।

কোনো প্রার্থীর উপস্থিতির কারণে ভোটগ্রহণের স্বাভাবিক পরিবেশ যেন প্রভাবিত না হয় এবং সাধারণ ভোটাররা যেন নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারেন- সে লক্ষ্যেই এ সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে।

দুই প্যানেলের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির পক্ষ থেকেও প্রতি কেন্দ্রে পাঁচজন করে অনুমোদিত প্রতিনিধি প্রবেশের সুযোগ রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

সভায় নির্বাচন কমিশন স্পষ্টভাবে জানায়, নির্বাচনের পরিবেশ শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল রাখতে সকল প্রার্থী, প্যানেল, নির্বাচন পরিচালনা কমিটি, পোলিং এজেন্ট ও সমর্থকদের বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন বিধিমালা কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার আবু নাসের বলেন, একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন শুধু কমিশনের প্রচেষ্টায় সম্ভব নয়; এজন্য প্রতিদ্বন্দ্বী সকল পক্ষের দায়িত্বশীল আচরণ ও আন্তরিক সহযোগিতা জরুরি।

নির্বাচনের দিন ভোটাররা যাতে নির্বিঘ্নে কেন্দ্রে গিয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন, কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা বা অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি সৃষ্টি না হয় এবং নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন না ওঠে, সে জন্য সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতা কামনা করেন তিনি।

প্রার্থীদের পক্ষ থেকেও সঠিক নির্বাচন অনুষ্ঠানে কমিশনকে সহযোগিতার কথা জানানো হয়। নিউইয়র্কে বাংলাদেশি কমিউনিটির অন্যতম বৃহৎ সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন আগামী ২৫ অক্টোবর, রোববার অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচন যত ঘনিষ্ঠে আসছে, দুই পরিষদের প্রচারণার পাশাপাশি ভোটারদের মধ্যেও বাড়ছে আগ্রহ ও উত্তেজনা।



শেখ সিরাজুল ইসলাম ফাউন্ডেশনের আত্মপ্রকাশ

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): 'আমরা মানব কল্যাণে বিশ্বাসী' শ্লোগান নিয়ে যাত্রা শুরু করলো সেবামূলক সংগঠন 'শেখ সিরাজুল ইসলাম ফাউন্ডেশন'। সিটির কুইন্স বরোর জ্যামাইকার কতিপয় প্রবীণ প্রবাসীদের সাথে প্রাতঃরাশ বৈঠকের মধ্যদিয়ে ফাউন্ডেশনের যাত্রা শুরু হয়। এই ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা কমিউনিটির পরিচিত মুখ, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক কর্মকর্তা, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও সাংবাদিক শেখ সিরাজুল ইসলাম।

জ্যামাইকার হিলসাইড এডিনিউর ধানসিঁড়ি রেষ্টুরেন্টে গত ৩ অক্টোবর শনিবার সকালে প্রাতঃরাশ বৈঠকের আয়োজন করা হয়। এতে প্রবীণ প্রবাসী, বিশিষ্ট লেখক মোহাম্মদ আজিজুর রহমান, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট ডা. সৈয়দ আল আমীন রাসেল, সফিউল্লাহ ভূঁইয়া, মোহাম্মদ সামিউল চৌধুরী ও রাশিদা আক্তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন এবং 'শেখ সিরাজুল ইসলাম ফাউন্ডেশন' প্রতিষ্ঠার উদ্যোগকে স্বাগত জানান। তারা বলেন, এই ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে মানব সেবায় ভূমিকা রাখা সম্ভব হবে। বৈঠকে বক্তারা এই ফাউন্ডেশনকে সহযোগিতাও আশ্বাস দেন।

ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা শেখ সিরাজুল ইসলাম বলেন, মানব সেবা ছাড়া এই ফাউন্ডেশনের আর কোন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নেই। দেশের মানুষ আর প্রবাসীদের ছোট ছোট সমস্যায় এগিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি আগামীতে বৃদ্ধদের সমস্যা মানুষের পাশে থেকে কাজ করবে এই ফাউন্ডেশন। বিশেষ করে প্রবাসের অনেক প্রবীণ মানুষ রয়েছেন তারা অনেক সমস্যায় আছেন। সেবামূলক নানা কর্মসূচীর মাধ্যমে তাদের পাশে থাকবে ফাউন্ডেশন।

শেখ সিরাজুল ইসলাম বলেন, মানুষের সেবা করতে যে শুধু অর্থ দিয়েই করতে হবে, তা নয়। মানুষের অর্থের প্রয়োজন রয়েছে। এর পাশাপাশি ভালো পরামর্শ, হেলথ কেয়ার সার্ভিস, হোম কেয়ার সার্ভিস, চাকুরীর সন্ধান দিয়েও মানব সেবা করা যায়। তিনি বলেন, দেশের অসহায়, গরীব মানুষদের সেবা করতে অল্প অর্থও অনেক বড় কাজে লাগতে পারে। আমরা সাইকে সাথে নিয়ে সেইভাবেই ফাউন্ডেশন পরিচালনা করতে চাই।

বৈঠকে অন্যান্যের মধ্যে খোরশেদ আলম, মোহাম্মদ এ এম তালুকদার, মোহাম্মদ আজমত আলী, মোহাম্মদ তোফাজ্জল হোসেন, রেজাউল হাসান, মাকসুদ মাহিন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, সাংবাদিক শেখ সিরাজুল ইসলাম দীর্ঘদিন ধরে দেশের দুঃস্থ মানুষের সাহায্য করে আসছেন। এছাড়াও দেশে বইপড়া আর লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠায় তিনি ব্যক্তিগতভাবে অব্যাহতভাবে সহযোগিতা করে আসছেন।

DAS WINE & LIQUOR



UTTAM
347-885-2025



RATAN
646-361-5660



KRISHNA
646-363-3137



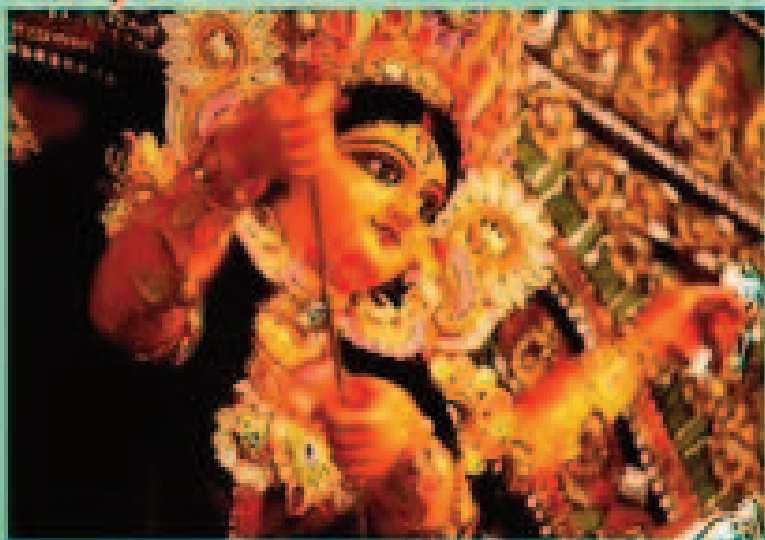
25-09 39th Avenue, Store # 1C, Long Island City, NY 11101

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

Joy Harichand

Joy Haribol

Joy Guruchand



Shri Shri Sharadio Durgotsav 2026

Date: Friday, Saturday, Sunday, Monday and
Tuesday, (October 16 to October 20), 2026

Mahalaya: Saturday 10th October 5.30 am

Puja Mandap :

Shri Shri Hari Mandir

97-19 127th Street, South

Richmond Hill, New York 11419

**Goddess Durga's arrival on an
Elephant and departure on a Rooster**

Dear Devotees,

Namaskar. Like every year, Harichand Guruchand International Motua Mission Inc. is going to celebrate Shri Shri Sharadio Durgotsav 2026 from October 16th to October 20th (Friday, Saturday, Sunday, Monday and Tuesday). We wish you and your family a warm participation in this grand event.

regards

Shrimati Shikha Rani Thakur Phone: 917-932-7045

Shrimati Sumita Biswas Phone: 347-280-7327

Shrimati Shobha Gharami Phone: 347-938-2654

Shrimati Surabhi Vaidya Phone: 347-523-2557

Shrimati Krishna Roy Phone: 718-902-8007

Shrimati Shivani Hira Phone: 646-436-8064

Shrimati Deepa Das Tinni Phone: 646-492-9499

Shrimati Bina Biswas Phone: 718-708-1597

Shri Palash Ghosh Phone: 718-517-1292

Shri Subrata Sen Phone: 347-484-259

Shri Subrata Shil Phone: 347-944-7582

Shri Gautam Sikdar Phone: 718-878-8980

Shri Dipanta Poddar Phone: 347-855-0906

Shri Pulak Saha Phone: 929-289-5912

Harichand Guruchand International Motua Mission Inc.

- Friday, October 16: Maha Sashti Bihit Puja: Kalpa Rambha, Akal Bodhan and Adhivas.
- Saturday, October 17: Maha Saptami Bihit Puja and Kala Bau Puja.
- Sunday, October 18: Maha Ashtami Bihit Puja, Durga Ashtami, Kumari Puja and Sandhi Puja.
- Monday, October 19: Maha Navami Bihit Puja, Balidan, and Navami Yajna.
- Tuesday, October 20: Dashami Bihit Puja, Durga Bisarjan, Vijaya Dashami and Sindoor Daan Utsav
- **Saturday October 24 Jatrapala Anusandhan**

Mayer Agrobort sangest. Friday
October 16th. Mrs. Jo Mondal
and Sushil Sinha

Full of laughter... comedy and
songs. Manda Mehta
Sunday, October 18.

Priest
Shri Asit Kumar Chakraborty

Shri Shankar Bhowmik's
solo performance. Saturday
October 17th

Grand Jatrapala Anusandhan
Saturday, October 24th.

Special cultural program by
Shri Ranjit Das, Shri Asit Biswas,
Sushil Sinha, Arjun Sarkar, Shri
Asit Kumar Chakraborty and
Parjat Das

Shrimati Shivani Ghosh's solo
performance. Sunday, October
18th

Mahishasur Mandini
Saturday, October 17th.



Harichand Guruchand International Motua Mission Inc.

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

CHAIRMAN



PRESENTS



CHIEF PATRON



POWERED BY



বহির্বিদেশের সর্বাধিক জনপ্রিয় অনুষ্ঠান

টালিউড অ্যাওয়ার্ড ২০২৬

DHALLYWOOD

AWARD 2026

POWERED BY



GRAND SPONSOR



PROUD SPONSOR



FILM
MUSIC
FASHION
CULTURE
ENTERTAINMENT

INAUGURATE

SIFA AMIN

CHAIRMAN, ALL COUNTY HOME CARE

HONORARY GUEST

FARIDUR REZA SAGAR
MD, IMPRESSO FILM LTD & CHANNEL-1

KONA REZA
ENTREPRENEUR

AFZAL HOSSAIN
ACTOR, DIRECTOR, WRITER

DR. MOHAMMED ENAMUL HOQUE
MEMBER OF TRUSTEE BOARD, BANGLADESH SOCIETY INC.

NEW YORK
GETS
BIGGER



ORGANIZED BY



SHOWTIME
MUSIC & PLAY

MEGA STAR
SHAKIB KHAN

MASTER OF THE
CEREMONY



SHARMINA SHIRAZ
SONIA

Oct 10, 2026

Venue: Evangel Church Center
3920 27TH ST. LIC. NY 11101

TICKETS COLLECTION

HOQUE MOBILE, 487 MCDOLAND AVE, BROOKLYN, 917-373-6629

DARUCHINI, 1063 LIBERTY AVE, BROOKLYN, 718-316-6101

KHALIL BIRYANI HOUSE, 167-20 HILLSIDE AVE, 718-373-3225

KALAM'S BAZAAR, 69 CHURCH AVE, BROOKLYN, 347-365-9525

KHAMAR BARI, 37-16 73RD ST, JACKSON HEIGHTS, 718-639-6868

CONTACT

KAIRUL ISLAM KHOKAN
646-421-9496

MEDIA PARTNER



SCAN FOR TICKETS

www.DhallywoodAward2026.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক্

নির্বাচন ২০২৬



“ আপনাদের ভোট ও সমর্থন চাই।
কুনু-ফিরোজ পরিষদকে নির্বাচিত করুন।
সিনিয়র সহ-সভাপতি পদে
আমাকে **A2** ব্যালটে ভোট দিন। ”

দুলাল বেহেদু
সিনিয়র সহ-সভাপতি পদপ্রার্থী

২৫ অক্টোবর ২০২৬, রবিবার

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২



প্রোহেলথ হোমকেয়ার



মামুনুর রশীদ
চিফ এক্সিকিউটিভ
917-476-8914

দীর্ঘ ১২ বছরের TDS ইন্স্যুরেন্স ব্যবসায় সুনাম
অর্জনের ধারাবাহিকতায় মামুনুর রশীদ এখন
হোমকেয়ার ব্যবসায় সেবা দিচ্ছেন।



প্রোহেলথ হোমকেয়ার

ProHealth Home Care, Inc.

375 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Phone: 718-633-1112

Fax: 718-633-1117



New York Endocrine & Diabetes Center

এন্ডোক্রাইন ও ডায়াবেটিস স্পেশালিষ্ট

Dr. Kaushik Mandal, MD, FACP

Board Certified

(Endocrinologist, Diabetes and Obesity Specialist)

with TJH Medical services PC

Affiliated with Jamaica Hospital



Location: 134-20 Jamaica Ave, 1st floor, Jamaica, NY 11418

(Located next to the subway Jamaica Sutphin Blvd
Parking \$4 fee for patient flat fee)

Patients can call 718-206-6742 to make an appointment.

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

J. K. GAIN MULTISERVICES
J. K. GAIN INSURANCE AGENCY

TAX SERVICES Tel: **347-536-5107**
INSURANCE Office: **917.396.4509**
TLC INSURANCE (YELLOW, BLACK & GREEN CAB)
Life Insurance
Auto • Home • Business
Medicare Health Insurance
Immigration Services
DDC. (6 Hrs. Defensive Class)
Pay your Bill here

Jaydeb Gain

Authorized e-file Provider
41-15 75th Street, Suite 2
Elmhurst, NY 11373
gain_jaydeb@yahoo.com
www.JKGainMulti.com

LOW COST
প্রতি দিবস
এক ঘণ্টার
স্ট্রিক্ট কর্মসূচী
স্বা. ও. সেরা

Notary Public

NYC MASTER ELECTRICIAN
GREEN POWER ELECTRIC CORP
NYC LICENSED ELECTRICAL CONTRACTOR

OUR SERVICES
SERVICE UPGRADE
GENERAL WIRING
RESIDENTIAL & COMMERCIAL
VIOLATION REMOVAL
TROUBLESHOOTING
PANEL UPGRADE

আমরা সব ধরনের ইলেকট্রিক্যাল কাজ করে থাকি

Khagendra Gharti-Chetty, Esq.
Attorney at Law

Nasreen K. Ahmed
Sr. Legal Consultant
LL.M, New York
Law School, NY, USA
646-359-3544
nasreenahmed2006@gmail.com

যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিই

- Business Immigration/Non-Immigrant Work Visa (H-1B, L1A/L1B, O, P, R-1, TN)
- PERM Labor Certification (Employment based Green Card)
- Family Petition
- Deportation
- Cancellation of Removal
- Visas for physicians, nurses, extra-ordinary ability cases
- Appeals
- All other immigration matters

এই প্রকল্পে যে কোন অস্ট্রি সহযোগিতা
এ পর্যন্ত আমরা দুই শতাব্দী বাংলাদেশীকে
বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টার থেকে মুক্ত করেছি
এখনো শতাব্দী বাংলাদেশী ডিটেনশন মামলা পরিচালনা করছি

CHHETRY & ASSOCIATES
365 7th Avenue, Suite 1500, New York, NY 10001.
Phone: 212-947-1079

Mita Chowdhury, MD.
Assistant Professor,
Mount Sinai School of Medicine
Attending Physician, Elmhurst Hospital Center
Board Certified in Internal Medicine.

**মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, বাংলাদেশী ডাক্তার
ডাঃ মিতা চৌধুরী**

অভিজ্ঞ চিকিৎসক
বহুত্বপূর্ণ সেবাদানকারী কর্মী
রোগীকে পর্যাপ্ত সময় দেয়া হয়
অত্যাধুনিক প্রযুক্তি
আন্তরিক পরিবেশ

আমাদের সেবাসমূহ
সম্পূর্ণ প্রাইমারি কেয়ার
ডায়াবেটিস, রক্তচাপ, কোলেস্টেরল, এজমা,
থাইরয়েড, হৃদরোগের চিকিৎসা
বয়স অনুযায়ী ক্যানসার স্ক্রিনিং
সব ধরনের টিকা
চেহারা রক্ত, ইকোজি এবং প্রস্রাব পরীক্ষা
ওজন ব্যবস্থাপনা
মেডিকেল ফরম পূরণ

**আমরা প্রায় সকল
ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।**
** ইন্সুরেন্স বিহীন রোগী দেখার বিশেষ ব্যবস্থা আছে।

**২০ বছরের
অভিজ্ঞতা**

MC MEDICAL CARE, PLLC
218-38 Hillside Ave. Queens Village NY 11427
ph.929-331-5702 Fax: 718-465-1199
চেহারা আসার আগে অনুগ্রহ করে ফোন করুন

GLOBAL MULTI SERVICES, INC.
THE MOST TRUSTED TAX PREPARER SINCE 2006

TAX IMMIGRATION

IRS e-file PROVIDER

Tareq Hasan Khan

37-18, 74th Street, Suite - 202
Tel: (718) 205-2360

FAUMA INNOVATIVE
CONSULTANCY GROUP

- ◆ ALL CHOICE ENERGY
- ◆ WOODSIDE ADULT DAYCARE CENTER
- ◆ BALAKA 3 STAR STAFFING
- ◆ MERCHANT SERVICES
- ◆ NEW YORK STATE ENERGY BROKER

FAHAD R SOLAIMAN
PRESIDENT/CEO

OFFICE: 718.205.5195, CELL: 347.393.8504
EMAIL: FAHAD@FAUMAINC.COM, FAUMA@FAUMAINC.COM
37-18 73RD ST. SUITE 502, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

For Online Advertisement:**Tell: 718-380-6712, Cell: 646-327-7964,
E-mail: Jonmabhumi@gmail.com**

আমরা দিচ্ছি বিশ্বস্ত ও যত্নশীল সেবা



লাইসেন্সপ্রাপ্ত হোম কেয়ার এজেন্সি

NY HOME CARE SERVICE INC.

আমাদের সেবাসমূহ

PCA

OPWDD

HHA

যোগাযোগ করুন



718-874-0047

ই-মেইল: info@nyhcs.orgওয়েবসাইট: www.nyhcs.org

ফরাসাল আজিজ

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (CEO)
এবং ওয়াশিংটন হোম কেয়ার সার্ভিস ইনক.

এম. আজিজ

প্রেসিডেন্ট
এবং ওয়াশিংটন হোম কেয়ার সার্ভিস ইনক.
ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য ও সাবেক প্রেসিডেন্ট
বাংলাদেশ মেসাইটি ইউএসএ

প্রধান কার্যালয়: 37-18 73rd Street, Suite 402, Jackson Heights, NY 11372

মানসম্মত সেবা

বিশ্বস্ত সহযোগী

মানসিক শান্তি

নিউইয়র্ক: মিশিগানকে শুধু 'মটর সিটি' বললে রাজ্যটির প্রতি কিছুটা অবিচারই করা হয়। ফোর্ড, জিএম আর ডেট্রয়েটের নাম নিয়ে ঠিকই অটোমোবাইলের জন্মভূমির ইতিহাস মনে পড়ে। কিন্তু পাঁচটি বিশাল হ্রদের নীল জলরেখায় চারদিক থেকে ঘেরা এই রাজ্য তাঁর চেয়েও বড় এক গল্প বলে থাকে। একটু সাহিত্য করে বললে, এটি থ্রেট লেকের বুকে দাঁড়িয়ে থাকা এক আলাদা আমেরিকা। যেখানে শরতে লাল, কমলা আর হলুদ পাতার ভেতর দিয়ে গাঢ় চালাতে চালাতে মনে হয়, ডেট্রয়েটের প্রকৌশলীরা গাড়ি বানিয়েছিলেন। প্রকৃতি যে তাঁদের-বাকী অংশ ১৬ পাতায়

সোনালী এড্‌চেঞ্জে
বিজনেস প্রমোশনাল
ক্যাম্পেইন শুরু

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের সরকারী প্রধান বাণিজ্যিক ব্যাংক সোনালী ব্যাংকের সাবসিডিয়ারী প্রতিষ্ঠান সোনালী এন্ডচঞ্জ কোম্পানী ইনক প্রবাসী বাংলাদেশী সেবার মান আরো বৃদ্ধি করতে শুরু করেছে 'বিজনেস প্রমোশনাল ক্যাপ্‌সেইন'। প্রতিষ্ঠানটির জ্যামাইকা শাখা থেকে শুরু হয়েছে এই ক্যাপ্‌সেইন। মঙ্গলবার (৬ অক্টোবর) মাসব্যাপী এই ক্যাপ্‌সেইন-এর উদ্বোধন করেন প্রতিষ্ঠানটির প্রেসিডেন্ট ও সিওও মোহাম্মদ মাহসিন কবীর। এসময় -বাকী অংশ ১৮ পাতায়



জ্যামাইকাতে বাংলা স্কুল চালু
করলো বাংলাদেশ সোসাইটি

নিউইয়র্ক : নিউইয়র্কের জ্যামাইকাতে বাংলা স্কুল চালু করলো বাংলাদেশ সোসাইটি। প্রবাসী বাংলাদেশীদের মাদার সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটি গুৱরার ২ সেপ্টেম্বর বিকেলে জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউ ও ১৬৫ স্ট্রিটের কর্ণারে বাংলা স্কুলের এই শাখাটি উদ্বোধন করে। তুমুল করতালির মাধ্যমে তা উদ্বোধন করেন সোসাইটির সভাপতি আতাউর -বাকী অংশ ২৬ পাতায়



বাংলা গান, সুর ও সংস্কৃতির
আবেশে ঝিলিক-ইমরান-
কনার গানে মুগ্ধ শ্রোতারা

নিউইয়র্ক : বাংলা গান, সুর ও সংস্কৃতির আবেশে যুক্তরাজ্যপ্রবাসী বাংলাদেশিদের মাতিয়ে তুলল বর্ণাঢ্য মেসো মিউজিক্যাল শো 'লাইভ ইন কনসার্ট: অ্যান আনফরগেটেবল মিউজিক্যাল লাইট'। ৩ অক্টোবর শনিবার সন্ধ্যা থেকে গেন্ডার রোল পর্যন্ত লং আইল্যান্ড সিটির ইভানজেল ক্রিস্টিয়ান সেন্টার মিলনায়তনে বসেছিল ল্যাগোউথ্রেমী প্রবাসী বাঙালিদের প্রাণের মিলনমেলা। 'দ্য বিউটিফুল লেডিস -বাকী অংশ ১৯ পাতায়

স্মিট মাছার-ই ভারত,
ককরোচ-রা নয়

শিতাংশু গুহ, নিউইয়র্ক ॥ ককরোচ-রা প্রথমে এসেছিলো 'শিক্ষা-সংস্কার'-র দাবি নিয়ে। এর কিছুটা ন্যায্যতা ছিলো। সরকার দাবি মেনে নেয়। শিক্ষামন্ত্রী পদত্যাগ করেন। ককরোচ-রা উৎসাহিত হয়। এবার তারা মাঠে নেমেছে প্রধান নির্বাচন-বাکی অংশ ১৮ পাতায়

ওজোনপার্কে খলিল বিরিয়ানির নতুন শাখা চালু

নিউইয়র্কঃ নিউইয়র্কের বাংলাদেশি খাবারের বাজারে কার্যক্রম আরও বিস্তৃত করেছে 'খলিল বিরিয়ানি হাউজ'।-বাকী অংশ ০৫ পাতায়



বান্ধি সুইটস্

**85-07, Whitney Ave
Elmhurst , NY 11373
PHONE-718-458-0626**

DHAKA DRIVING SCHOOL
37-18 -73rd Street .
jackson heights NY-11372

37-18 -73rd Street .
jackson heights NY-11372

Tel: 718-507-0903
cell: 917-254-8955

যোগাযোগঃ মোঃ আবু হান্নান

রসায়নে নোবেল জয় দুই বিজ্ঞানীর
চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল
তলেন আমেরিকা এবং জার্মানি

নিউইয়র্ক: ডাইসেখ আমেরিকার স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় এবং হার্ভার্ড হিউজ মেডিক্যাল ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানী। হেগেমন বার্লিনের হুমবোল্ট বিশ্ববিদ্যালয় এবং নাগেল সে দেশেরই ভূঁস্বৰ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেলজয়ীদের নাম ঘোষণা করল রয়্যাল সুইডিশ অ্যাকাডেমি (কারোলিনস্কা ইনস্টিটিউট কমিটি)। অপটোজেনটিং সংক্রান্ত গবেষণাকে নতুন উচ্চতায়-বাকী অংশ ২৬ পাতায়

মোটর সাইকেল
চালাতে গিয়ে প্রাণ গেল
ইঞ্জিনিয়ার আরদি'র

নিউইয়র্ক বেবপারোয়া মোটর সাইকেল চালাতে গিয়ে প্রাণ গেল বাংলাদেশি তরুণ আইটি ইঞ্জিনিয়ার শাহ আহসান আরদি'র। শনিবার সকালে নিউইয়র্কের 'মেজোর ডিগান' হাইওয়েতে মোটর সাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দর্ঘটনায় প্রাণ হারান-বাকী অংশ ১৯ পাতায়

শিক্ষাঋণের সুদ ১ শতাংশ কমাতে

আবেদনের সময় বাড়ল

নিউইয়র্ক ডেস্ক ঃ যুক্তরাষ্ট্রে ফেডারেল শিক্ষাঋণের সুদের হার ১ শতাংশ কমানোর সুবিধা নিতে আবেদনের-বাকী অংশ ১৯ পাতায়

জ্যাকসন হাইটসের নির্বাচনী সভা

কুণু-ফিরোজ প্যানেলের পক্ষে
ঐক্যবদ্ধ বহুর কুমিল্লাবাসী

নিউইয়র্ক: বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচনে ‘পরিবর্তনের শ্রোগান’ নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ‘কুন্-ফিরোজ’ প্যানেলের উদ্যোগে নিউইয়র্ক প্রবাসী বৃহত্তর কুমিল্লাবাসীর পক্ষ থেকে মতবিনিময় সভা ও নির্বাচনী সমাবেশ হয়েছে। -বাকী অংশ ০৫ পাতায়



আমরা কলকাতার থেকে আগতরা হব্বী এবং কলকাতা সহায়তা করি

Moinul Islam
(Licensed Real Estate Agent)

917-535-4131

Office: 718-372-0628

Email: MOINUL4@GMAIL.COM

Mega Homes Realty

22-11 55 Ave, Astoria, NY 11106

Commercial and Residential Real Estate Firm



York Holding Realty
Licensed Real Estate Broker
 Over 20 Years Experience in Real Estate Business

- Now Hiring Sales Persons
- Free Training (We will pay course fees)
- Earn up to 300K Yearly

Zakir H. Chowdhury
 President

✉ zchowdhury646@gmail.com

718-255-1555, 917-400-3880

📍 70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372 🌐 www.yorkholdingrealty.com





Mohammed Nasiruddin Khan
 MS in Acctg & Fin Mgmt Concentration
 Certified Public Accountant (CPA)
 MBA, MCOM, FCGA, LLB

Brilliant Accounting & Tax Services Inc.
Ph: (929) 287-7354, (929) 395-2322
Email: bat.info20@gmail.com
42 Ellsworth Drive, Cheektowaga, Buffalo, NY 14225

TAX & NOTARY

MERIT KABAB PALACE

We specialized in Indoor
& Outdoor Catering
Owner: Abdul Alim
37-67 74th St. Jackson Heights,
NY 11372
Tel: 718-396-5827





Ma Travel Agency

IATA And ARC Approved

Shahadat Hasan

Call: 917-593-9311

shahadat3@msn.com

We do real estate, sell,
buy, rent, tax file, notary.

Ticket Sell NYC TO
Dhaka-RT- 599

37-22 73rd Street, 2G
Jackson Heights,
NY-11372

Above Kobanjo Restaurant

বাফ্লা কন-বিক্রয়ের বিশ্বজ্ঞান নিউরয়েগ্যে রিয়েলটর



MURSHEDA ZAMAN
Lic. Real Estate Sales Person

271-271 (Jamaica Phone: Jamaica NY 11432)
www.917.502.6445



যোগাযোগ কনস
Cell: 917 502 6445